জরুরী মাসায়েল সিরিজ-৫

সমকালীন
জরুরী মাসায়েল

সম্পাদনা

মুফতী আবূ সাঈদ

সমকালীন
জরুরী মাসায়েল

[দ্বিতীয় খণ্ড]

সম্পাদনা

মুফতী আবূ সাঈদ দা.বা.

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা

প্রধান মুফতী, জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা

প্রকাশনায়

দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়, সি-৫৪, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

ফোন : ৪৭৪৪৫৯১৭, মোবাইল : ০১৮১৮৫৩০৬৩৮

সূচিপত্র

অধ্যায় : পবিত্রতা

অধ্যায় : নামায

অধ্যায় : রোজা

অধ্যায় : যাকাত

অধ্যায় : হজ্ব

অধ্যায় : লেনদেন

অধ্যায় : দান-ছদকা হিবা ও ওয়াক্ফ

অধ্যায় : বিবিধ

তথ্যসূত্র

অধ্যায়
পবিত্রতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

চোখ থেকে বের হওয়া পানির হুকুম

প্রশ্ন :- চোখ উঠা বা ফুলে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন অসুস্থতার কারণে চোখ থেকে যে পানি বের হয় তা পাক না নাপাক? এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে কি? এ পানি স্বচ্ছ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে কি? চোখ থেকে যে পিচুটি বের হয় এর শরয়ী বিধান কী?

উত্তর :- চোখ থেকে স্বচ্ছ পানি বের হলে তা পাক। এতে অজু ভাঙবে না। চাই তা স্বাভাবিক অবস্থায় বের হোক কিংবা (জখম ছাড়া) অন্য কোন অসুস্থতার কারণে। তবে জখম-জনিত কারণে স্বচ্ছ পানি বের হলেও তা নাপাক বলে গণ্য হবে এবং এর কারণে অজু ভেঙ্গে যাবে।

যদি অস্বচ্ছ পানি বের হয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট তা পুঁজ বলে গণ্য হয় অথবা রোগীর নিজের কাছেই প্রবল ধারণা জন্মে যে এটা পুঁজ, তাহলে এ পানি নাপাক বলে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা অজু ভেঙ্গে যাবে। হ্যাঁ যদি নিজের কাছেও পুঁজ বলে মনে না হয় এবং চোখে জখম ইত্যাদিও না থাকে সে ক্ষেত্রে ফুকাহাদের অনেকে অজু না ভাঙ্গার কথা বলেছেন। তবে অজু করে নেয়া ভালো ।

চোখের পিচুটি পাক। এতে অজু নষ্ট হয় না।

সূত্র :-

১. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ১৮৭

(فرع) في عينه رمد يسيل دمعها، يؤمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونها صديدًا. وأقول: هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضًا لا يوجب الحكم بالنقض، إذ اليقين لايزول بالشك والله أعلم. نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلي يجب.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ৮৮

وأما قولهم" ماء الجرح والنطفة وماء السرة والثدي والعين والأذن إن كان لعلة سواء" ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا بسبب ذلك.

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ১৪৮

৪. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া টীকা খ:১ পৃ:২৪৪

৫. আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া পৃ: ২৬

৬. ফাতাওয়া দারুল উলূম জাদীদ খ: ১ পৃ: ১৩৪,১৪৩

৭. ফাতাওয়া রশিদিয়া পৃ:২৬৯

৮. ইলমুল ফিক্‌হ খ:১ পৃ:৬৮

৯. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ২ পৃ: ৫৩

ডিম না ধুয়ে সিদ্ধ করা

প্রশ্ন :- হাঁস-মুরগি ইত্যাদি ডিম পাড়ার সাথে সাথে ডিমের উপর যে আর্দ্রতা থাকে তা পাক না নাপাক? ডিমের উপর যদি বাহ্যিক কোন নাপাকি দেখা না যায়, আর এ অবস্থায় তা না ধুয়ে ভাত কিংবা তরকারির মধ্যে সিদ্ধ করা হয় তাহলে সেই ভাত বা তরকারি খেতে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর :- পেট থেকে বের হওয়ার পর ডিমের গায়ে যে আর্দ্রতা থাকে তা পাক। সুতরাং ডিমের গায়ে যদি বিষ্ঠা বা অন্য কোনো নাপাকি না লাগে কিংবা কোন ধরনের নাপাকির চিহ্ন না থাকে, তাহলে এমন ডিম ভাত বা তরকারির মধ্যে সিদ্ধ করার কারণে ভাত-তরকারি নাপাক হবে না। তাই সেগুলো খেতে কোন সমস্যা নেই।

হ্যাঁ, যদি ডিমের গায়ে নাপাকি থাকে তাহলে ভাত-তরকারি নাপাক হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ডিমের গায়ে বাহ্যত কোন নাপাকি না দেখা গেলেও সতর্কতামূলক ডিম ধুয়ে নেয়া ভালো।

সূত্র :-

১. গুনয়াতুল মুতামাল্লী শরহু মুনয়াতিল মুসল্লী পৃ: ১৩১

البيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في المرقة لا تفسده ...كذا في كتب الفتاوى. وهذا لأن الرطوبة التي عليها ليست بنجسة لكونها في محلها.

২. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ২১১
৩. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ১ পৃ: ৩৪২
৪. ফাতাওয়া কাযী খান খ: ১ পৃ: ২১
৫. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৬২১ (রশিদিয়া)
৬. হাশিয়াতু ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১০৯

কোন্ ধরনের মোজার উপর মাসেহ্ করা যায়

প্রশ্ন :- কোন্ ধরনের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয?

উত্তর :- চামড়া, পশম বা কাপড়ের তৈরী যেসব মোজার মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাগুণ পাওয়া যায় তার উপর মাসেহ করা জায়েয।

ক. মোজা দ্বারা উভয় পা টাখনুসহ ঢাকা থাকা।

খ. মোজা এই পরিমাণ মোটা হওয়া যা পরিধান করে অন্তত তিন মাইল হাঁটা যায়।

গ. যার উপর মাসেহ করা হলে ভিতরে আর্দ্রতা পৌঁছে না।

ঘ. অধিক মোটা হওয়ার কারণে বাঁধা ছাড়াই মোজা পায়ের সাথে আটকে থাকে।

সূত্র :-

১. মারাকীল ফালাহ পৃ: ১২৭-১২৯

(صح)... (المسح على الخفين) ...(ولو كانا) أي الخفان متخذين (من شيء ثخين غير الجلد)، كَلبدٍ وجوخٍ وكرباسٍ يستمسك على الساق من غير شدٍّ، لايشف الماء وهو قولهما، وإليه رجع الإمام، وعليه الفتوى؛ لأنه في معنى المتخذ من الجلد.

২. কানযুদ্দাকায়েক পৃ: ১২
৩. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৩২
৪. ইলমুল ফিক্হ খ: ১ পৃ: ৭২

মোজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি ও সময়

প্রশ্ন :- মোজার উপর মাসেহ করার সুন্নত পদ্ধতি কী? একবার মোজা পরার পর কয়দিন মাসেহ করা যায়?

উত্তর :- মাসেহ করার সুন্নত পদ্ধতি হলোঃ উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজিয়ে উভয় পায়ের পিঠের অগ্রভাগে রাখবে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে পায়ের টাখনুর দিকে টেনে আনবে।

মুকীম ব্যক্তি (যে শরয়ী সফরে নেই) মোজার উপর একদিন-একরাত (২৪ ঘণ্টা) মাসেহ করতে পারবে আর মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন-তিনরাত (৭২ঘণ্টা) মাসেহ করতে পারবে। যে অজুর পর মোজা পরা হয়েছে সে অজু ভঙ্গের পর থেকে একদিন-একরাত বা তিনদিন-তিনরাত এর হিসাব শুরু হবে।

সূত্র :-

১. মারাকীল ফালাহ পৃঃ ১৩১

ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيامٍ بلياليها ... وابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين على طهر، هو الصحيح.

২. কানযুদ্দাকায়েক পৃঃ ১১

৩. ফাতাওয়া আলমগীরী খঃ ১ পৃঃ ৩৩

৪. ইলমুল ফিক্‌হ খঃ ১ পৃঃ ৭৪

নাপাক কাপড়-ধোয়া পানির হুকুম

প্রশ্ন :- যে কাপড়ে অদৃশ্য নাপাকি (যেমন প্রস্রাব) লেগেছে সে কাপড়-ধোয়া পানির শরয়ী হুকুম কী? প্রথম বার ধোয়া পানি আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের ধোয়া পানির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর :- অদৃশ্য নাপাকি (অর্থাৎ যা শুকালে দেখা যায় না এমন নাপাকি) যে কাপড়ে লেগেছে সে কাপড়-ধোয়া পানি নাপাক। এ ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব বারের ধোয়া-পানিই নাপাক।

অবশ্য, এই পানি অন্য কোন কাপড়ে লাগলে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের মাঝে পার্থক্য হবে। প্রথম বারের ধোয়া পানি কোন কাপড়ে লাগলে উক্ত কাপড় তিন বার ধৌত করতে হবে, দ্বিতীয় বারের পানি লাগলে দুইবার আর তৃতীয় বারের পানি লাগলে একবার ধৌত করতে হবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩৩৩

وهذا كله إذا غسل في إجّانة. وفي الشامية: أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة، أو في ثلاث إجانات. قال في الإمداد: والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة؛ فالأولى يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا، والثانية بثنتين، والثالثة بواحدة، وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২৩৩

وفي المجتبى...وغسالة النجاسة فى المرات الثلاث غليظة على الأصح، وإن كانت الأولى تطهر بالثلاث والثانية بالثنتين والثالثة بالواحدة.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ১৯৫

৪. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ১৫৫, ১৫৯, ১৬২

৫. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৩৮৬

জখম ইত্যাদিতে আক্রান্ত ব্যক্তির গোসল

প্রশ্ন :- যে ব্যক্তির বুকের উপরিভাগে কিংবা নাকের ভেতরের অংশে ঘা অথবা এমন রোগ দেখা দিয়েছে, যে রোগের কারণে উক্ত স্থানে পানি লাগানো ক্ষতিকর। এরূপ ব্যক্তির গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করা কি জরুরী? নাকি তায়াম্মুম করলেও চলবে। গোসল করতে হলে তার পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর :- যদি শরীরের কোন জায়গায় ঘা, জখম বা এ ধরনের কোনো রোগ দেখা দেয় যার ফলে সে স্থানে পানি পৌঁছলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে দেখতে হবে এ সমস্যা শরীরের অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি

জায়গাজুড়ে কি না? যদি এমন হয় তাহলে গোসল না করে তায়াম্মুম করবে।

আর যদি শরীরের বেশির ভাগ জায়গা ভালো থাকে, তাহলে গোসল করবে এবং ক্ষতস্থানে ভিজা হাত দিয়ে মাসেহ করে নিবে। এতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে ক্ষতস্থানের উপর কাপড় বেঁধে তার উপর মাসেহ করবে। এতেও সমস্যা হলে মাসেহ করাও ছেড়ে দিবে।

অতএব, যার নাকের ভেতরে ঘা ইত্যাদি আছে এবং সেখানে পানি পৌঁছলে ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, সে ভেজা আঙ্গুল দিয়ে নাকের ভিতরের অংশে মাসেহ করে গোসল সম্পন্ন করবে। যদি মাসেহ দ্বারাও ক্ষতি হয় তাহলে মাসেহ ছাড়াই গোসল করে নিবে। অনুরূপ বুকের উপর ঘা ইত্যাদি হলেও গোসল করবে এবং যে স্থানে পানি লাগলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে সেখানে ভিজা হাত দিয়ে মাসেহ করবে। তাও সম্ভব না হলে ক্ষতস্থানে কাপড় বেঁধে তার উপর মাসেহ করবে। এতেও ক্ষতি হলে মাসেহ ছাড়াই গোসল সম্পন্ন করবে।

উল্লেখ্য, ক্ষত যদি শরীরের এমন কোনো জায়গায় হয় যা রক্ষা করে গোসল করা খুবই সমস্যা, যেমন: পেট কিংবা পিঠ, তাহলে সে ক্ষেত্রেও তায়াম্মুম করার অবকাশ থাকবে।

সূত্র :-

১. মারাকীল ফালাহ পৃ: ১২৬

(وإن كان أكثره –البدن– صحيحا غسله) أي الصحيح، (ومسح الجريح) بمروره على الجسد، وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه، وإذا كانت الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغالب الجراحة حكما للضرورة، وفي الحاشية تحت قوله: "فعلى خرقة" في كلام الحلبي ما يفيد أنه يشدها عند إرادة المسح إن لم تكن مشدودة.

২. আল মাবসূত লিস সারাখসি খ: ১ পৃ: ২৬৪

৩. খুলাসাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৩৯

৪. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ২৫৭

৫. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ১৬৩

৬. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ১৪৪
৭. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২৮
৮. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ১৭৭
৯. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৪৫
১০. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৫৮
১১. মাজমাউল আনহুর খ: ১ পৃ: ৪৪
১২. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ১৬৩
১৩. আল ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ: ৭

জনসম্মুখে সতর খুলে পবিত্রতা অর্জন করা

প্রশ্ন :- শরীরে যদি এ পরিমাণ নাপাকি লাগে যা নিয়ে নামায পড়া যায় না। অথচ মানুষের সামনে সতর খোলা ছাড়া শরীর থেকে এ নাপাকি দূর করাও সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় সে নাপাকিসহ নামায আদায় করবে? নাকি মানুষের সামনে সতর খুলে নাপাকি ধৌত করে নামায আদায় করবে?

উত্তর :- এমন পরিস্থিতিতে শরীয়তের বিধান হলো: সর্বাত্মক চেষ্টার পরও যদি নাপাকি ধোয়ার জন্য নির্জন কোনো স্থান পাওয়া না যায়, তাহলে নাপাকি নিয়েই নামায আদায় করবে। এমন পরিস্থিতিতে লোক সম্মুখে সতর খুলে নাপাকি দূর করা আবশ্যক নয়। কেননা নাপাকি দূর করা অপেক্ষা সতর ঢেকে রাখার গুরুত্ব বেশী।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৫৪৫-৪৬

إنّ ترْك استعمال النجاسة فرض وستر العورة فرض، إلا أن ستر العورة أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع، وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على حالة الصلاة فيصار إلى الأهم فتستر العورة ... فمن ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما اهـــ.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবি আলাল মারাকী পৃ: ২৩৮
৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ৫৮

৪. আল বাহরুর রায়েক খঃ ১ পৃঃ ২২০

৫. ফাতহুল কাদীর খঃ ১ পৃঃ ১৯২

পাক ও নাপাক কাপড় এক সাথে ধোয়া

প্রশ্ন :- কেউ যদি পাক ও নাপাক কাপড় এক সাথে মিলিয়ে এক বালতিতে ভিজায়, তাহলে পাক কাপড়টি কয় বার ধুতে হবে? একবার ধুলেই কি পাক হয়ে যাবে? নাকি সে কাপড়কেও নাপাক কাপড়ের মতো তিনবার ধুতে হবে?

উত্তর :- পাক ও নাপাক কাপড় এক সাথে মিলিয়ে একই বালতিতে ভেজালে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যাবে। কারণ, নাপাক বস্তুর সাথে অল্প পানি মিশ্রিত হলে তাও নাপাক হয়ে যায়। আর সে নাপাক পানি যে কাপড়ে লাগবে সে কাপড়ও নাপাক হয়ে যাবে। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত কাপড়গুলোকে নাপাক কাপড়ের মতই ধুয়ে পবিত্র করতে হবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খঃ ১ পৃঃ ৩২৫-২৬

(وماء(... (ورد)... (على نجس نجس)... (كعكسه).

২. ফাতাওয়া আলমগীরী খঃ ১ পৃঃ ৪২

৩. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃঃ ১৫৯

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৫ পৃঃ ২৫৪

৫. দারুল উলূম জাদীদ খঃ ১ পৃঃ ৩০৬

চক্ষু অপারেশন হলে অজু গোসল কীভাবে করবে

প্রশ্ন :- জনৈক ব্যক্তির চক্ষু অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন যে, পুরোপুরি ভালো না হওয়া পর্যন্ত চোখে পানি লাগানো যাবে না। এমন পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যক্তি অজু গোসল কীভাবে করবে? তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয হবে কি?

উত্তর :- প্রশ্নোক্ত অবস্থায় অজু গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

অতএব, চোখে পানি না লাগানোর এই নির্দেশ যদি এমন কোনো ডাক্তার দিয়ে থাকেন যিনি মুসলমান, অভিজ্ঞ এবং বাহ্যত ফাসেক নয় তাহলে এমন পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যক্তির করণীয় হলোঃ অজুর সময় চোখে পানি না লাগিয়ে চেহারার যতটুকু অংশ ধৌত করা সম্ভব ততটুকু অংশ ধৌত করবে। আর অবশিষ্ট অংশ মাসেহ করে নিবে। অতঃপর যথারীতি অজু করবে।

আর গোসলের সময় চোখ ও মাথার যে অংশে পানি পৌঁছালে চোখে পানি লাগার আশঙ্কা রয়েছে ঐ অংশের উপর মাসেহ করে অবশিষ্ট পূর্ণ শরীরে পানি পৌঁছে দিবে। চোখে সরাসরি ভিজা হাত লাগিয়ে মাসেহ করাও ক্ষতিকর মনে হলে চোখের উপর একটি কাপড় বেঁধে তার উপর মাসেহ করে নিবে। এটাও সম্ভব না হলে চোখ মাসেহ করবে না।

সূত্র :-

১. আল মাবসূত খ: ১ পৃ: ২৬৪

قوله)وإذا كان به جدري أو جراحات في بعض جسده إلخ(: فإن كان أكثره صحيحا فعليه الوضوء في الصحيح، وإن كان أكثره مجروحا فعليه التيمم دون غسل الصحيح منه- وإن كان جنبا فالعبرة بجميع الجسد- فإن كان أكثره مجروحا تيمم وصلى عندنا.

২. হালবী কাবীরী পৃ: ৫৭
৩. আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া পৃ: ৩২
৪. ফাতাওয়া ওয়াল ওয়ালিজিয়্যা খ: ১ পৃ: ৬৬
৫. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ১৪৪
৬. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৮৩
৭. ফাতাওয়া শামী খ:১ পৃ: ২৫৭
৮. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ১৬৩
৯. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২৮
১০. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৫৮

ব্রণ, ঘামাচি, ফোঁড়া-পাঁচড়া গলিয়ে ফেললে অজুর বিধান

প্রশ্ন :- যদি ব্রণ, ঘামাচি, ফোঁড়া-পাঁচড়া বা ফোসকা গলিয়ে ফেলা হয় এবং সেখান থেকে পানির মত বের হয়, তাহলে কি অজু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর :- ব্রণ, ফোঁড়া-পাঁচড়া, ফোসকা থেকে যদি গড়িয়ে পড়ার মত পরিমাণ রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয় তাহলে অজু ভেঙ্গে যাবে। তবে ঘামাচি থেকে যেহেতু সাধারণত সেই পরিমাণ পানি বের হয় না, তাই তা থেকে বের হওয়া পানির কারণে অজু ভাঙবে না। হ্যাঁ, যদি এর ব্যতিক্রম কারো গড়িয়ে পড়ে পরিমাণ পানি বের হয় তাহলে অজু ভেঙ্গে যাবে।

উল্লেখ্য, যদি কোনো ক্ষতস্থান থেকে অল্প অল্প করে এসব বের হতে থাকে আর মুছে ফেলা হয় এবং প্রবল ধারণা হয় যদি মোছা না হতো তাহলে গড়িয়ে পড়তো, এমন হলেও অজু ভেঙ্গে যাবে। আর যে অবস্থায় অজু ভেঙ্গে যায় সে অবস্থায় ক্ষত থেকে বের হওয়া রক্ত, পুঁজ বা পানিও নাপাক বলে গণ্য হবে ।

সূত্র :-

১. আল মুছান্নাফ লি আবদিররাযযাক হাদীস নং ৫৪৬, খ: ১ পৃ: ১১১

عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: توضأْ من كل دم خرج فسال، وقيح و دُمّل أو نفطة يسيرة إذا خرج فسال فيه، الوضوء. قال: وإن نزعت سِنّا فسال منها دم فتوضأ.

২. আল মুছান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবা খ: ২ পৃ: ৭০-৭১

৩. আল জামেউস সগীর পৃ: ৭২

৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১০

৫. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ১৪৮

৬. মারাকীল ফালাহ পৃ: ৮৭

৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৬১

৮. উমদাতুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ১৬৪,১৬৫,১৬৮

৯. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ২৮

নখপালিশ লাগানো অবস্থায় অজু গোসলের হুকুম

প্রশ্ন :- নখপালিশ ব্যবহার করা অবস্থায় অজু গোসল সহীহ হবে কি?

উত্তর :- অজু গোসলের সময় নখের উপর পানি পৌঁছানো জরুরী। আর নখপালিশ থাকা অবস্থায় নখে পানি পৌঁছানো সম্ভব নয়। অতএব, নখপালিশ থাকা অবস্থায় অজু-গোসল শুদ্ধ হবে না। যে কোনভাবে নখপালিশ উঠিয়ে নখে পানি পৌঁছাতে হবে ।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৪

في فتاوى ما وراء النهر: إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أورطب لم يجز، وإن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز.

২. মারাকীল ফালাহ পৃ: ৬৩

كعجين...وجب غسل ماتحته بعد إزالة المانع.

৩. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ১৫২

৪. আল মুফাসসাল ফি আহকামিল মারআতি ওয়া বাইতিল মুসলিম খ: ১ পৃ: ৮৫

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৮০

৬. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৪৮

৭. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খ: ১ পৃ: ৮৭

দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মারা গেলে তার গোসল ও জানাযা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মারা যায়, আর তার দেহ এমনভাবে থেতলে যায় বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে, তাকে গোসল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অথবা গোসল দেয়া যায় কিন্তু দিলে ভাল দেখাবে না– এমতাবস্থায় তাকে গোসল দেয়া কি আবশ্যক? এরকম ব্যক্তির জানাযার নামাযের হুকুম কী?

উত্তর :- দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কেউ মারা গেলে তার গোসল ও জানাযার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, দুর্ঘটনায় তার দেহের কতটুকু অংশ

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি তার সম্পূর্ণ দেহ বা দেহের অধিকাংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কিংবা টুকরো টুকরো হয়ে যায় বা থেতলে (ছেঁচে) শরীরের গঠন শেষ হয়ে যায়, তাহলে এসব সূরতে তাকে গোসলও দেয়া হবে না এবং তার উপর জানাযার নামাযও পড়া হবে না। এমনিভাবে যদি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বা গলে যায় অথবা পানিতে ডুবে শরীর ফুলে ফেঁটে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তাকেও গোসল দেয়া হবে না এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে না; বরং এ জাতীয় লাশ একটি কাপড়ে মুড়িয়ে দাফন করে দেয়া হবে।

আর যদি দেহের অধিকাংশ অথবা মাথাসহ অর্ধেকাংশ অক্ষত থাকে, বাকি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সুন্নত তরীকায় গোসলও দেয়া হবে এবং তার উপর জানাযার নামাযও পড়া হবে।

আর যদি সম্পূর্ণ দেহের গঠন ঠিক থাকে কিন্তু ফুলে এমন হয়ে যায় যে, হাতে স্পর্শ করলে বা বেশি নাড়াচাড়া করলে ফেঁটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমনিভাবে কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ার কারণেও যদি এই অবস্থা হয় যে– বেশি নাড়াচাড়া করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তার উপর শুধু পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট হবে; সুন্নত তরীকায় গোসল দিতে হবে না। তবে তার উপর জানাযার নামায পড়া হবে। আর এভাবেও সম্ভব না হলে শুধু তায়াম্মুম করিয়ে দিয়ে জানাযা পড়ে নিবে।

উল্লেখ্য, শুধু দেখতে খারাপ দেখা যাওয়া বা ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে গোসল দেয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১৫৮-৫৯

ولوكان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه كذا في التاتارخانية ناقلا عن العتابية. ... ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه، كذا في المضمرات... وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لايغسل ولايصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات. وفيه في ١٦٥/١: ولودفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه

يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم، بل يصلى عليه مالم يعلم أنه قد تمزق، كذا في السراجية.

২. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৩১৩
৩. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ১৯৯
৪. মারাকীল ফালাহ পৃ: ৫৭৫
৫. ইমদাদুল আহকাম খ: ১ পৃ: ৮৩০
৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৮ পৃ: ৬৬৪-৬৬৬
৭. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ১৪৮

গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তির ঘাম ও উচ্ছিষ্টের বিধান

প্রশ্ন :- গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির ঘাম ও উচ্ছিষ্টের হুকুম কী?

উত্তর :- গোসল ফরয হওয়ার পর শরীর থেকে ঘাম বের হলে তা পবিত্র ব্যক্তির ঘামের মতোই পাক। অতএব, ঐ ঘাম কোন কিছুর সঙ্গে লাগলে তা নাপাক হবে না।

অনুরূপ গোসল ফরয-হওয়া ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট (আহার করা খাবার বা পানীয়ের অবশিষ্টাংশ) পাক। সুতরাং তা খেতে কোন সমস্যা নেই।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ২২২-২৩

(فسؤر آدمي مطلقا) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة ...(طاهر). وفيه ٢٢٨/١: (و) حكم (عرق كسؤر).

২. মারাকীল ফালাহ পৃ: ২৯
৩. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ১৮
৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ১১৩,১১৫

গোসলের সময় কৃত্রিম চুলে পানি পৌছানোর হুকুম

প্রশ্ন :- গোসলের সময় কৃত্রিম চুলে পানি পৌঁছানো কি জরুরী? কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করলে অজু সহীহ হবে কি?

উত্তর :- কৃত্রিম চুল সংযোজনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে–

প্রথম পদ্ধতি : সাময়িকভাবে চুল লাগানো– যা ইচ্ছা করলে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়, এ ধরনের কৃত্রিম চুলের উপর মাসেহ করলে অজু হবে না। বরং অজুর সময় চুল খুলে মাথার উপর মাসেহ করতে হবে। এ জাতীয় কৃত্রিম চুলের কারণে যদি মাথায় পানি পৌঁছতে সমস্যা হয় তাহলে ফরজ গোসলের সময় অবশ্যই চুল খুলে নিতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : সার্জিক্যাল পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে চুল সংযোজন করা– যা খোলা সম্ভব নয়। গোসলের সময় এ ধরনের চুলে পানি পৌঁছানো জরুরী। আর অজুর ক্ষেত্রে এ ধরনের চুলে মাসেহ করলে অজু সহীহ হবে।

উল্লেখ্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে কৃত্রিম চুল সংযোজন করা জায়েয নেই, হাদীসে এ কাজের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে, তাই এ কাজ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

১. সহীহ বুখারী শরীফ- হাদীস নং ৫৯৩৪
২. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম খ: ৪ পৃ: ১৯১
৩. ফাতাওয়া বায়্যিনাত খ: ৪ পৃ: ৩৪৭
৪. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ২ পৃ: ৫১
৫. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খ: ১ পৃ: ১০০
৬. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ২ পৃ: ৫৩৬
৭. আল মুফাসসাল ফি আহকামিল মারআতি ওয়া বাইতিল মুসলিম খ:১ পৃ: ৮৩,৮৬

ولو كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه مانع من الاستيعاب، وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرها أو من صوف أسود كثرت به شعرها لم يجز المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أصله، وبالجملة لايمسح على حائل مع الاختيار وأما مع الضرورة فجائز.

সতর খোলার দ্বারা অজু ভঙ্গের হুকুম

প্রশ্ন :- সতর খোলার দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর :- মানুষের সামনে সতর ঢেকে রাখা ফরয। তথাপি কোন কারণে সতর খুলে গেলে অজু নষ্ট হবে না।

সূত্র :-

১. হালবী কাবিরী পৃ: ১৮৯

وإن انكشف عضو هو عورة فى الصلاة، فستر من غير لبث لايضره ذلك الانكشاف، لا يفسد صلاته.

২. আততাতার খানিয়া খ: ১ পৃ: ১১২

৩. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ২ পৃ: ৫১৫

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৯১

৫. ইলমুল ফিক্‌হ খ: ১ পৃ: ৬৮

৬. আপকে মাসায়েল খ: ২ পৃ: ৫৫

বাচ্চাকে দুধ পান করালে অজুর হুকুম

প্রশ্ন :- বাচ্চাকে দুধ পান করালে অজু নষ্ট হবে কি?

উত্তর :- বাচ্চাকে দুধ পান করানোর দ্বারা অজু নষ্ট হয় না।

সূত্র :-

১. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ১৩৪

(وينقضه خروج) كل خارج (نجس).

২. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৪১

৩. ইমদাদুল আহকাম খ: ১ পৃ: ৩৫৭

বাচ্চাদের বমির হুকুম

প্রশ্ন :- দুধের শিশু দুধ পান করার পর কখনো বমি করে থাকে এ বমির হুকুম কী? এ বমি কাপড় বা শরীরে লাগলে তা নাপাক হয়ে যাবে কি?

উত্তর :- শিশুদের বমির হুকুম বড়দের বমির হুকুমের মতোই। অর্থাৎ শিশু যদি মুখ ভরে বমি করে তাহলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। এ বমি কাপড় বা শরীরে লাগলে ধৌত করার পর নামায পড়তে হবে। আর যদি বমি মুখ ভরে না হয় তাহলে ঐ বমি পাক। তা কোথাও লাগলে ধোয়া

জরুরী নয়। উল্লেখ্য, বাচ্চা দুধ মুখে দেয়ার পর গলার ভেতরে প্রবেশের পূর্বেই যদি ফেলে দেয় তাহলে তা বমি বলে গণ্য হবে না। বরং বমি বলা হয় খাওয়া বা পান করার পর যা ভেতর থেকে বের হয়ে আসে।

সূত্র :-

১. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ১৩৭-১৩৮

وينقضه قيء ملأ فاه ...وهو نجس مغلظ، ولو من صبي ساعةَ ارتضاعه، هو الصحيح لمخالطة النجاسة، ذكره الحلبي.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ৮৮-৮৯

৩. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৪ পৃ: ৫৫

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ২২৭

রাস্তার কাদা-পানি গায়ে বা কাপড়ে লাগলে তার হুকুম

প্রশ্ন :- বৃষ্টির কারণে রাস্তায় যে কাদা হয় এর বিধান কী? যদি কারো গায়ে বা কাপড়ে ঐ কাদা লাগে তাহলে তা ধোয়া ছাড়া নামায হবে কি?

উত্তর :- বৃষ্টির কারণে রাস্তায় যে কাদা-পানি হয় তাতে যদি নাপাকির আলামত দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে তা পাক। এমন কাদা-পানি গায়ে বা কাপড়ে লাগলে তা নিয়ে নামায পড়া যাবে। তবে সম্ভব হলে ধুয়ে নেয়া ভাল।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৩২৪

وفي الفيض: طين الشوارع عفو، وإن ملأ الثوب للضرورة ولو مختلطا بالعذرات، وتجوز الصلاة معه. اهــ ...أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن التجنيس.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ১৫৮

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ২৩৭

৪. কেফায়াতুল মুফতি খ: ২ পৃ: ৩৩৬

৫. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ১৪৭

শরীর বা জামা-কাপড়ে ব্যাঙের পেশাব লাগলে তার হুকুম

প্রশ্ন :- শরীর বা জামা কাপড়ে ব্যাঙের পেশাব লাগলে তা কি নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর :- ব্যাঙের পেশাব নাপাক। অতএব, জামা কাপড় বা শরীরে লাগলে তা নাপাক হয়ে যাবে।

সূত্র :-

১. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩১৮
২. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১২১
৩. ফাতাওয়া খলীলিয়া খ: ১ পৃ: ৭৫
৪. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ২ পৃ: ৫৮৪
৫. ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া খ: ১ পৃ: ৫৫৭
৬. মারাকীল ফালাহ পৃ: ১৫৪

পাখির বিষ্ঠার হুকুম

প্রশ্ন :- চলার পথে অনেক সময় উপর থেকে পাখির বিষ্ঠা গায়ে বা জামা-কাপড়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ধোয়া ছাড়াই কি নামায সহীহ হবে?

উত্তর :- যেসব পাখির গোশত খাওয়া হালাল, যেমন: চড়ুই, কবুতর ইত্যাদি এ ধরনের পাখির বিষ্ঠা পাক। এ সব পাখির বিষ্ঠা জামা-কাপড় বা শরীরে লাগলে তা নাপাক হবে না। এগুলো ধোয়া ছাড়াই নামায পড়া জায়েয হবে। তবে সম্ভব হলে ধুয়ে নেওয়া ভাল।

আর যেসব পাখির গোশত খাওয়া যায় না, যেমন: কাক, চিল ইত্যাদি এসব পাখির পায়খানা নাজাসাতে খফীফা (হালকা নাপাকী)। আর নাজাসাতে খফীফার হুকুম হল, শরীর বা কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লেগেছে তার এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে কম হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নিয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। তবে ধোয়া সম্ভব হলে ধুয়ে নেয়া উচিত।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ১৫৫

وأما ما يزرق في الهواء فما يؤكل كالحمام والعصفور فخرؤه طاهر، وما لا يؤكل كالصقر والحدأة والرخم فخرؤه نجس مخفف.

২. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৪৬

৩. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩২০

৪. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ১৯

৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ ২ পৃ: ৮৪

অজুর সময় ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলার হুকুম

প্রশ্ন :- অজুর সময় ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা কেমন?

উত্তর :- ক্বিবলামুখী হয়ে অজু করা মুস্তাহাব। তবে ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা মাকরূহ, তাই প্রয়োজন হলে বাম দিকে অথবা নিচের দিকে ফেলবে।

সূত্র :-

১. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৬৩৭

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من تفل تُجاه القبلة جاء يوم القيامة وتَفْلَتُه بين عينيه.

২. উমদাতুল কারী খ: ৩ পৃ: ৩৯৪

৩. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ১৭

নাজাসাতে গলীযা এক দেরহাম পরিমাণ মাফ হওয়ার অর্থ

প্রশ্ন :- ফিকহের কিতাবে আছে– নাজাসাতে গলীযা এক দেরহাম পরিমাণ মাফ। তেমনিভাবে নাজাসাতে খফীফা এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত মাফ হওয়ার অর্থ কী? এ পরিমাণ নাপাকি থাকা অবস্থায় নামায পড়া যাবে কি?

উত্তর :- মাফ এর অর্থ হল এতটুকু নাপাকি নিয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। তবে জানা থাকা অবস্থায় বিনা ওযরে এ পরিমাণ নাপাকি নিয়ে নামায পড়াও মাকরূহ।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ১৫৬

والمراد عفا عن الفساد به، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩১৬, ৩১৭

৩. আল বিনায়া শরহুল হিদায়া খ: ১ পৃ: ৭২৪

৪. নিযামুল ফাতাওয়া খ: ৫ পৃ: ১৭২

উলঙ্গ হয়ে গোসল করা

প্রশ্ন :- গোসলখানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয আছে কি?

উত্তর :- গোসলখানা যদি এমন হয় যে, উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে অন্য কেউ দেখবে না, তাহলে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার অবকাশ আছে। তবে উলঙ্গ হয়ে গোসল না করাই উত্তম।

সূত্র :-

১. উমদাতুল কারী খ: ৩ পৃ: ৫৭

ولا خلاف أن التستر أفضل كما قاله. وبجواز الغسل عريانا في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৪০৪

৩. মারাকীল ফালাহ পৃ: ১০৬

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৯০

৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ:

গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি বালতির পানিতে হাত দেয়া

প্রশ্ন :- গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি বালতি ইত্যাদির পানিতে হাত দেয় এতে কি পানি নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর :- গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি পানির পাত্রে হাত দেয় আর তার হাতে কোন নাপাকি না থাকে তাহলে পানি নাপাক হবে না। এ পানি দ্বারা অজু-গোসল জায়েয হবে।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ২৬

وأما ما في كثير من الكتب من أن الجنب إذا أدخل يده أو رجله في الماء فسد الماء، فبنى على رواية نجاسة الماء المستعمل و هي رواية شاذة، وأما على المختار للفتوى فلا.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ৭১-৭৩

৩. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ১ পৃ: ৩৪৬

৪. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ১ পৃ: ২৪

নাপাক কাপড় পরিধান করে কুরআন তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন :- শরীর বা কাপড়ে নাপাকি নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয হবে কি?

উত্তর :- গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং তেলাওয়াত করা কোনটাই জায়েয নয় আর অজু না থাকা অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নয়; তবে স্পর্শ না করে তেলাওয়াত করা জায়েয।

অজু-গোসল ঠিক থাকলে শরীর বা কাপড়ের কোন অংশে বাহ্যিক নাপাকি লেগে থাকলেও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং তেলাওয়াত করা উভয়টিই জায়েয। অবশ্য, কুরআন শরীফের আদব রক্ষার্থে সব ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করে তেলাওয়াত করা উচিত।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ১৪৩

وفي الخانيه آخر فصل القراءة، تكره قراءة القرآن في مواضع النجاسات: كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك.

২. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ খ: ৩৩ পৃ: ৬৪

يستحب للقاري في غير الصلاة أن يكون على أكمل أحواله من طهارة الباطن والظاهر.

৩. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৮২

সাপোজিটরি ব্যবহার করলে অজুর হুকুম

প্রশ্ন :- সাপোজিটরি ব্যবহার করলে কি অজু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর :- সাপোজিটরি ব্যবহার করার পর যদি পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হয় তাহলে অজু ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় ভাঙবে না।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ৩৭

إن أقطر في إحليله دهنا ثم عاد فلا وضوء عليه، بخلاف ما لو احتقن بدهن ثم عاد.

২. হালবী কাবিরী পৃ: ১১০

وإن أدخل المحقنة دبره ثم أخرجها إن لم يكن عليها بلة لاينقض إدخالها الوضوء، لأن الناقض ما يخرج لا ما يدخل.

৩. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ৩০
৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৯-১০২.
৫. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৬০
৬. উমদাতুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ১৬৩

কৃমির কারণে অজু নষ্ট হওয়ার বিধান

প্রশ্ন:- পুরুষ বা মহিলার সামনের বা পেছনের পথ দিয়ে কৃমি বা এ জাতীয় কোন কীট বের হলে অজু নষ্ট হবে কি? যদি অজু নষ্ট হয় তাহলে শুধু কৃমির নড়াচড়া অনুভব হওয়ার কারণেই কি অজু নষ্ট হয়ে যাবে নাকি বাইরে বের হওয়া নিশ্চিত হতে হবে।

উত্তর:- পুরুষ বা মহিলার সামনের বা পেছনের পথ দিয়ে কৃমি বা এ জাতীয় কিছু বের হলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে শুধু নড়াচড়া অনুভব হওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে যে, মানুষের পায়ুপথের ভিতরের পূর্ণ অংশটাই (যার দৈর্ঘ্য ৩/৪ সে. মি.) অনুভূতিশীল। এমনকি মলাশয়ের নিচের দিকের কিছু অংশেও অনুভূতি শক্তি রয়েছে তাই এসব স্থানে কোন কিছু পৌঁছলে তা অনুভূত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অজু নষ্ট হওয়ার জন্য কৃমি এমন স্থানে বের হয়ে আসা নিশ্চিত হতে হবে যে স্থানকে অজু বা গোসলের মধ্যে ধৌত করা ফরজ। ভিতরে নড়াচড়া অনুভব হলেই অজু নষ্ট হবে না ।

সূত্রঃ-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১০

الدودة إذا خرجت من الدبر فهو حدث، وإن خرجت من قبل المرأة أو الذكر فكذلك، وكذلك الحصاة كذا في فتاوى قاضي خان.

২. হালবী কাবিরী পৃ: ১১০

وكذا الدود والحصا إذا خرج من أحد هذين الموضعين، أي الدبر والقبل فعليه الوضوء لاستتباع الرطوبة، وهي حدث في السبيلين وإن قلت.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৩৯

ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور، فلو خشي الذكر فالانتقاض بمحاذاة بلة الحشوة رأس الذكر لا بنزوله إلى القصبة.

৪. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ১৩৫
৫. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৬৫
৬. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ২ পৃ: ৫২০
৭. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ১৩৫
৮. খুলাসাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১৭

অধ্যায়

নামায

ক্যালেন্ডারে দেয়া সময়সূচী অনুযায়ী সাহ্রীর সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফজরের আযান দেয়া

প্রশ্নঃ- আমাদের দেশে প্রচলিত ক্যালেন্ডারসমূহে সাহ্রীর যে শেষ সময় দেয়া হয় তাতে সতর্কতামূলক দু'-চার মিনিট হাতে রেখে দেয়া হয়। কিন্তু কোন কোন স্থানে দেখা যায় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সাহ্রীর সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফজরের আযান দিয়ে দেয়, এমন করা কি ঠিক? এভাবে আযান দেয়ার পর কেউ ফজরের সুন্নত বা ফরজ পড়লে তার নামাযের হুকুম কী?

উত্তরঃ- নামাযের ওয়াক্ত জানা এবং সে হিসেবে যথা সময়ে নামায আদায় করা ফরজ। ওয়াক্ত আসার আগে নামায আদায় করলে শরীয়তে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যথা সময়ে নামায পড়া এবং সে লক্ষ্যে সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যাহ্ন ইত্যাদির সময় জানার প্রতি যত্নবান হওয়াকে হাদীস শরীফে এ উম্মতের বিশেষ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক ওয়াক্ত জানার জন্য সূর্য ও দিগন্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সময় নিরূপণ করাই শরীয়তের প্রকৃত বিধান। সময়সূচি তথা ক্যালেন্ডার একটি বিকল্প পদ্ধতি মাত্র। পূর্বেকার সময়ে প্রচলিত ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা ছিল না। তারা প্রাকৃতিক নিয়মেই সময় নিরূপণ করে সে মোতাবেক আমল করতেন। এখনো প্রকৃত বিধান সেটাই। তবে আমলের সুবিধার্থে কেউ যদি বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সূক্ষ্মভাবে তৈরী কোন ক্যালেন্ডারের অনুসরণ করে তারও সুযোগ আছে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ক্যালেন্ডার প্রচলিত আছে। কোনটিতে সতর্কতামূলক সময় বেশি রাখা হয়েছে, কোনটিতে কম। আবার কোনটিতে সতর্কতামূলক সময় রাখাই হয়নি। অতএব, যে সব ক্যালেন্ডারে সতর্কতামূলক সময় রাখা হয়নি, সেগুলো অনুসরণ করে সাহ্রীর প্রদত্ত সময়ের পরপর আযান দিলে এবং সে অনুযায়ী নামায পড়লে, আযান ও

নামায উভয়টি সহীহ হয়েছে বলে ধরা হবে। পক্ষান্তরে যে সব ক্যালেন্ডারে সতর্কতামূলক কিছু সময় হাতে রেখেই সাহরীর শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে (এমনটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়) সে ক্ষেত্রে আযান ও নামায যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে হয়ে যায় সে আযান ও নামায ধর্তব্য হবে না। ওয়াক্ত আসার পর উভয়টিই দোহরিয়ে নিতে হবে। আর যদি আযান সুবহে সাদিকের পূর্বে হয় এবং নামায সুবহে সাদিকের পর হয় তাহলে নামায দোহরাতে হবে না, আযান দোহরাতে হবে।

মোটকথা হলো, ক্যালেন্ডার মূল বিষয় নয়, মূলত দেখার বিষয় হলো আযান ও নামায ওয়াক্তের মধ্যে হলো কি না। সেজন্য এসব ক্ষেত্রে সতর্কতাই কাম্য। তাই নিশ্চিতভাবে ওয়াক্ত আসার পরেই আযান দিবে ও নামায আদায় করবে। উল্লেখ্য, পুরো আযান বা আযানের অংশবিশেষ সুবহে সাদিকের পূর্বে হলেও সুবহে সাদিকের পর আযান দোহরাতে হবে। এমনিভাবে সুবহে সাদিকের পূর্বে ফজরের সুন্নত বা ফরজ শুরু করা হলে সুবহে সাদিকের পর তা আবার পড়তে হবে।

সূত্র :-

১. আল হিদায়া খ: ১ পৃ: ৯১

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ويعاد في الوقت.

২. আননাহরুল ফায়েক খ: ১ পৃ: ১৭৮

(ولا) يصح أن (يؤذن قبل) دخول (وقت) بل يكره كما في فتح القدير، أي كراهة تحريم. وينبغي أن لا فرق بين إيقاع الكل قبله أو البعض والباقي في الوقت.

৩. সুনানে দারেমী হাদীস নং ৮

৪. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ২৫৯

৫. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৬৫৮

৬. আল কাফী লিল হাকিম মাআল মাবসূত খ: ১ পৃ: ২৭৮

৭. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩৮৫

৮. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৩৯৮

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা

প্রশ্নঃ- ফজর, দ্বিপ্রহর ও আসরের পর নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তরঃ- নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত মোট পাঁচটি। এর মধ্যে তিনটি ওয়াক্তে ফরজ ও নফলসহ যে কোন নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। এমনকি এ সময়গুলোতে জানাযার নামায (যদি এ সময়ের পূর্বে জানাযা উপস্থিত হয়ে থাকে) এবং পূর্বে ওয়াজিব হওয়া তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করাও মাকরূহে তাহরীমী।

বাকি দু'টি ওয়াক্তে কেবল নফল ও ওয়াজিব লিগাইরিহী নামায (যেমন তাওয়াফের পর দু রাকাত নামায) আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।

প্রথম প্রকারের তিনটি ওয়াক্ত হল-

এক. সূর্যোদয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকে সূর্য তেজদীপ্ত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ যতক্ষণ সূর্যের প্রতি সহজে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত)।

এ সময়টুকু নির্ধারণ করতে গিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম (রহ.) সাধারণত বলে থাকেন যে, সূর্য দিগন্তরেখা থেকে এক বা দুই বর্শা পরিমাণ উঁচু হওয়া পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত থাকে। মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানুভী (রহ.) তার দীর্ঘকালীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিমাণ ১.৪° (১ডিগ্রী ২৪ মিনিট) হিসেব করেছেন। অর্থাৎ সূর্যের কিনারা দিগন্ত রেখা থেকে ১.৪° উঁচু হওয়া পর্যন্ত সূর্যের আলো নিস্তেজ থাকে। সে অনুযায়ী সূর্যোদয় থেকে মোট মাকরূহ ওয়াক্ত সাধারণত ৯/১০ মিনিট হয়ে থাকে (বাংলাদেশও এ সীমার অন্তর্ভুক্ত)।

দুই. ঠিক মধ্যাহ্ন অর্থাৎ সূর্যের উন্নতি যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন থেকে সূর্য ঢলা শুরু হওয়া পর্যন্ত। রূপকার্থে এ সময়কে 'দ্বিপ্রহর'ও বলা হয়। যেহেতু এ সময়ের পরিমাণ খুবই অল্প তাই সতর্কতামূলক এর আগে পরে মিলিয়ে অন্তত পাঁচ মিনিট নামায না পড়া উচিত।

তিন. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্যের আলো যখন নিস্তেজ হয়ে আসে, তখন থেকে সূর্যের উপরের দিকের শেষ কিনারাটুকু অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

সূর্যের কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম দিগন্ত থেকে ২.৩° (২ ডিগ্রী ১৮ মিনিট) উঁচুতে থাকতে সাধারণত এ নিস্তেজ অবস্থা সৃষ্টি হয়। মোটামুটি সূর্যাস্তের

১২/১৩ মিনিট পূর্ব থেকে এ অবস্থা শুরু হয়। এসময় শুধুমাত্র সেদিনের আসরের নামায আদায় না করে থাকলে তা আদায় করা যাবে।

উক্ত তিন সময়ে জানাযা উপস্থিত হলে জানাযার নামায তখনই পড়া যাবে, মাকরূহ হবে না। আর সেজদার আয়াত উক্ত তিন সময়ে তেলাওয়াত করে বা শুনে সিজদা করলে আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ তানজীহী হবে।

বাকি দুইটি ওয়াক্ত হল (যাতে শুধু নফল ও ওয়াজিব লিগাইরিহী নামায আদায় করা মাকরূহ)

এক. সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। তবে এ সময় ফজরের দু' রাকাত সুন্নত আদায় করতে হবে।

দুই. আসরের নামায আদায়ের পর থেকে সূর্যের আলো নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৩৭০-৩৭৪

(وكره) تحريما...(صلاة) ...(مع شروق) ...(واستواء)...و(غروب...) وفي ردالمحتار تحته : (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم الشروق كما تقدم في الغروب، أنه الأصح كما في البحر...(واستواء) التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال ... وفي شرح النقاية للبرجندي وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس، ولايخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل. –بعد صفحتين– واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول: الشروق والاستواء والغروب. والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الإصفرار، فالنوع الأول لاينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه ... إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، عصر يومه والنفل والنذر المقيد بها وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه الستة بلاكراهة أصلا في الأولى منها، ومع

الكراهة التنزيهية في الثانية، والتحريمية في الثالثة وكذا في البواقي ... والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل والواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة ...(قوله: وكره نفل ...الخ) شروع في النوع الثاني ...والكراهة هنا تحريمية أيضا ...الخ.

২. আল মাবসূত খ: ১ পৃ: ৩০২-৩০৫
৩. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৩১৫-৩১৬
৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২৪৯-২৫২
৫. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৫৮৩
৬. আল বিনায়া খ: ২ পৃ: ৫৪-৭১
৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১৫৭
৮. মাযাহিরে হক খ: ১ পৃ: ১৮৬,১৮৭,৩৩৬
৯. ইমদাদুল আহকাম খ: ১ পৃ: ৪০৭,৪১১,৪১৩
১০. ফাহমুল ফালাকিয়্যাত পৃ: ১২৬,১৩৩,১৩৪
১১. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ১৪১

ইমামের আগে সালাম ফিরানো

প্রশ্ন:- মুক্তাদী যদি তাশাহ্হুদ (আত্যাহিয়্যাতু) পড়ার পরে কোন প্রয়োজনে ইমামের আগে সালাম ফিরায় তাহলে তার নামায হবে কি?

উত্তর:- মুক্তাদী যদি কোন প্রয়োজনে বা ওযরের কারণে (যেমন বায়ুর চাপ ইত্যাদি) তাশাহ্হুদ পড়ার পর ইমাম সাহেবের আগে সালাম ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার নামায আদায় হয়ে যাবে। মাকরূহ হবে না।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৫২৫

(قوله: ولوأتمه): أي لو أتم المؤتم التشهد، بأن أسرع فيه، وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام جاز....وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلاعذر، فلو به كخوف حدث أوخروج وقت جمعة أو مرور مابين يديه فلا كراهة.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃঃ ৩১১
৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৬ পৃঃ ৬৪১
৪. ফাতাওয়া রহিমিয়া খঃ ৫ পৃঃ ১২২

বৈঠক অবস্থায় কেরাত পড়া

প্রশ্নঃ- কেউ যদি ভুলবশত তাশাহ্হুদের স্থানে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়ে তাহলে তার নামাযের হুকুম কী?

উত্তরঃ- যদি নামাযের প্রথম বৈঠকে অথবা শেষ বৈঠকে ভুলবশত তাশাহ্হুদ একেবারেই না পড়ে সে স্থানে সূরা ফাতেহা ইত্যাদি পড়ে অথবা সূরা ফাতেহা পড়ার পর তাশাহ্হুদ পড়ে তাহলে এ দুই অবস্থায় সেজদায়ে সাহু দিলে নামায হয়ে যাবে।

আর যদি তাশাহ্হুদ পড়ার পর সূরা ফাতেহা পড়ে, সেক্ষেত্রে প্রথম বৈঠকে হলে সেজদায়ে সাহু দিতে হবে। আর শেষ বৈঠকে হলে (যেহেতু এতে নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেছে বলা যায় না) সেজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী পৃঃ ৪৬১

ولو قرأ في القعود، إن قرأ قبل التشهد في القعدتين فعليه السهو، لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس، وإن قرأ بعد التشهد، فإن كان في الأول فعليه السهو لتأخير الواجب، وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد، وإن كان في الأخير فلا سهو عليه لعدم ترك واجب؛ لأنه موسع له في الدعاء والثناء بعده فيه، والقراءة تشتمل عليهما.

২. ফাতহুল কাদীর খঃ ১ পৃঃ ৫২১
৩. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খঃ ১ পৃঃ ১৭৭
৪. মুহীতুল বুরহানী খঃ ২ পৃঃ ৬০
৫. ফাতাওয়া আলমগীরী খঃ ১ পৃঃ ১২৭
৬. কেফায়াতুল মুফতী খঃ ৩ পৃঃ ৪১৭

৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৩৬
৮. দারুল উলুম জাদীদ খ: ৪ পৃ: ৪০২

কিয়াম অবস্থায় তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়া

প্রশ্ন :- ভুলক্রমে সূরা ফাতেহার স্থানে তাশাহ্হুদ, দুরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর :- যে কোন নামাযের প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পূর্বে অথবা তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার আগে-পরে অথবা সূরায়ে ফাতেহার স্থানে ভুলবশত তাশাহ্হুদ পড়লে নামায সহীহ হয়ে যাবে। সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

আর যে কোন নামাযের প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর অথবা দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার আগে-পরে বা সূরায়ে ফাতেহার স্থানে অথবা নফলের শেষ দু'রাকাতে (সূরায়ে ফাতেহার আগে-পরে বা সূরা ফাতেহার স্থানে) তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ৪৬১

إن قرأ في قيام الأولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة، أوفي الأخيرتين مطلقا لا سهو عليه، وإن قرأ في الأولين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة، وجب عليه السجود لأنه أخّر واجبا.

২. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৫২১
৩. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ২ পৃ: ৩৯৬-৩৯৭
৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১২৭
৫. খুলাসাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১৭৭
৬. ফাতাওয়া রহিমিয়া খ: ৫ পৃ: ১৮৪
৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৩৫

দুয়া কুনূতের স্থানে ক্বিরাত পড়া

প্রশ্ন :- যদি কেউ বিতরের নামাযে ভুলবশত দুয়া কুনূতের স্থানে ক্বিরাত পড়ে তাহলে নামায সহীহ হবে কি? এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর :- বিতরের নামাযে দুয়া কুনূতের স্থানে ক্বিরাত পড়লে সাহু সিজদা ছাড়াই নামায সহীহ হয়ে যাবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ২ পৃ: ৩৯৮

اليتيمة: سئل عمر الحافظ عمن شرع في القنوت في الوتر، فبعدما قرأ بعضها قرأ الفاتحة أو بعضا منها سهوا، ثم عاد إلى قراءة القنوت هل يلزمه سجود السهو؟ قال لا.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৭ পৃ: ১৬৭

سوال: اگر وتر میں دعائے قنوت کے بجائے سہوا تشہد پڑہی گئی یا قرآن پاک میں سے چند آیات پڑہی تو نماز وتر درست ہو جائیگی یا نہیں؟ اور سجدۂ سہو کی ضرورت ہو گی یا نہیں؟

جواب: اس صورت میں سجدۂ سہو واجب نہیں۔ قنوت کے لئے کوئی مخصوص دعاء لازم نہیں، کہ اسکے ترک کرنے سے سجدۂ سہو لازم آتا ہے یا نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تشہد میں بھی ایک قسم کی دعاء ہے جو کہ قنوت کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ২৩৪

৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ৪১

ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা না পড়া অথবা সূরা না মিলানো

প্রশ্ন :- কেউ যদি ভুলবশত চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা না পড়ে অথবা সূরা না মিলায় তাহলে করণীয় কী?

উত্তর :- কেউ যদি ভুলবশত ফরযের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা না পড়ে তাহলে সে শুধু সিজদায়ে সাহুর সাথে নামায সম্পন্ন করবে। আর যদি ভুলবশত প্রথম দু'রাকাতে সূরা না মিলায় তাহলে শেষ দু'রাকাতে ফাতেহার পর সূরা মিলিয়ে নিবে এবং সিজদায়ে সাহুর সাথে নামায সম্পন্ন করবে।

সূত্র :-

১. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৫১,১৭৫

وواجبات الصلاة عشرة: تعيين الفاتحة وضم السورة مع الفاتحة وتعيين القراءة فى الركعة الأولين.

ولو ترك الفاتحة في الأوليين أو ترك سورة في الأوليين أو في إحديهما ... عليه السهو.

২. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৫৩৫-৩৬

ولو ترك سورة أولي العشاء (مثلا ولو عمدا) قرأها وجوبا(وقيل: ندبا ...)

ولو ترك الفاتحة(في الأولين لايقضيها في الأخريين للزوم تكرارها اهـ.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৫১৯

৪. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ প: ১২২

৫. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৬৮১-৬৯৭

৬. আত তাতার খানিয়া খ: ২ পৃ: ৩৯১

৭. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৭১

৮. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ২৬১

৯. উমদাতুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ৪১৭

১০. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৭ পৃ: ৪১৩

নামাযে সিজদা ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন :- যদি নামাযের কোন রাকাতে একটি সিজদা ছুটে যায়, এবং নামাযের মধ্যেই তা স্মরণ হয়, তাহলে সে সিজদা এবং অবশিষ্ট নামায আদায়ের তরীকা কী?

উত্তর :- নামাযের মধ্যে কোন সিজদা ছুটে গেলে যখনই সিজদার কথা স্মরণ হবে, তখনই তা আদায় করে নিবে (চাই রুকু-সিজদা যে অবস্থায়ই স্মরণ হোক না কেন) অতঃপর সিজদায়ে সাহু করে যথারীতি বাকি নামায শেষ করবে। তবে উত্তম হল, ছুটে যাওয়া সিজদাটি আদায়ের উদ্দেশ্যে যে রোকন থেকে সিজদায় গিয়েছে সে রোকনটি পুনরায় আদায় করে নেয়া।

উল্লেখ্য, উক্ত সিজদাটি নামাযের শেষ বৈঠকে স্মরণ হলেও তা আদায় করতে হবে, আর এ সুরতেও সিজদা থেকে বসে পুনরায় তাশাহ্হুদ পড়ার পর সিজদায়ে সাহু করে যথারীতি নামায শেষ করা জরুরী।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৭০২

ولو تذكر سجدةً صلبيةً، وهو راكع أو ساجد، خرّ لها من ركوعه، ورفع رأسه من سجوده فسجدها، والأفضل: أن يعود إلى حرمة هذه الأركان، فيعيدها ليكون على الهيئة المسنونة، وهي الترتيب، وإن لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة.

২. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৪৬৩

حتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها، ولو بعد السلام قبل الكلام، لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو، ثم يتشهد؛ لأنه يبطل بالعود إلى الصلبية والتلاوية، وفي الشامية: أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية....فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها.

৩. আল হিদায়া খ: ১ পৃ: ১৩৩
৪. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৪০২-৪০৩
৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ৩৮১ ও খ:২ পৃ:৯৮
৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৫৪৯
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৭ পৃ: ৪১৯
৮. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪৪
৯. উমদাতুল ফিকহ খ:১ পৃ: ৪১৭
১০. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১২৭
১১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ২ পৃ: ৩৯৪

ক্বিবলা জানার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিজের ধারণার উপর ভিত্তি করে নামায পড়া

প্রশ্ন :- কোন এক ব্যক্তি নিজের প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে ক্বিবলার বিপরীত অন্য কোন দিকে ফিরে নামায পড়েছে। অথচ সেখানে ক্বিবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যায় মত লোক ছিল। এমতাবস্থায় তার নামায সঠিক হয়েছে কি ?

উত্তর :- ক্বিবলা জানার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিজের ধারণার উপর ভিত্তি করে নামায পড়া সঠিক নয়। এমন ব্যক্তি ক্বিবলার দিক ছাড়া অন্য দিকে ফিরে নামায পড়ে থাকলে তার নামায সহীহ হয়নি। নামাযটি পুনরায় পড়তে হবে।

হ্যাঁ, ক্বিবলা জানার মত ব্যবস্থা না থাকলে নিজের চিন্তা ও প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার বিপরীত দিকে ফিরে নামায পড়লেও নামায সহীহ হয়ে যায়।

সূত্র :-

১. রদ্দুল মুহতার খ: ১ পৃ: ৪৩৩

فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه، حتى لو كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله، إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود وإلا فلا.

২. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৪৩৩

৩. তাবয়ীনুল হাকাইক খ: ১ পৃ: ১০১

৪. হালবী কাবীরী পৃ: ১৯৫

৫. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৬৪

সূরা ফাতেহার পর বিলম্ব করা

প্রশ্ন :- কখনো সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পর কোন্ সূরা পড়বে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বিলম্ব হয়ে গেলে- এতে কি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে?

উত্তর :- সূরায়ে ফাতেহা পড়ার পর কোন্ সূরা পড়বে এ নিয়ে দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে তিন বার سبحان ربي العظيم অথবা তিন বার سبحان ربي الأعلى পড়া যায় পরিমাণ সময় বিলম্ব হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

সূত্র :-

১. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ পৃ: ৪৬০

ومن الواجب تقديم الفاتحة على السورة وأن لايؤخر السورة عنها بمقدار أداء ركن.

২. আন নাহরুল ফায়েক খ: ১ পৃ: ৩২৫

إذا تفكر في صلاته ولو بعد سبق الحدث حين ذهابه لشك اعتراه فإن طال قدر ركن وكان في الصلاة التي هو فيها وجب، لا إن كان أقل أو في غيرها. هذا إذا منعه عن التسبيح و القراءة. أما لولم يمنعه فلاسهو عليه.

৩. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৯৪

৪. আত তাতার খানিয়া খ: ২ পৃ: ৩৯০

৫. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৬৩৭

৬. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৫ পৃ: ১৮৮

নামাযরত অবস্থায় কোমরের কিছু অংশ দেখা যাওয়া

প্রশ্ন :- প্যান্ট পরে নামায পড়লে অনেক সময় রুকু-সিজদা অবস্থায় কোমরের কিছু অংশ বের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় নামাযের হুকুম কী?

উত্তর :- নামাযরত অবস্থায় কোমর তথা নাভির নিচ থেকে নিম্নদেশের লোম গজানোর স্থান পর্যন্ত এবং এর বরাবর উভয় পার্শ্ব ও নিতম্ব পর্যন্ত পিঠের যে অংশ রয়েছে এ সবটুকুর এক চতুর্থাংশ তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় খোলা থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত নামায পুনরায় পড়তে হবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৪০৮-৯

(ويمنع) ... (كشف ربع عضوٍ) قدرَ أداء ركن بلا صنعه، ...وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع.

২. রদ্দুল মুহতার খ: ১ পৃ: ৪০৯

تتمّة: أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأول الذكر وماحوله، الثاني الانثيان وماحولهما، الثالث الدبر وماحوله، الرابع والخامس الأليتان، السادس والسابع الفخذان مع الركبتين، الثامن ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن.

৩. আল মুলতাক্বাত পৃ: ৪৬

ولو صلى في سراويل ليس له غيره، وقد بدا من تحت سرته مقدار الربع ما بين السرة والعانة لم تجز صلاته .

৪. হালবী কাবীরী পৃ: ১৮৯
৫. আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া পৃ: ৪২
৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৪৩৮
৭. উমদাতুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ৩৭

উমরী কাযা নামায প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- (ক) কাযা নামায আদায় করা কি জরুরী? কাযা নামায আদায় না করলে কি গুনাহ হবে?

(খ) উমরী কাযা বলতে কী বুঝায়? শরীয়তে এর কোন ভিত্তি আছে কি? থাকলে তা আদায়ের পদ্ধতি কী?

উত্তর :- (ক) বালেগ হওয়ার পর থেকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তথা কোন ওযরে বা অবহেলাবশত ছুটে যাওয়া জীবনের সকল নামাযের কাযা আদায় করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের (ইসালামী আইন বিশেষজ্ঞগণের) ঐকমত্য রয়েছে।

ঘুম বা নামাযের কথা ভুলে যাওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কোন নামায সময়ের মধ্যে পড়তে না পারলে পরবর্তীতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর বা নামাযের কথা স্মরণ হওয়ার পর উক্ত নামায কাযা করার নির্দেশ তো স্পষ্টভাবে হাদীসের মধ্যেই এসেছে। আর ঘুম বা নামাযের কথা ভুলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণে নামায ছুটে গেলে সে নামাযের কাযা

আবশ্যক হওয়ার বিষয়টিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– বনু কুরায়যার যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বনু কুরায়যার এলাকায় গিয়ে আসরের নামায পড়তে বলেছেন। পথিমধ্যে আসরের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম দেখে কয়েকজন সাহাবী সেখানেই আসর পড়ে নেয়। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী বনু কুরায়যার এলাকায় গিয়ে সূর্য ডুবার পর আসরের নামায কাযা করেন। যারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর আসর পড়েছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তিরস্কার করেননি। (বুখারী হাদীস নং ৯৪৬)

এমনিভাবে খন্দকের যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সাহাবাদের কয়েক ওয়াক্ত নামায ছুটে যায়। নবীজি সাহাবাদের নিয়ে ছুটে যাওয়া নামাযগুলো জামাতের সাথে কাযা করেছেন। (বুখারী হাদীস নং ৫৯৬, তিরমিযী হাদীস নং ১৭৯) উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, ঘুম বা বিস্মৃতি ছাড়া অন্য কোন ওযরে নামায ছুটে গেলেও তা কাযা করা আবশ্যক। আর একেবারে কোন ওযর ছাড়া অবহেলায় বা অলসতাবশত ইচ্ছা করে নামায ছেড়ে দিলে উক্ত নামাযের কাযা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি ফুকাহায়ে কেরামের ইজতিহাদ (গবেষণা) নির্ভর। সরাসরি কোন হাদীসে না থাকায় ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছেন। আর প্রায় সকল ফকীহের সিদ্ধান্ত হল, উক্ত ব্যক্তির উপরও ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আবশ্যক। অনেকে এর উপর উলামাদের ইজমা (ঐকমত্য) থাকার দাবী করেছেন। এর ব্যতিক্রম দু' একজন আছেন যারা ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিলে কাযা আবশ্যক না হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। যা একটি বিচ্ছিন্ন মত; যার উপর আমল করা কোনভাবেই সঙ্গত হবে না। অতএব, অতীত জীবনের ছুটে যাওয়া সকল নামাযের কাযা করা আবশ্যক। কাযা না করলে গুনাহ হবে।

(খ) উমরী কাযা বলতে সাধারণত অতীত জীবনের ছুটে যাওয়া নামাযকেই বুঝানো হয়। আর ছুটে যাওয়া এসকল নামায কাযা করাকে উমরী কাযা পড়া বা আদায় করা বলে। উমরী কাযা পড়া আবশ্যক। হাদীস ও উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত; যেমনটি 'ক' এর উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে উমরী কাযার ব্যাপারে আরো একটি ধারণা রয়েছে আর তা হল– কোন ব্যক্তির যিম্মায় অতীতে কোন নামায কাযা না থাকার পরও সতর্কতাবশত অতীত জীবনের সকল নামায পুনরায় পড়ে নেয়া। এ ধরনের উমরী কাযার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। তাই এ থেকে বিরত থাকবে।

উমরী কাযা আদায়ের পদ্ধতি:

কোন কারণবশত নামায কাযা হয়ে গেলে উচিত হল, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাযা নামায আদায় করে নিবে এবং আল্লাহর দরবারে গাফলতের জন্য তাওবা করবে।

তবে কারো যিম্মায় যদি এ পরিমাণ কাযা নামায থাকে যা এক ধাপে আদায় করা সম্ভব নয়, তাহলে তার জন্য কর্তব্য হল, আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে থাকা এবং যত দ্রুত সম্ভব তা আদায় করে নেয়া।

তবে তিন সময়ে কাযা নামায পড়বে না।

(১) সূর্যোদয়ের প্রথম মুহূর্ত থেকে ৯/১০ মিনিট।

(২) সূর্য অস্ত যাওয়ার ১২/১৩ মিনিট পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(৩) দ্বিপ্রহর অর্থাৎ সূর্যের উন্নতি সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছার সময় থেকে সূর্য ঢলা পর্যন্ত ৪/৫ মিনিট। এ ছাড়া যে কোন সময় কাযা নামায পড়া যায়।

কাযা নামাযের নিয়ত :

কোন দিনের কোন ওয়াক্তের কাযা; তা জানা থাকলে নির্ধারিতভাবে সে ওয়াক্তেরই নিয়ত করবে। আর তা স্মরণ না থাকলে এভাবে নিয়ত করবে– আমার যিম্মায় জীবনের সর্ব প্রথম যে ফজর বা যোহর নামায কাযা আছে তার কাযা করছি, কিংবা জীবনের শেষ ফজর বা যোহরের কাযা করছি।

সূত্র ঃ-

১. মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ খ: ৩৪ পৃ: ২৪-২৫

والفقهاء متفقون على وجوب قضاء الفوائت المتعلقة بالذمة في الجملة.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ৭৯

إن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه، فإنه يلزم قضاؤها، سواء تركها عمدا أوسهوا، أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة.

৩. আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর পৃ: ৬০

وأما قضاء الصلاة فلا يجوز مالم يعين الصلاة ويومها؛ بأن يعين ظهر يوم كذا. ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز.

৪. শরহে মুসলিম (নববী) হাদীস নং ৬৮০

(باب قضاء الصلاة الفائتة) حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها.

৫. আল বিনায়া খ: ২ পৃ: ৫৮৪

والوجوب ثابت على من فوّت الصلاة عمداً أيضاً بالإجماع.

৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা খ: ১ পৃ: ৫৬৩

وألحق القوم التفويت بالفوات نظرا إلى أنه أحق بالكفارة.

৭. বুখারী শরীফ- হাদীস নং ৫৯৭

৮. উমদাতুল কারী খ: ৪ পৃ: ১৩১

৯. আল ইসতিযকার খ: ১ পৃ: ৭৬-৮৪

১০. আল মাজমু শরহে মুহাযযাব খ: ৩ পৃ: ৭৭

১১. কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ খ: ১ পৃ: ৪৪৬

১২. ফিকহী মাকালাত, শায়খ তাকী উসমানী খ: ৪ পৃ: ১৫-২৮

১৩. আদ্দুররুল মুনতাকা আলা হামিশি মাজমাউল আনহুর খ: ১ পৃ: ১৪৪

১৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৫০৮

১৫. তুহফাতুল আলমায়ী খ: ১ পৃ: ৪৭৯-৪৮০

নফল নামায জামাতে পড়া

প্রশ্ন :- তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবীহ এবং আওয়াবীন নামায জামাতের সাথে পড়া যাবে কি?

উত্তর :- তাহাজ্জুদ, সালাতুত তাসবীহ এবং আওয়াবীনসহ সব ধরনের নফল নামায (তারাবীহ ছাড়া) নিয়মিত পাবন্দীর সাথে জামাতের সহিত আদায় করা মাকরূহ। হ্যাঁ, এক-দু'জন মুক্তাদী সাথে নিয়ে মাঝে মধ্যে

কেউ নফল নামায জামাতের সাথে আদায় করতে চাইলে ফুকাহায়ে কিরাম এর অবকাশ দিয়েছেন। তবে মুক্তাদী চার বা ততোধিক হলে মাকরূহ হবে। তিনজন হলে কারো মতে মাকরূহ আর কারো মতে জায়েয। এমনিভাবে যদি এক-দু'জন মুক্তাদী নিয়ে নফল নামায আরম্ভ করার পর আরো মুসল্লী এসে শরীক হয়ে যায়, তাহলে প্রথম দু'জন ছাড়া বাকীদের নামায মাকরূহ হবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৮

ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة، ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر رضي الله عنه كان مباحا غير مكروه...قلت: ويؤيده أيضا ما في البدائع من قوله: إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان اهـ فإن نفي السنية لايستلزم الكراهة، نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره. وفي الدر المختار ٤٩/٢: وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر. وفي الشامي: لواقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به، قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين اهـ.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতার খ: ১ পৃ: ২৯৭
৩. মারাকিল ফালাহ পৃ: ৩৮৬
৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ৩৪৫
৫. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া খ: ২ পৃ: ২৯২-২৯৩
৬. ফাতাওয়া রশিদিয়া পৃ: ৩৪০
৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৩৭৭

সফর অবস্থায় সুন্নতে মুআক্কাদা পড়ার বিধান

প্রশ্ন :- সফররত অবস্থায় সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করার হুকুম কী? বিশেষত সফরে চলাকালীন পথিমধ্যে ১৫/২০ মিনিটের জন্য যে যাত্রা বিরতি দেয়া হয়, তখন সুন্নতে মুআক্কাদা পড়তে হবে কি?

উত্তর :- সফর অবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামায দুরাকাত হয়ে যায় এবং সুন্নতে মুআক্কাদাগুলোর গুরুত্ব কমে যায়। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে সফর অবস্থায় সুন্নত পড়া না পড়া উভয় রকমের বর্ণনাই পাওয়া যায়। তাই কোন ব্যক্তি শরয়ী সফরে বের হলে পথিমধ্যে গাড়ীতে বা স্টেশনে কিংবা সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতির স্থানে নামাযের সময় হলে শুধু ফরজ আদায় করলেই চলবে। সুন্নত না পড়লে কোন গুনাহ হবে না। গন্তব্যে পৌঁছার পর বাসা-বাড়ী বা হোটেলে অবস্থানকালে অথবা পথিমধ্যে কোথাও দীর্ঘ সময় অবস্থানকালে কোন রকম তাড়াহুড়া, ক্লান্তি বা অস্থিরতা না থাকলে সুন্নতে মুআক্কাদাগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। আর ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব অত্যধিক হওয়ার কারণে সর্বদা তা পড়ার চেষ্টা করবে।

সূত্র :-

১. মাআরিফুস সুনান খ: ৪ পৃ: ৪৭৮

وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

২. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১৩৯

بعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن، والمختار أنه لاياتي بها في حال الخوف و يأتي بها فى حال القرار و الأمن، هكذا في الوجيز للكردري .

৩. তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ৫৫১,৫৫২
৪. ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১০৭২
৫. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ১৩১
৬. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৩০
৭. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১৩৯
৮. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৭ পৃ: ৫১৪,৫১৫
৯. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৭১
১০. তুহফাতুল আলমায়ী খ: ২ পৃ: ৪২৯
১১. আল মুসান্নাফ লি ইবনে আবী শাইবা খ: ৩ পৃ: ২৯১-২৯৫
১২. দরসে তিরমিযী খ: ২ পৃ: ৩৩৫

কাপড় ঝুলিয়ে নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

প্রশ্ন :- যদি কেউ কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে গোনাহ হবে কি?

উত্তর :- গোনাহ হবে না।

সূত্র :-

১. মাআরিফুস সুনান খ: ৩ পৃ: ৩৫২

وأما إذا أرخى أحدهم ثوبا أو منديلا بين يدي المصلي ليمر الآخر فلعله لا يأثم إذن ...قال ابن عابدين في رد المحتار: أراد المرور بين يدي المصلي، فإن كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৬৩৬
৩. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ১ পৃ: ১৬১
৪. ইলাউস সুনান খ: ৫ পৃ: ৮২
৫. তাহতাবী আলাদদুর খ: ১ পৃ: ২৬৯
৬. উমদাতুল ফিকহ খ: ২ পৃ: ১৩৫

মুসাফিরের পেছনে মাসবূক মুকীম কীভাবে নামায আদায় করবে

প্রশ্ন :- যে মুকীম ব্যক্তি মুসাফির ইমামের পেছনে যোহরের নামাযের এক রাকাত পেল। ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর সে মাসবূক মুকীম তার অবশিষ্ট তিন রাকাত (প্রথম ভাগের এক রাকাত ও শেষ ভাগের দুই রাকাত) কীভাবে আদায় করবে?

উত্তর :- উক্ত মুকীম ব্যক্তি সাধারণ মাসবূকের মত তার অবশিষ্ট নামায আদায় করবে। অতএব, অবশিষ্ট তিন রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলাবে এবং দ্বিতীয় সেজদার পর বসে তাশাহ্হুদ পড়বে। তার পরের রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে, সূরা মিলাবে না এবং দ্বিতীয় সেজদার পর বৈঠক করবে না। এরপর শেষ রাকাতেও সূরা ফাতেহার পর সূরা মিলাবে না। দ্বিতীয় সেজদার পর শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে।

উল্লেখ্য, এ মাসআলায় মুফতীয়ানে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। তবে সাধারণ মুসল্লীদের সহজতার কথা বিবেচনা করে অনেকেই উল্লিখিত মত গ্রহণ করেছেন।

সূত্র :-

১.আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৮৩

والمقيم خلف المسافر كالمسبوق وقيل كاللاحق. وفي الشامية :ذكر في البحر أن المقيم المقتدي بالمسافر كالمسبوق في أنه يتابع الإمام في سجود السهو ثم يشتغل بالإتمام، وأما إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر الكرخي أنه كاللاحق فلاسجود عليه، بدليل أنه لايقرأ، وذكر في الأصل أنه يلزمه السجود، وصححه في البدائع لأنه إنما اقتدى بالإمام بقدر صلاة الإمام، فإذا انقضت صار منفردا، وإنما لا يقرأ فيما يتمّ؛ لأن القراءة فرض في الأولين، وقد قرأ الإمام فيها، قال في النهر و بهذا علم أنه كاللاحق في القراءة فقط.

২. রদ্দুল মুহতার খ: ১ পৃ: ৫৯৪-৫৯৬
৩. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদদুর খ: ১ পৃ: ২৫৪
৪. তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ পৃ: ৩০৯
৫. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৪০২
৬. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ৩৫৬
৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৫১৫
৮. ফাতাওয়া খলিলিয়া পৃ: ৯৯
৯. তালিফাতে রশিদিয়া পৃ: ২৯৯
১০. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৩৮৫
১১. কেফায়াতুল মুফতী খ: ৩ পৃ: ৪৩২

ইমামের তাকবীরে তাহরীমা শেষ করার পূর্বে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা শেষ করা

প্রশ্ন :- তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব ‘আল্লাহু’ বলার সময়ই যদি মুক্তাদীর ‘আল্লাহু আকবার’ বলা শেষ হয়ে যায় অথবা ইমাম

সাহেব 'আল্লাহু আকবার' শেষ করার পূর্বেই মুক্তাদীর 'আল্লাহু আকবার' বলা শেষ হয়ে যায় তাহলে মুক্তাদীর তাহরীমা সহীহ হবে কি?

উত্তর :- তাকবীরে তাহরীমার সময় মুক্তাদীর 'আল্লাহু' ইমামের 'আল্লাহু' বলার সাথে সাথে বা পরে হতে হবে। এমনিভাবে মুক্তাদীর 'আকবার' ইমামের 'আকবার' বলার সাথে সাথে বা পরে হতে হবে। যে কোন একটি বা উভয়টি ইমামের আগে শেষ হয়ে গেলে, মুক্তাদীর তাহরীমা সহীহ হবে না। তাই এসব ক্ষেত্রে পুনরায় তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে, অন্যথায় নামায হবে না।

সূত্র :-

১. গুনয়াতুল মুতামাল্লী পৃ: ২২৮

ولو افتتح أي كبّر مع الإمام، وفرغ من قوله"الله" قبل فراغ الإمام من قوله"الله" لايصير شارعا في الصلاة في أظهر الروايات كذا في الفتاوى، ولو وقع قوله "أكبر" بعد قول الإمام "أكبر" لأنه لما فرغ من قوله "الله" قبل الإمام لم يعتبر، فكان شارعا بلفظ "أكبر" وحده، ولا يصح الشروع به وحده، ولو قال "الله" مع قول الإمام "الله" أو بعده ولكن فرغ من قوله "أكبر" قبل فراغ الإمام من قوله "أكبر" فالأصح أنه لا يجوز شروعه أيضا، لأنه إنما يصير شارعا بالكل، أي مجموع "الله أكبر" لا بقوله "الله" فقط، فيقع الكل فرضا، وإذا كان كذلك يكون قد أوقع فرضَ التكبير قبل الإمام، وكل فرض أوقعه قبل الإمام فهو غير معتبر، ولا معتد به، فكان كأنه لم يكبر فلا يصح شروعه.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৪৮০

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ৬৮

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৬ পৃ: ৬১৩

৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৩০৫

৬. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ২ পৃ: ২৭৩

৭. ফাতাওয়া দারুল উলুম যাকারিয়া খ: ২ পৃ: ২৯১

৮. দারুল উলুম জাদীদ খ: ৪ পৃ: ১৪১

মুক্তাদী পুরোপুরি রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ইমাম সাহেব তাসমী' বলা শুরু করলে

প্রশ্ন :- মুক্তাদী জামাতে এমন অবস্থায় শরীক হল যে, সে সবেমাত্র রুকুর জন্য ঝুঁকল এবং দুই হাত হাঁটুতে লাগাল এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব তাসমী' (سمع الله لمن حمده) বলা শুরু করে দিল, এক্ষেত্রে মুক্তাদী উক্ত রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে কি?

উত্তর :- মুক্তাদীর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, ইমাম সাহেব রুকু থেকে পুরোপুরি সোজা হওয়ার পূর্বেই তিনি রুকুতে শরীক হয়েছেন তাহলে ঐ রাকাত পেয়েছেন বলে গণ্য হবে। অন্যথায় নয়।

উল্লেখ্য, রুকু পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি ইমামের سمع الله لمن حمده বলার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং রুকু থেকে ইমাম পুরোপুরি সোজা হওয়ার পূর্বে মুক্তাদী ঝুঁকা শুরু করা না করার সাথে সম্পৃক্ত। তাই সঠিক অবস্থা বুঝে এ ব্যাপারে নামাযীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সূত্র :-

১. আল বিনায়া শরহুল হিদায়া খ: ২ পৃ: ৫৭৯

وفي جامع التمرتاشي ذكر الخلابي في صلاته: أدرك الإمام في الركوع قائما ثم ركع، أو شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع اعتد بها، وقيل: لو شاركه في الرفع قيل: إن كان إلى القيام أقرب لا يعتد، والأصح: أنه يعتد إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما وإن قلّ.

২. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১২০

৩. তাকরীরাতে রাফেয়ী খ: ২ পৃ: ৬২৩

৪. কিতাবুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ২৯২

উচ্চস্বরের ক্বিরাত নিম্নস্বরে পড়া

প্রশ্ন :- ইমাম সাহেব যদি ভুলে উচ্চস্বরের কিরাত নিম্নস্বরে পড়েন তাহলে স্মরণ হওয়া বা লোকমা দেয়ার পর কোথা থেকে উচ্চস্বরে পড়া শুরু করবেন? যে পর্যন্ত পড়া হয়েছে সেখান থেকে নাকি শুরু থেকে?

উত্তর :- ইমাম সাহেব যদি ভুলবশত উচ্চস্বরের কিরাত নিম্নস্বরে পড়েন তাহলে লোকমা দেয়া বা স্মরণ হওয়ার পর যে পর্যন্ত পড়া হয়েছে তারপর থেকে উচ্চস্বরে পড়বেন। নিম্নস্বরে পড়া অংশকে পুনরায় পড়বেন না।

সূত্র :-

১. হালবী কাবীরী পৃঃ ৫৩৩

سها الإمام فخافت بالفاتحة في الجهرية، ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد، ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد.

২. আননাহরুল ফায়েক খঃ ১ পৃঃ ৩২৫

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৭ পৃঃ ৪০৬

৪. আহসানুল ফাতাওয়া খঃ ৩ পৃঃ ৮৫

সেজদায়ে সাহু প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- কী পরিমাণ কিরাত উচ্চস্বরের স্থানে নিম্নস্বরে পড়লে কিংবা নিম্নস্বরের স্থানে উচ্চস্বরে পড়লে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে?

উত্তর :- জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাযে ইমাম যদি বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কিরাত উচ্চস্বরের স্থানে নিম্নস্বরে পড়েন কিংবা নিম্নস্বরের স্থানে উচ্চস্বরে পড়েন তাহলে তার উপর সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

সূত্র :-

১. আল হিদায়া খঃ ১ পৃঃ ১৫৮

(ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات. واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين.

২. তাহতাবী আলাদ্দুররিল মুখতার খঃ ১ পৃঃ ৩১১

৩. ফাতাওয়া শামী খঃ ২ পৃঃ ৮১

৪. আহসানুল ফাতাওয়া খঃ ৪ পৃঃ ৩১

৫. দারুল উলুম যাকারিয়া খঃ ২ পৃঃ ৪৬২

জুমার দ্বিতীয় আযানের জবাব প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- জুমার দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া যাবে কি?

উত্তর :- জুমার দ্বিতীয় আযান অর্থাৎ খুতবাপূর্ব আযানের জওয়াব দেয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে মাকরূহ হওয়া না হওয়া উভয় মত পাওয়া যায়। অনেক কিতাবে মাকরূহ না হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেহেতু হাদীস শরীফে ইমাম সাহেব খুতবার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় থেকেই চুপ থাকার কথা এসেছে এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট প্রথম আযানের জওয়াব দেয়াই সুন্নত (দ্বিতীয় আযানের নয়) তাই দ্বিতীয় আযানের জওয়াব না দিয়ে চুপ থাকাই অধিক সতর্কতা।

উল্লেখ্য, এ হুকুম শুধু মুক্তাদীর জন্য খতীবের জন্য নয়।

সূত্র :-

১. রদদুল মুহতার খ: ২ পৃ: ১৫৮

(قوله: إذا خرج الإمام... فلا صلاة ولا كلام) أي من جنس كلام الناس، أما التسبيح ونحوه فلا يكره وهو الأصح، كما في النهاية والعناية. وذكر الزيلعي أن الأحوط الإنصات، ومحل الخلاف قبل الشروع، أما بعده فالكلام مكروه تحريما بأقسامه كما في البدائع بحر ونهر.

২. আল হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৪৭

ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة إلا أن يكون أمراً بمعروف كذا فى فتح القدير ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب كذا في الكافي.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৩৭
৪. আন নাহরুল ফায়েক খ: ১ পৃ: ৩৬৪
৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৫৫
৬. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ৫১৮
৭. আল কিফায়া খ: ২ পৃ: ৩৭-৩৮
৮. আল ফাতাওয়াস সিরাজিয়া পৃ: ১৭
৯. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ১ পৃ: ২২৩
১০. ইমদাদুল আহকাম খ: ১ পৃ: ৪১৯
১১. কিফায়াতুল মুফতী খ: ১ পৃ: ২৬২, ২৭২

নামাযে মোবাইল ফোন বন্ধ করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- নামাযরত অবস্থায় মোবাইল ফোন বেজে উঠলে তা কীভাবে বন্ধ করতে হবে? যদি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে বন্ধ করে তাহলে কি নামায ভেঙ্গে যাবে ?

উত্তর :- নামাযের মধ্যে কারো দ্বারা যেন এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি না হয় যার কারণে নিজের বা অন্য মুসল্লীদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে, এ বিষয়ে সকল মুসল্লীকেই যত্নবান হতে হবে। তাই মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মোবাইল বন্ধ বা সাইলেন্ট করে নিতে হবে। কখনো আগে থেকে বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ায় যদি নামাযের মধ্যে রিংটোন বেজে উঠে তাহলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মোবাইল বন্ধ করার চেষ্টা করবে। মোবাইল বন্ধ করার সঠিক পদ্ধতি হলো নামাযের সুন্নত অবস্থা বহাল রেখে এক হাত দিয়ে যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করে মোবাইল পকেটে রেখেই বন্ধ করা। প্রয়োজন হলে মোবাইল পকেট থেকে বের করে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েও বন্ধ করা যাবে। তবে মোবাইল বন্ধ করতে গিয়ে এভাবে মশগুল হবে না যে তাকে দেখলে মনে হবে সে নামাযরত নয়।

সূত্র :-

১. গুনয়াতুল মুতামাল্লী পৃ: ৩৮২

وكذا يفسدها العمل الكثير مما ليس من أعمالها، ولم يكن لإصلاحها وكل عمل لايشك بسببه الناظر إلى المصلي أنه في الصلاة بل يظن ظنا غالبا أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير، وما كان دون ذلك بأن يشتبه على الناظر ويتردد في كونه في الصلاة أم لا فهو قليل.

وقال بعضهم: كل عمل يعمل باليدين عرفا وعادة فهو كثير، ولو قدر أنه عمل بيد واحدة، فما كان يعمل في العادة بيد واحدة فهو قليل ما لم يتكرر ... وقيل : يفوض إلى رأي المصلي، إن استكثره فكثير وإلا فلا. وعامة المشايخ على الأول ... وكذا قول من اعتبر التكرار إلى الثلاث متوالية في غيره، فإن التكرار يغلب الظن بذلك، فلذا اختار جمهور المشايخ.

২. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ১৪৬

وكذا –تفسد صلاته– لو ادهن أو سرّح رأسه أو حملت امرأة صبيها وأرضعته لوجود حد العمل الكثير على العبارتين، فأما حمل الصبي بدون الإرضاع، فلا يوجب فساد الصلاة ...و مثل هذا في زماننا أيضا، لايكره لواحد منّا، لو فعل ذلك عند الحاجة ، أما بدون الحاجة فمكروه.

৩. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১১
৪. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৬২৪
৫. ফাতাওয়ান নাওয়াযিল পৃ: ৮৯
৬. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১৩০
৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৪১৮
৮. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৬ পৃ: ৬০১

সুতরা হিসেবে নামাযীর সামনে রেখা টানা

প্রশ্ন :- কোন মুসল্লী যদি তার সামনে একটা রেখা টেনে নেয় তাহলে সুতরা হিসেবে এটা যথেষ্ট হবে কি?

উত্তর :- নামাযী ব্যক্তি এমন স্থানে দাঁড়াবে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না হয়। এমন স্থান না পাওয়া গেলে নিজের সামনে কমপক্ষে একহাত লম্বা একটি লাঠি অথবা এজাতীয় কিছু দাঁড় করিয়ে নিবে। দাঁড় করানো না গেলে জমিতেই একটা লাঠি ইত্যাদি রেখে নিবে। এসব ক্ষেত্রে শুধু রেখা টেনে নিলে যথেষ্ট হবে না। হ্যাঁ, কখনো যদি সামনে দাঁড় করানো বা রাখার মত কোন বস্তু না পাওয়া যায় তাহলে সামনে একটা রেখা টেনে নিয়ে নামায আদায় করা যেতে পারে।

সূত্র :-

১. সহীহ ইবনে খুজাইমা হাদীস নং ৮১১

سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة : تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه.

২. ফাতহুল মুলহিম খ: ৩ পৃ: ৬৬৩

وحديث الخطّ رواه أبوداود وفيه ضعف واضطراب ...... قال الحافظ في بلوغ المرام ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن .

৩. আল মুলতাকাত পৃ: ৪৭

وإذا لم يكن في الصحراء ما ينصب خَطّ، فإن كان معه ما ينصبه لا يخط شيئا كذا عن أبي يوسف، وقال أبوحنيفة : إن خَطّ قدامه خطا فلا بأس به وكذا عن زفر.

৪. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২৩৬৯
৫. সুনানে আবি দাউদ হাদীস নং ৬৮৯, ৬৯০
৬. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৩৫৫
৭. আল কিফায়া খ: ১ পৃ: ৩৫৫
৮. আল ইনায়া খ: ১ পৃ: ৩৫৫
৯. আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ১ পৃ: ২২৭
১০. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৮৫
১১. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৪১০
১২. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ খ: ২৪ পৃ: ১৮০

চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নত নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দুরুদ শরীফ পড়া

প্রশ্ন :- চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নতে মুআক্কাদা বা নফল নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর ভুলবশত দুরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে ফেললে, সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কী? এ ক্ষেত্রে সুন্নতে মুআক্কাদা ও নফল নামাযের হুকুম এক না ভিন্ন? ভিন্ন হলে ভিন্নতার কারণ কী?

উত্তর :- বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সুন্নতে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে ভুলবশত দুরুদ শরীফ পড়লে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

সুন্নতে মুআক্কাদা ছাড়া অন্যান্য চার রাকাত বিশিষ্ট নফল নামাযে প্রথম বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়লে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না; বরং দুরুদ শরীফ পড়াই নিয়ম।

পার্থক্যের কারণ : সাধারণ নফল নামাযের তুলনায় সুন্নতে মুআক্কাদার গুরুত্ব বেশী। এ কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুন্নতে মুআক্কাদা নামাযগুলোতে ফরজের মত হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে; এ বিবেচনায় ফরজ নামাযে তাশাহ্হুদের পর দুরুদ শরীফ পড়লে যেমনিভাবে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়, তেমনি সুন্নতে মুআক্কাদায়ও সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

অপর দিকে সুন্নতে মুআক্কাদা ছাড়া অন্যান্য নফলের প্রত্যেক দুই রাকাতই স্বতন্ত্র নামাযের হুকুমে, তাই তার প্রত্যেক বৈঠকই যেন শেষ বৈঠক। আর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দুরুদ শরীফ ও দোয়া পড়া হয়, তাই এখানেও পড়া মুস্তাহাব।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১১৩

وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي ﷺ في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة ، بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل.

২. মারাকিল ফালাহ পৃ: ৩৯১

(ويقتصر) المتنفل (في الجلوس الأول من) السنة (الرباعية المؤكدة) وهي التي قبل الظهر والجمعة و بعدها (على) قراءة (التشهد) ... لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض.

৩. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ১৬

৪. গুনয়াতুল মুতামাল্লী পৃ: ২৮৯

৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ৪৯

৬. আল ইনায়া খ: ১ পৃ: ২৮৪

৭. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ২ পৃ: ৫১০

৮. দারুল উলুম জাদীদ খ: ৪ পৃ: ২৩১

মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন :- কোন কোন মসজিদে দেখা যায় মহিলাদের জামাতে শরীক হওয়ার জন্য পুরুষদের থেকে পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়। এভাবে মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা এবং তাদের জন্য মসজিদে জায়গার ব্যবস্থা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন ?

উত্তর :- মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব বা উত্তম কোনটাই নয়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের জন্য ঘরে নামায আদায় করাই উত্তম। বরং এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, মহিলাদের জন্য আমার মসজিদে তথা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার চেয়ে স্বীয় ঘরের অভ্যন্তরে ও নির্জন স্থানে নামায আদায় করা অধিক উত্তম। তাই মহিলারা যত বেশি গোপন স্থানে নামায আদায় করবে তত বেশি ছাওয়াব হবে।

রাসূলে কারীম ﷺ এর জমানায় ফেতনা ফাসাদের আশংকা না থাকায়, বিশেষ প্রেক্ষাপটে কিছু শর্ত সাপেক্ষে অনুত্তম হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল।

পরবর্তীতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করে এবং শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন না হতে দেখে (যা হযরত আয়েশা (রহ.)-এর হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়) মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ফিতনা ফাসাদ আরো বিস্তার লাভ করায় ফুকাহায়ে কিরাম মহিলাদের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার বিষয়টিকে নাজায়েয ও মাকরূহ তাহরীমী বলেছেন। বর্তমান জমানায়তো ফেৎনা ফাসাদ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তাই বর্তমানে মহিলাদের নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়া জায়েয হবে না। এবং মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখাও ঠিক হবে না। এতে একটি নাজায়েয কাজেরই সহায়তা হবে। তবে স্টেশন, বন্দর ও টার্মিনাল ইত্যাদিতে সফররত মহিলাদের নামাযের সুবিধার্থে তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজনের দাবি।

সূত্র :-

১. মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৭০৯০

عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت النبي ﷺ فقالت:يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك؟ قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرتْ فبني لها مسجدٌ في أقصى شيء من بيتها وأظلمِه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

২. সহীহ্ বুখারী শরীফ হাদীস নং ৮৬৯

قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.

৩. আল ইসতিযকার-ইমাম ইবনু আব্দিল বার- খ: ২ পৃ: ৪৬৯

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة المرأة في مخدعها خير وأعظم لأجرها من صلاتها في بيتها، ولأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها، ولأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة، ولأن تصلي في مسجد الجماعة أعظم لأجرها من الخروج يوم الخروج.

৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ৩৫৮

قال المصنف في الكافي: الفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

৫. মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং ৭৭০২
৬. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২২১৪
৭. সহীহ্ মুসলিম হাদীস নং ৪৪৫
৮. সুনানে আবি দাউদ হাদীস নং ৫৬৯
৯. উমদাতুল কারী শরহে সহী বুখারী খ: ৪ পৃ: ৬৪৭

১০. ইলাউস সুনান খঃ ৮ পৃঃ ১০৬

১১. আল হিদায়া খঃ ১ পৃঃ ১২৬

১২. ফাতহুল কাদীর খঃ ১ পৃঃ ৩৭৬

১৩. মাজমাউল আনহুর খঃ ১ পৃঃ ১০৯

১৪. আওযাযুল মাসালিক খঃ ৪ পৃঃ ১৫৪

১৫. আল মুহীতুল বুরহানী খঃ ১ পৃঃ ৪৯০

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ থেকে প্রকাশিত **'মহিলাগণ কোথায় নামায আদায় করবেন'** পুস্তিকাটি দেখুন।

ভুলবশত প্রথম বৈঠক না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে পুনরায় বসে পড়া

প্রশ্ন :- কোন ব্যক্তি যদি তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক না করেই ভুলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর বৈঠকের কথা স্মরণ হওয়ায় বসে যায় এবং তাশাহ্হুদ পড়ে বাকি নামায পূর্ণ করে, তাহলে তার নামায সহীহ হওয়ার জন্য শুধু সেজদায়ে সাহু-ই কি যথেষ্ঠ হবে? নাকি পুনরায় নামায পড়তে হবে।

উত্তর :- কেউ যদি প্রথম বৈঠক না করে ভুলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হল- নফল বা সুন্নত নামায হলে বসে যাবে এবং নামায শেষে সেজদায়ে সাহু করবে। আর ফরজ বা ওয়াজিব (যেমন বিতির) নামায হলে বসবে না বরং যথারীতি বাকি নামায শেষ করে সেজদায়ে সাহু করবে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ বসে যায় (যদিও তা নিয়ম পরিপন্থী) তাহলেও সেজদায়ে সাহু করলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে।

সূত্র :-

১. আল বাহরুর রায়েক খঃ ২ পৃঃ ১০০-১০১

(وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا) ...ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته ...فقد اختلف التصحيح كما رأيت، والحق عدم الفساد...وأراد بالقعود الأول القعود في صلاة الفرض رباعيا

كان أو ثلاثيا، وكذا في صلاة الوتر كما في المحيط، أما في النفل إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود، ولو استتم قائما ما لم يقيدها بسجدة كذا في السراج الوهاج.

২. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ৫২৫
৩. হালবী কাবীরী পৃ: ৩৯৭
৪. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৮৩
৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৭ পৃ: ৪২২

তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে করণীয়

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি প্রায়ই তাকবীরে তাহরীমা বলা নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়। তাই কখনো কখনো কেরাতের মাঝখানে বা রুকুর পূর্বে সর্তকতামূলক পুনরায় তাকবীর বলে নেয়, এমনটি করা কি ঠিক? পুনরায় তাকবীর বললে সে তাকবীরে উলার সাওয়াব পাবে কি?

উত্তর :- প্রায়ই এমন সন্দেহ হলে পুনরায় তাকবীর বলার প্রয়োজন নেই; বরং সন্দেহ উপেক্ষা করে যথারীতি নামায শেষ করে নিবে। অবশ্য পুনরায় তাকবীর বললেও নামায ভঙ্গ হবে না। এ ক্ষেত্রে পূর্বের তাকবীরই বহাল থাকবে এবং তাকবীরে উলার সময় জামাতে শরীক হয়ে থাকলে, সে তাকবীরে উলা পেয়েছে বলেই গণ্য হবে। তবে দ্বিতীয়বার তাকবীর বলার সময় যদি মুখে নিয়ত উচ্চারণ করে অথবা ভিন্ন কোন নামাযের নিয়তে তাকবীর বলে, তাহলে তার পূর্বের তাকবীর বহাল থাকবে না।

সূত্র :-

১. আল ফাতাওয়াত তাতারখানিয়া খ: ২ পৃ: ৪৩৫

ولو شك في صلاته أنه هل كبر للافتتاح أم لا؟ هل أصابت النجاسة الثوب أم لا؟ هل أحدث أم لا؟ هل مسح رأسه أم لا؟ إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة، وإن كان يقع له مثل ذلك كثيرا جاز له المضي ولايلزمه الوضوء ولاغسل الثوب.

وفي ٢/٣٩٠ : فلو أنه حين شك في تكبيرة الافتتاح أعاد التكبير والقراءة ثم تذكر أنه قد كان كبر كان عليه السهو لأنه أخر فرضا، والتكبيرة الثانية لا تكون قطعا واستقبالا لأنه نوى الشروع فيما كان قبله.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১০

لو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي الاستيناف للظهر بعينها فلا يفسد ما أدّاه، فيحتسب بتلك الركعة ...ومعلوم أن هذا إذا لم يتلفظ بلسانه، فإن قال: نويت أن أصلي إلى آخره فسدت الأولى، وصار مستأنفا للمنوي ثانيا مطلقا لأن الكلام مفسد.

৩. আল মাবসূত (সারাখসী) খ: ১ পৃ: ৩৯৯
৪. আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর পৃ: ১০৭
৫. আল হিদায়া খ: ১ পৃ: ১৩৭

ওযরের কারণে 'الله' এর 'ا' কে টেনে পড়া

প্রশ্ন :- এক ইমাম সাহেব তার গলায় সমস্যার কারণে যখন তাকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তাকবীরগুলো বলেন তখন الله أكبر বলতে গিয়ে আ-আ আল্লাহু আকবার হয়ে যায়। এছাড়া বাকি সবকিছু ঠিকভাবে বলতে পারেন। এ ব্যক্তি ইমামতি করলে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর :- ওযরের কারণে যদিও তার একাকী আদায়কৃত নামায হয়ে যাবে তবে তার জন্য ইমামতি করা ঠিক হবে না। কেননা ইমাম সাহেবের কেরাতের কারণে মুসল্লীদের মাঝে নামাযের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হওয়ায় মুসল্লী কমে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তাই ইমাম সাহেব সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ইমামতি করা থেকে বিরত থাকবেন।

উল্লেখ্য, কোন ওযর ছাড়া এভাবে উচ্চারণ করলে নামায হবে না। চাই একাকী নামায পড়ুক না কেন।

সূত্র :-

১. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৩৬৬

وكذلك من كان به تمتمة، وهو أن يتكلم بالتاء مرارا، أو فأفأة وهو أن يتكلم بالفاء مرارا، حتى يتكلم بعده، لا ينبغي له أن يؤم، لأنهما ربما يعجزان عن المضي عن القراءة، ويفسدان الصلاة على القوم.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৪৮০

اعلم أن المدّ إن كان في الله، فإما في أوله أو وسطه أو آخره: فإن كان في أوله لم يصر به شارعا، وأفسد الصلاة لو في أثنائها، ولايكفر إن كان جاهلا، لأنه جازم، والإكفار للشك في مضمون الجملة، ... وأما الفساد وعدم صحة الشروع فثابتان، وإن لم يتعمد المدّ أو الشك، لأنه تلفظ بمحتمل للكفر، فصار خطأ شرعا، ولهذا قال في الحلية: إن مناط الفساد ذكر الصورة الاستفهامية، فلايفترق الحال بين كونه عالما بمعناها أو لا، بدليل الفساد بكلام النائم.

৩. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ২৭৯
৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ৭৩
৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৬ পৃ: ৬৩৭
৬. ফাতাওয়া রহিমিয়া খ: ৫ পৃ: ১০৪
৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ২৪১,২৪৭

প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির সিনা নামাযে কিবলার দিক থেকে ঘুরে যাওয়া

প্রশ্ন :- জনৈক ব্যক্তির ডান পাশ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত, তাই সে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তাহলে তার ডান হাতকে বাম হাত দ্বারা পরিচালিত করতে হয় এবং বসা থেকে দাঁড়ানোর সময় শরীরের সম্পূর্ণ ভার বাম হাতের উপর দেওয়ায় সিনা কেবলা থেকে ঘুরে যায়। এখন সে কি এভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে না বসে বসে নামায আদায় করবে?

উত্তর :- প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রুকু সিজদা করতে সক্ষম হলে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করবে এবং সাধ্যমত চেষ্টা করবে যাতে সিনা কেবলা থেকে সরে না যায়।

ওজরবশত সিনা কিবলার দিক থেকে ঘুরে গেলেও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় কিবলার দিকে ফিরে যাবে।

উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তির জন্য ডান হাতকে বাম হাতের দ্বারা পরিচালনা করা জরুরী নয় বরং সে ডান হাতকে আপন হালতে রেখেই নামায আদায় করতে পারবে।

সূত্র :-

১. আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা খ: ২৬ পৃ: ২০৭

يأتي المريض أو المصاب بالشلل بأركان الصلاة التي يستطيعها عند جمهور الفقهاء، لأن العاجز عن الفعل لا يكلف به، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدا بالإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع ، فإن عجز عن القعود يستلقي ويومئ إيماء، لأن سقوط الركن لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر

২. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৪

৩. ফাতাওয়া বাযযাযিয়া খ: ৪ পৃ: ৩১

৪. কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া খ: ১ পৃ: ১৭৮

৫. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৬৯

৬. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৫৪৯

কাবা শরীফ থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির কিবলা

প্রশ্ন :- আমরা জানি, কাবা শরীফ থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির কিবলা শুধু কাবা শরীফ নয় বরং কাবা শরীফ যে দিকে অবস্থিত ঐ সম্পূর্ণ দিকটাই তার জন্য কিবলা। এখন জানার বিষয় হল এই 'কাবা শরীফের দিক' বলতে কী বুঝায়?

উত্তর :- 'কাবা শরীফের দিক' বলতে ঐ দিককে বুঝায় যেদিকে ফিরে দাঁড়ালে মুসল্লীর চেহারার কোন অংশ কাবা শরীফের বরাবর হয়ে যায়। আর তা বুঝার উপায় হল: মুসল্লীর চেহারার কোন অংশ থেকে সম্মুখের দিগন্তের দিকে কোন সরল রেখা কল্পনা করা হলে যদি সে রেখাটি কাবা

শরীফের কোন অংশের উপর দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে বুঝা যাবে তার চেহারার কোন অংশ কাবা শরীফের বরাবর হয়েছে এবং সে কিবলামুখী আছে। অন্যথায় বুঝা যাবে সে কাবা শরীফের দিক থেকে সরে গেছে। গাণিতিক পরিভাষায় বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায় যে কাবা শরীফের ডানে-বামে ৪৫° (ডিগ্রি) করে মোট ৯০° (ডিগ্রি) পর্যন্ত 'কাবা শরীফের দিক'। অতএব, মুসল্লীর চেহারার রোখ যদি মূল কাবা শরীফ থেকে ডানে অথবা বামে ৪৫° (ডিগ্রি) পর্যন্ত ঘুরে যায় তবুও তাকে কিবলামুখী আছে বলে গণ্য করা হবে। (যদিও ইচ্ছে করে এমনটি করা ঠিক নয়) এর বেশী ঘুরে গেলে তাকে কিবলামুখী আছে বলে গণ্য করা হবে না।

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৪২৭-৪৩০

استقبال القبلة حقيقة أو حكما كعاجز....فللمكى إصابة عينها .....والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب .....ولغيره إصابة جهتها بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها ... فتبصر وتعرف بالدليل، وهو في القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين وفي المفاوز والبحار النجوم كالقطب.

২. রদ্দুল মুহতার খ: ১ পৃ: ৪৩০

فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها، بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما، ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جبهة المصلي بل منها أو من جوانبها كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي، فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان، وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب ا هـ فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل ، والله تعالى أعلم

৩. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২৮৪

أي لغير المكى فرضه إصابة جهتها، وهو الجانب الذى إذا توجه إليه الشخص يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها، إما تحقيقا، بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه

على زاوية قائمة إلى الأفق يكون ماراً على الكعبة أو هوائها، وإما تقريباً بمعنى أن يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة أو هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا لها.

৪.ফাতাওয়া খাইরিয়্যা খ: ১ পৃ: ১৮

(سئل)..... ومن القواعد الفلكية إذا كان الانحراف عن مقتضى الأدلّة أكثر من خمس و أربعين درجة يمنة أو يسرة، يكون ذلك الانحراف خارجاً عن جهة الربع الذى فيه مكة المشرفة من غير إشكال ..... فهل هذه المحاريب المزبورة انحرافها كثير فاحش يجب الانحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة (والحالة ما ذكر) أم لا ؟.... (أجاب) حيث زالت بالانحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث لم يبق شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقبال المشروط لصحّة الصلاة بالإجماع وإذا عدم الشرط عدم المشروط .

৫. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৫৪৮
৬. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৪ পৃ: ৬৭
৭. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৭০
৮. তাহতাবী আলাদ্দুররিল মুখতার খ: ১ পৃ: ১৯৭
৯. আস সিআয়া খ: ২ পৃ: ৬৮
১০. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৫৩৬
১১. ফাতাওয়া বায়্যিনাত খ: ২ পৃ: ১৯৩
১২. জাওয়াহিরুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ২৫৪,২৫৭
১৩. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৩১৩

নির্ধারিত ইমাম নেই এমন জামে মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা

প্রশ্ন :- একটি গ্রামের মসজিদ যেখানে বেতনভুক্ত নির্ধারিত কোন ইমাম ও মুআযযিন নেই। তবে গ্রামের একজন লোক সব সময় আজান দেয় এবং জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায উক্ত মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় হয়। এমন মসজিদে দ্বিতীয় জামাতের বিধান কী?

উত্তর :- উক্ত মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা মাকরূহ হবে। কারণ ইমাম-মুআযযিন নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য হল নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে জামাত হওয়া। আর উক্ত মসজিদে বেতনভুক্ত ইমাম মুআযযিন না থাকলেও নিয়মিত নির্ধারিত সময়েই জামাতে নামায আদায় হচ্ছে, তাই এটাকে 'মহল্লার মসজিদ' বলে ধরা হবে, যাতে দ্বিতীয় জামাত মাকরূহ।

সূত্র :-

১. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২৬৫

وفي السراج الوهاج: وإن دخل مسجدا ليصلي، فإنه لا يؤذن ولا يقيم. وإن أذن في مسجد جماعة وصلوا، يكره لغيرهم أن يؤذنوا ويعيدوا الجماعة ولكن يصلوا وحدانا، وإن كان المسجد على الطريق، فلا بأس أن يؤذنوا فيه ويقيموا اهـ.

২. তালিফাতে রশীদিয়া পৃ: ২৯৭

جماعت دوسری کرنا اس مسجد محلّہ میں جہاں نمازی معین ہیں مکروہ ہے۔

৩. কিফায়াতুল মুফতী খ: ৩ পৃ: ৪৮৭

جس مسجد میں نماز باجماعت مقرر ہو اس میں دوسری جماعت مکروہ ہے۔

৪. আল ফাতাওয়াল বাযযাযিয়া খ: 8 পৃ: ৫৬
৫. আল মাবসূত খ: ১ পৃ: ২৮০
৬. মাআরিফুস সুনান খ: ২ পৃ: ২৮৮
৭. আল কুতুফুদ দানিয়া পৃ: ৭৩৩-৭৩৪
৮. আদদুররুল মুনতাকা খ: ১ পৃ: ১৩৪
৯. মিনহাতুল খালিক খ: ১ পৃ: ৩৪৫-৩৪৬
১০. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ২ পৃ: ১৫৩-১৫৪
১১. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৪৯০

নাবালেগ মুক্তাদির লোকমা দেয়া

প্রশ্ন :- কোন নাবালেগ মুক্তাদি যদি ইমামের ভুলের কারণে নামাযের মধ্যে লোকমা দেয় এতে নামাযে কোন সমস্যা হবে কী?

উত্তর :- বুঝমান নাবালেগ মুক্তাদি যদি ইমাম সাহেবকে লোকমা দেয় এবং ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করেন এতে নামাযের কোন সমস্যা হবে না। লোকমা দেয়ার জন্য মুসল্লী বালেগ হওয়া শর্ত নয়। বরং বুঝমান, বালেগের নিকটবর্তী হওয়াই যথেষ্ট।

সূত্র :-

১. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ৬

قوله (وفتحه على غير إمامه) أي يفسدها لأنه تعليم وتعلم لغير حاجة، قيّد به لأنه لو فتح على إمامه فلا فساد؛ لأنه تعلق به إصلاح صلاته ... وفتح المراهق كالبالغ.

২. আল হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ৯৯
৩. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ: ৩৩৪
৪. ফাতাওয়া রহিমিয়া খ: ৬ পৃ: ২৩৩

দাড়িছাঁটা ব্যক্তি ইকামত দেওয়া

প্রশ্ন :- দাড়িওয়ালা মুআযযিন উপস্থিত থাকতে দাড়িছাঁটা ব্যক্তির ইকামত দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর :- দাড়িওয়ালা দ্বীনদার লোক থাকতে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী দাড়ি রাখে না এমন ব্যক্তির আযান ও ইকামত দেয়া মাকরূহে তাহরীমী।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩৯২

(ويكره أذان جنب أو إقامته ...) ...(وفاسق) وفي الشامية: وظاهر أن الكراهة تحريمية، بحر.

২. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৩৯৬
৩. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ২৫৯
৪. তাবয়ীনুল হাকাইক খ ১ পৃ: ৯৩
৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২৬৩
৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৪৩৮
৭. ফাতাওয়া রহিমিয়া খ: ৩ পৃ: ১৪

জুমার সায়ী সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা

প্রশ্ন :-

(ক) জুমার সায়ী (তথা জুমার প্রথম আযানের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে যাওয়া) কোন্ আযানের পর ওয়াজিব?

(খ) প্রথম আযানের পর ঘরে বসে দ্বীনি বই বা ফিকহের কিতাব পড়া যাবে কি?

(গ) ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠার পর খুতবার আগে বা খুতবা চলাকালীন কিতাব পড়ার বিধান কী?

(ঘ) অন্যান্য ওয়াজিব তরক করলে যেমন গুনাহ হয় প্রথম আযানের পর সায়ী তরক করলে কি ঐরূপ গুনাহ হবে?

উত্তর :-

(ক) প্রথম আযানের পর জুমার সায়ী (তথা জুমার প্রথম আযানের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে যাওয়া) ওয়াজিব।

(খ) না, যাবে না।

(গ) ইমাম সাহেব খুতবার জন্য মিম্বরে উঠার পর কিতাব পড়া মাকরূহ।

(ঘ) প্রথম আযানের পর সায়ী তরক করলে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।

সূত্র :-

১. আল মুছান্নাফ লিবনি আবি শাইবা খ: ৪ পৃ: ১২০ হাদীস নং ৫৪২৭

أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة.

২. তাফসিরাতে আহমাদিয়া পৃ: ৪৭৫

والمراد من النداء المذكور في قوله تعالى: (إذا نودي) إنما هو النداء الأول الذي ثبت بإجماع العلماء، لا النداء الثاني الذي يتصل بقراءة الخطبة، فالسعي لذكر الله وترك البيع يجبان بالأذان الأول، وهو القول الأصح من مذهب أبي حنيفة.

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ১৫৯

(وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها) أي في الخطبة ... بل يجب عليه أن يستمع ويسكت، وفي الشامية (قوله: بل يجب عليه أن يستمع): ظاهره أنه يكره الاشتغال بما يفوت السماع، وإن لم يكن كلاما...الخ.

وفي ٢/١٦١: (ووجب سعي إليها وترك البيع) وفي الشامية قوله (وترك البيع): أراد به كل عمل ينافي السعي، وخصه اتباعا للآية ...الخ.

৪. আত তাফসিরুল মাজহারী খ: ৯ পৃ: ২৮১
৫. ফাতাওয়ান নাওয়াযিল পৃ: ১১৬
৬. মাজমাউল আনহুর খ: ১ পৃ: ১৭১, খ: ২ পৃ: ৭০
৭. কিতাবুল ইখতিয়ার খ: ১ পৃ: ১১২
৮. শরহুন নুকায়া খ: ১ পৃ: ২৯৬, খ: ২ পৃ: ৪৩
৯. মাজমাউল বাহরাইন পৃ: ১৬২,২৯৬
১০. কাশফুল হাকাইক খ:১ পৃ: ৮৩
১১. মুখতাছারুল কুদুরী পৃ: ১০৩
১২. আল ঈজাহ ফি শরহিল ইছলাহ খ: ১ পৃ: ১৬৪
১৩. আল বিনায়া খ: ৩ পৃ: ৮৯, খ: ৮ পৃ: ২১৪
১৪. শরহুল আইনী খ: ১ পৃ: ৫৯
১৫. আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ খ: ১ পৃ: ১১৮, ২৬৬
১৬. ফাতাওয়া বায়্যিনাত খ: ২ পৃ:২৮০-২৮৯
১৭. উমদাতুল ফিকহ খ: ২ পৃ: ৩০৩, ৩০৫
১৮. মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী খ: ৮ পৃ: ৪৪২
১৯. মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্দলবী খ: ৮ পৃ: ১১৫-১১৬
২০. তাফসিরে হাক্কানী খ: ৪ পৃ: ৫৬৮

যানবাহনে চলাকালীন বসে বসে ইশারা করে নফল নামায পড়া

প্রশ্ন :- কোন ব্যক্তি যদি নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে অন্য কোন শহরে যায় তাহলে তার জন্য যানবাহনের উপর কেবলামুখী না হয়ে বসে বসে ইশারায় নফল নামায পড়া জায়েয আছে কি?

উত্তর :- শহরে বা শহরের বাইরে যানবাহনে চলাকালীন বসে বসে নফল নামায পড়া জায়েয। শুধু তাই নয় যেসব যানবাহনে জায়গার সংকীর্ণতা থাকে যেমন বাস, কার, উট ইত্যাদি সে সব যানবাহনে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু সিজদা করা ও কেবলামুখী হওয়া জরুরী নয় বরং ইশারায় রুকু সিজদা করে বাহন যেদিকে চলছে সেদিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করতে পারবে। তবে যেসব যানবাহনে কিছুটা প্রশস্ততা থাকে যেমন, রেলগাড়ি, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি এগুলোতে বসে নফল নামায পড়ার সময় স্বাভাবিক নিয়মে রুকু সিজদা করা এবং কেবলামুখী হওয়া জরুরী।

সূত্র :-

১. সহী বুখারী শরীফ হাদীস নং ১০০০

عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৩৮-৩৯

في الدر (و) يتنفل المقيم (راكبا خارج المصر) محل القصر.

قال ابن عابدين: (خارج المصر) هذا هو المشهور، وعندهما يجوز في المصر، لكن بكراهة عند محمد...

وقوله: (محل القصر) بالنصب بدل من خارج المصر، وفائدته شمول خارج القرية وخارج الأخبية ح: أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيه، وهو الصحيح بحر. وقيل: إذا جاوز ميلا وقيل: فرسخين أو ثلاثة.

৩. আল বিনায়া খ: ২ পৃ: ৫৪৭

فأبو يوسف أخذ بالحديث ومحمد كذلك، إلا أنه كره فى الحضر، لأن اللفظ والأصوات تكثر فيه فيكثر الخطأ والغلط في القراءة وترتيب أفعال الصلاة، فيؤدي ذلك إلى إبطال العمل وفساد العبادة ظاهر، قلت: ولأبي يوسف أن يحتج بما رواه أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى على حمار فى أزقة المدينة يؤمي إيماء، ذكره ابن بطال في شرح البخارى.

৪. ফাতহুল মুলহিম খ: ৪ পৃ: ৫৫৮-৫৫৯
৫. আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা খঃ ২৭ পৃঃ ২২৮
৬. কানযুদ্দাকাইক পৃঃ ৩৬
৭. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খঃ ১ পৃঃ ১৪২
৮. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খঃ ২ পৃঃ ৫৩৫
৯. কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ খঃ ১ পৃঃ ১৮৭, ৩৪০
১০. তুহফাতুল আলমায়ী খঃ ২ পৃঃ ১৭৫,২৪৯

কোনো রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে মুক্তাদী ইমাম থেকে পেছনে পড়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন :- অনেক সময় জামাত বড় হওয়ায় অথবা বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় কিংবা মাইকে কোন ধরনের সমস্যা হওয়ায় ইমাম সাহেবের তাকবীর বা তাসমী‘ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) এর আওয়াজ মুক্তাদী পর্যন্ত পৌঁছে না। যার ফলে ইমাম ও মুক্তাদীর নামাযে অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। যেমনঃ ইমাম সাহেব রুকু থেকে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে উঠেছেন কিন্তু মুক্তাদী শুনতে পায়নি ফলে রুকুতেই থেকে গেল। পরে যখন ইমাম সাহেব সেজদায় যাওয়ার তাকবীর বলেন, মুক্তাদী তা শুনতে পেয়ে রুকু থেকে উঠল। অথচ ইমাম সাহেব তখন সেজদায় চলে গেছেন। ইত্যাদি আরো অনেক অবস্থা হতে পারে। এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণ কীভাবে তাদের নামায পূর্ণ করবেন?

উত্তর :- নামাযের মধ্যে এ জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি হলে মুক্তাদী যখন ইমামের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করবে তখন প্রথমে তার নামাযের ছুটে যাওয়া অংশ কেরাত পড়া ব্যতীত আদায় করে নিবে। অতঃপর ইমামের নামায শেষ না হয়ে থাকলে ইমামের সাথে মিলিত হয়ে বাকি নামায আদায় করবে। অন্যথায় একাই অবশিষ্ট নামায কেরাত পড়া ব্যতীত আদায় করে নিবে।

আর যদি ছুটে যাওয়া অংশ প্রথমে আদায় করা ছাড়াই ইমামের সাথে শরীক হয়ে যায়, তবুও তার নামায হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ইমাম সালাম ফিরানোর পর তার ছুটে যাওয়া নামাযের অংশ কেরাত ব্যতীত আদায় করে নিবে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম করাটা অনুত্তম হবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ৯২

وإذا كبر مع الإمام ثم نام حتى صلى الإمام ركعة، ثم انتبه فإنه يصلي الركعة الأولى، وإن كان الإمام يصلي الركعة الثانية، ولو لم يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام، ولكن يتابع الإمام أولا ثم قضى ما سبقه الإمام بعد تسليم الإمام جازت صلاته عندنا.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৫৯৫

وحكمه كمؤتم ... ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ...

وفى رد المحتار: وفي البحر وحكمه أنه يبدأ بقضاء مافاته ... وهذا واجب لاشرط، حتى لو عكس يصح، فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة، فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة، فإذا فرغ منها صلّى مع الإمام الرابعة، وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا، فلو تابع الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح و أثم، ومثله في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني، وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه جميع محشي هذا الكتاب .

৩. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১৬৮
৪. গুনয়াতুল মুতামাল্লী পৃ: ৪০৫
৫. আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা খ: ৩৫ পৃ: ১৮৭
৬. হাশিয়াতুশ শালবী খ: ১ পৃ: ১৩৮
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৬ পৃ: ৫৬৮
৮. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৩৮৩
১০. উমদাতুল ফিকহ খ: ২ পৃ: ৮২-৮৩

জানাযা বহন করার পদ্ধতি

প্রশ্ন :-

(ক) "যে ব্যক্তি চল্লিশ কদম জানাযা বহন করবে, তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে" এ কথাটি কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

(খ) হানাফি মাযহাবের কিতাবগুলোতে জানাযা বহন করার যে তারতীব বলা হয়েছে তা কি কোন হাদীসে আছে?

উত্তর :-

(ক) ইমাম ত্বাবারানী (রহ.) তার 'আল-মু'জামুল আওসাত' নামক প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে ৫৯২০ নং হাদীসে এরকম একটি বর্ণনা এনেছেন। যার ভাষ্য নিম্নরূপ :

حدثنا محمد بن التمار، قال: حدثنا محمد بن عقبة السدوسي، قال: حدثنا على بن أبي سارة، سمعت ثابتا البناني قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل جوانب السرير الأربع كفّر الله عنه أربعين كبيرة، ثم قال الطبراني لايروى هذا الحديث عن أنس ابن مالك إلا بهذا الإسناد، تفرد به علي بن أبي سارة، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنس بن مالك.

কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনাটির সূত্রে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন 'আলী ইবনে আবী সারাহ' যাকে ইমাম আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, হাফেজ যাহাবী (রহ.) প্রমুখ متروك তথা পরিত্যাগযোগ্য বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তার ব্যাপারে আরো শক্ত মন্তব্য করেছেন। এবং তার বর্ণিত এ হাদীসটিকে ইমাম ইবনে হিব্বান, ইবনে আদী, ইবনুল জাওযী ও যাহাবী (রহ.)-সহ অনেকেই منكر তথা আপত্তিকর বলেছেন। এসব কিছুর ভিত্তিতে বলা যায় তার বর্ণিত উক্ত হাদীস ضعيف جدًا তথা 'খুবই দুর্বল'। তাই এ হাদীসটি বর্ণনা করা যাবে না এবং এর উপর ভিত্তি করে এরকম কোন বিশ্বাস রাখাও সঠিক হবে না।

(খ) ফিকহে হানাফির কিতাবসমূহে জানাযা বহন করার যে তারতীব (অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে খাটিয়ার চারোপাশে ধরা) বর্ণনা করা হয়েছে, এ তারতীবের কথা হাদীস ও আছারের বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরাইরা (রহ.)-সহ অনেক সাহাবীর মৌখিক বর্ণনা ও আমল দ্বারা এটা প্রমাণিত।

সূত্রঃ-

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪৭৮

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع.

২. আল মুছান্নাফ লিবনি আবি শাইবা হাদীস নং ১১৩৯৫, ১১৩৯৬, ১১৩৯৩, ১১৩৯৭, ১১৩৯৯, ১১৩৯৪

৩. আল মুছান্নাফ লি আব্দির রাযযাক, হাদীস নং ৬৫৪১, ৬৫৪২, ৬৫৪৩, ৬৫৪৪, ৬৫৪৬.৬৫৪৭

৪. কিতাবুল আছার খঃ ২ পৃঃ ৫৬

৫. আততালখীছুল হাবীর খঃ ২ পৃঃ ২৫৯-২৬০

৬. আস সুনানুল কুবরা খঃ ৫ পৃঃ ৩২৫ হাদীস নং ৬৯৩৪

জানাযার নামাযে তাকবীর ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন :- ইমাম সাহেব জানাযার নামায শুরু করার পর যদি কেউ উপস্থিত হয়, সে নামায কীভাবে শুরু করবে এবং ছুটে যাওয়া তাকবীর কীভাবে আদায় করবে?

উত্তর :- জানাযার নামায শুরু হওয়ার পর কেউ উপস্থিত হলে সে ইমামের পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করবে। ইমাম সাহেব পরবর্তী তাকবীর বললে সেও তাকবীর বলে শরীক হয়ে যাবে। অতঃপর ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর জানাযা উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো বলে সালাম ফিরাবে। দ্রুত জানাযা উঠিয়ে নেয়ার আশঙ্কা না হলে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলোর মধ্যবর্তী মাসনূন দোয়াগুলোও পড়ে নিবে।

আর যদি ইমামের পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা না করে সে নিজেই তাকবীর বলে নামাযে শরীক হয়ে যায়, তাহলেও নামায হয়ে যাবে, তবে এ তাকবীর চার তাকবীরের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং পরবর্তীতে ইমামের সাথে প্রথমে যে তাকবীর বলবে সেটাই হবে তার প্রথম তাকবীর। অতএব, এক্ষেত্রে ইমাম সালাম ফিরানোর পর ইমামের সাথে বলা প্রথম

তাকবীরের পূর্বে তার যে কয়টি তাকবীর ছুটে গেছে সেগুলো কাযা করে সালাম ফিরাবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ২১৬

(والمسبوق) ببعض التكبيرات لايكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح. قال الشامي: قوله: (لايكبر في الحال) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لاتفسد عندهما، ... فلذا قلنا: يصح شروعه بها ويعيدها بعد سلام إمامه.

২. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৫০-৫১

وإن كان مسبوقاً بثلاث تكبيرات يكبر ثلاث تكبيرات بعد سلام الإمام عند أبي حنيفة ومحمد، وهل يأتي بالأذكار المشروعة بين التكبيرتين؟ ذكره الحسن في المجرد أنه إن كان يأمن رفع الجنازة فإنه يأتي بالأذكار المشروعة، وإن كان لا يأمن رفع الجنازة يتابع التكبيرات ولا يأتي بالأذكار، وذكر المسألة في النوازل مطلقة من غير تفصيل، فقال: من فاته بعض التكبيرات على الجنازة يقضيها متتابعة بلا دعاء ما دامت الجنازة على الأرض؛ لأنه لو قضى مع الدعاء يرفع الميت فيفوته التكبير.

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৩৪৪

৪. খুলাসাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ২২৩

৫. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১৬৪

৬. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৮৫

৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৮ পৃ: ৫৯৪

এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা

প্রশ্ন :- কোন স্থানে একটি লাশ দাফন করার কিছুদিন পর সেখানে নতুন লাশ দাফন করা বৈধ হবে কি? হলে কতদিন পর করা যাবে?

উত্তর :- কবরের উপর একটা দীর্ঘ সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর যখন লাশ সম্পূর্ণ মাটি হয়ে যায় তখন সেখানে অন্য লাশ দাফন করা জায়েয। তবে নির্দিষ্ট করে এর কোন সময়সীমা বলা মুশকিল। মাটি ও

আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে একেক অঞ্চলে এর মেয়াদ একেক রকম হতে পারে। তাই মাটি ও আবহাওয়ার অবস্থা বিবেচনা করে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অনিবার্য কারণ ছাড়া মৃতের হাড়গোড় মাটির সাথে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পূর্বে এক কবরে অন্য লাশ দাফন করবে না। জায়গার সংকীর্ণতা বা অন্য কোন প্রয়োজনে যদি করতেই হয়, তাহলে কবর খনন করার সময় মৃতের যে হাড়গোড় পাওয়া যাবে সেগুলোকে আদবের সাথে কবরের এক কোণে দাফন করে তারপর নতুন লাশ দাফন করবে।

সূত্র :-

১. ইবনে মাজাহ শরীফ হাদীস নং ১৬১৬

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : كسر عظم الميت ككسره حيا.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ২৩৩-২৩৪

قال في الفتح: ولا يحفر قبر لدفن آخر، إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم، إلا أن لايوجد فتضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من تراب ... وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه... قلت: ...فالأولى إناطة الجواز بالبلاء، إذ لايمكن أن يعد لكل ميت قبر لايُدفن فيه غيره، وإن صار الأول ترابا لاسيما في الأمصار الكبيرة الجامعة اهـ.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ১৫০

৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৯৫

৫. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৬৭

৬. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৭ পৃ: ৭০

৭. ইমদাদুল মুফতীন পৃ: ৪৪৬

অধ্যায়
রোজা

রোজা অবস্থায় স্প্রে ইনহেলার বা ধোঁয়া গ্রহণ করা

প্রশ্ন :-

(ক) রোজাদার ব্যক্তি যদি কোনো ধরনের স্প্রে ব্যবহার করে কিংবা স্প্রে করা হয়েছে এমন স্থানে যায় তাহলে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে কি?

(খ) ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হবে কি? যদি হয় তাহলে শ্বাসকষ্টের রোগীর জন্য করণীয় কী?

(গ) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধোঁয়া ভিতরে চলে গেলে রোজা নষ্ট হবে কি?

উত্তর :-

(ক) স্প্রে ব্যবহার করা বা স্প্রে করা হয়েছে এমন স্থানে যাওয়ার কারণে রোজাদারের রোজা নষ্ট হবে না। তবে যদি নাক বা মুখের কাছে নিয়ে স্প্রে করে এবং তা ভিতরে টেনে নেয় তাহলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শ্বাস কষ্টের রোগীদের করণীয় হল :

১. যদি সাহরীর শেষ-সময় ও ইফতারের প্রথম সময় ইনহেলার ব্যবহার করলে দিনের বেলায় তেমন কোন কষ্ট না হয় তাহলে সাহরীর সময় ইনহেলার ব্যবহার করবে এবং রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।

২. অসুস্থতা বেশী হওয়ার কারণে যদি দিনের বেলায়ও ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে ইনহেলার ব্যবহার করবে। তবে দিনের অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য পানাহার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে।

৩. ইনহেলার ব্যবহার করার কারণে ভেঙ্গে যাওয়া রোজা পরবর্তীতে সুস্থ হলে কাযা করে নিবে। যদি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে (বরং সারা জীবনই ঐ রকম সমস্যা থেকে যায়) তাহলে উক্ত রোজার ফিদয়া আদায় করবে।

(গ) ধোঁয়া স্বেচ্ছায় ভিতরে নিলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যথায় রোজা নষ্ট হবে না।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৩৯৫, ৪০৮, ৪২২

(أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر، أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا، لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه.

كمسافر أقام وحائض.... ومريض صحّ.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৩৯৫

(قوله : أنه لو أدخل حلقه الدخان) أي بأي صورة كان الإدخال، حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمّه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس.

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৬০৮
৪. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৩৩৭
৫. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ২ পৃ: ৫৫৬
৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৩৮২
৭. ফাতাওয়া রহিমিয়া খ: ৭ পৃ: ২৬২
৮. মাজমাউল আনহুর খ: ১ পৃ: ২৪৮,২৫৩

দূরদেশে সফরকালে রোজা ২৮টি বা ৩১টি হলে করণীয়

প্রশ্ন :-

(ক) জনৈক ব্যক্তি সৌদী আরবে রমযানের ৩০টি রোজা রেখে বাংলাদেশে আসার পর ৩০ তম রোজা পেয়ে যায়। এখন যদি সে বাংলাদেশে এ রোজাটি রাখে তাহলে তার রোজা হবে ৩১ টি, এমতাবস্থায় তার করণীয় কী? আর যদি অবশিষ্ট রোজা না রাখে তাহলে তা কাযা করতে হবে কি?

(খ) এক ব্যক্তি বাংলাদেশে ২৮টি রোজা রেখে সৌদী আরবে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে রমযান শেষ; শাওয়াল শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যক্তির করণীয় কী?

উত্তর :-

(ক) বাংলাদেশে আসার পর উক্ত ব্যক্তির জন্য রোজা রাখা ফরজ। যদি বাংলাদেশের হিসাবে ৩০ তম রোজাটি না রাখে তাহলে পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

(খ) উক্ত ব্যক্তির করণীয় হল, সে সৌদি আরবের লোকদের সাথে ঈদ করবে এবং পরবর্তীতে একটি রোজা কাযা করবে। কেননা পূর্ণ এক মাস রোজা রাখা ফরজ।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৩৮৪

[تنبيه] : لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام، لقوله – عليه الصلاة والسلام – «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» رواه الترمذي وغيره، والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر هو.

২. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৩৬৪

٤٥٧٦ : أهل مصر صاموا رمضان بغير رؤية و فيهم رجل لم يصم حتى رأى الهلال من الغد فصام أهل المصر ثلاثين يوماً وهذا الرجل تسعة وعشرين ثم أفطروا جميعاً فإن كان أهل المصر رأوا هلال شعبان وعدّوا شعبان ثلاثين كان على هذا الرجل قضاء يوم الاوّل.

৩. ফাতাওয়া উসমানী খ: ২ পৃ: ১৭৬-১৭৭
৪. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৭ পৃ: ২১৫
৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪২৩
৬. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪৫
৭. কিতাবুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৪১৩

রোজা অবস্থায় দাঁতের মাড়িতে ইনজেকশন দেয়া

প্রশ্ন :- রোজা অবস্থায় দাঁত উঠানোর জন্য দাঁতের মাড়িতে ইনজেকশন দেয়া হলে রোজা ভাঙবে কি?

উত্তর :- রোজা অবস্থায় দাঁতের মাড়িতে বা শরীরের যে কোন স্থানে ইনজেকশন পুশ করার কারণে রোজা নষ্ট হয় না। তবে ইনজেকশন দেয়া

বা দাঁত ফেলার সময় রক্ত বা কোনো ধরনের মেডিসিন গলার ভিতরে প্রবেশ করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২০৩

وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع.

২. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৬০৮

ولو اكتحل الصائم لم يفسد وإن وجد طعمه في حلقه عند عامة العلماء ... ولنا: ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في رمضان وعيناه مملوءتان كحلا، كحلتهما أم سلمة، ولأنه لامنفذ من العين إلى الجوف ولا إلى الدماغ، وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينه، وأنه لا يفسد كالغبار والدخان، وكذا لو دهن رأسه أو أعضاءه فتشرب فيه أنه لايضره لأنه وصل إليه الأثر لا العين.

৩. যাবেতুল মুফাততিরাত ফি মাজালিত তাদাবী পৃ: ৫৮-৫৯

وأما عدم اعتبار المسام فاتفقت الحنفية على أن مايصل بتشرّبها إلى الجوف غير مفسد للصوم.

৪. আল মাবসূত খ: ৩ পৃ: ৭৩
৫. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ২ পৃ: ৫৫৫-৫৬
৬. আল ইনায়া খ: ২ পৃ: ৩৪৬-৩৪৭
৭. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৩৪৬-৩৪৭
৮. জাওয়াহিরুল ফিকহ খ: 8 পৃ: ৭৬-৭৮
৯. ফাতাওয়া উসমানী খ: ২ পৃ: ১৮১-১৮৬
১০. ফাতাওয়া বায়্যিনাত খ: ৩ পৃ: ৭১
১১. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৭ পৃ: ২৬৩

এ'তেকাফের কাযা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি রমযান মাসের শেষ দশকে এ'তেকাফে বসেছে। ভুলবশত একদিন সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছে। তবে এ'তেকাফের

কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে এসেছে। জানার বিষয় হল এ ব্যক্তির এ'তেকাফ কি ভেঙ্গে গেছে? যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে অবশিষ্ট দিনগুলোতে তার করণীয় কী? তার উপর কি কাযা ওয়াজিব হবে? যদি কাযা করতে হয় তাহলে কতদিন করতে হবে?

উত্তর :- ভুলবশত মসজিদ থেকে বের হলেও সুন্নত এ'তেকাফ ভেঙ্গে যায়, তাই প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে সুন্নত এ'তেকাফ ভেঙ্গে গিয়ে তা নফল এ'তেকাফ হিসেবে গণ্য হবে। বাকি দিনগুলো নফল হিসেবেই এ'তেকাফ চালু রাখবে।

আর কাযা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে তিন ধরনের মতামত বর্ণিত রয়েছে।

* কাযা করা ওয়াজিব নয়।
* একদিন কাযা করা ওয়াজিব।
* দশদিন কাযা করা ওয়াজিব।

এর মধ্য থেকে কমপক্ষে দ্বিতীয় মতানুযায়ী আমল করা উচিত। অতএব, রোজাসহ একদিনের এ'তেকাফ কাযা করে নিবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৪৪৬

٤٨١٢ : وكذا إذا خرج بغير عذر ناسيا فسد.

২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২১২

وإن خرج من غير عذر ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة....سواء كان الخروج عامدا أو ناسياً.

৩. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ২২৫

إذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه ثم خرج من المسجد لا شيء عليه، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يعتكف يوما.

৪. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৩৯৮

ومقتضى النظر أنه لوشرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه، تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناوياً أربعاً.

৫. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৪৪৪

৬. ফাতাওয়া রহিমিয়া খ: ৭ পৃ: ২৮০
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ২৫৪-২৫৬
৮. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৫০১

টাকা দিয়ে এ'তেকাফ করানো

প্রশ্ন :- কোনো মসজিদে যদি টাকা দিয়ে কাউকে এ'তেকাফে বসানো হয় (চাই সে অত্র এলাকার হোক বা অন্য কোনো এলাকার) তাহলে এ ব্যক্তির এই এ'তেকাফ কি এলাকার সকলের পক্ষ থেকে সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর :- টাকার বিনিময়ে নিজে এ'তেকাফে বসা বা অন্যকে বসানো উভয়টিই নাজায়েয, এ ধরনের প্রথা পরিহার করা জরুরী। এরপরও যদি কোনো মহল্লাবাসী কোনো ব্যক্তিকে (চাই সে নিজ মহল্লার হোক বা অন্য মহল্লার) টাকার বিনিময়ে এ'তেকাফে বসায় তাহলে তার এ'তেকাফ দ্বারা মহল্লাবাসীর সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কেফায়া এ'তেকাফ আদায় হয়ে যাবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ৬ পৃ: ৫৫

الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرؤوا القرآن ولاتأكلوا به.

২. ফাতহুল কাদীর খ: ৯ পৃ: ৯৯

(قوله : ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل إلخ) أقول : ينتقض هذا بما ذكره المصنف في باب الحج عن الغير من كتاب الحج حيث قال: ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه، وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه: حجي عن أبيك واعتمري، فإن ذلك صريح في وقوع القربة عن غير العامل.

قال صاحب الكافي في تقرير هذا الدليل : ولأن القربة متى وقعت يقع ثوابها للفاعل لا لغيره.

৩. আল বাদায়ে খ: ৪ পৃ: ২৮২
৪. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ১৩৭
৫. মাসায়েলে ইতিকাফ পৃ: ১৭

এ'তেকাফকারীর এ'তেকাফ ভেঙ্গে গেলে এলাকাবাসীর করণীয়

প্রশ্ন :- কোনো মসজিদে যদি শুধু একজন লোক এ'তেকাফে বসে, আর কোনো কারণে তার এ'তেকাফ ভেঙ্গে যায়, তাহলে এলাকাবাসীর এ'তেকাফের দায়িত্ব আদায় হবে কী? যদি না হয় তাহলে কি এলাকার সবাই গুনাহগার হবে? এক্ষেত্রে এলাকাবাসীর কোনো করণীয় আছে কী ?

উত্তর :- কোনো মসজিদে যদি শুধু এক ব্যক্তি এ'তেকাফে বসে এবং কোনো কারণে তার এ'তেকাফ ভেঙ্গে যায় তাহলে মহল্লাবাসীর সুন্নত এ'তেকাফ আদায়ের জিম্মাদারী পূর্ণ হবে না। তবে এ'তেকাফকারীর ওজর গ্রহণযোগ্য হলে আল্লাহ তায়ালা এলাকাবাসীর গুনাহ মাফ করতে পারেন।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ৪ পৃ: ১৯৮-৯৯

رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں پورے دس دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے، چند ایام اعتکاف کرنے سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ موت واقع ہونے کی صورت میں معتکف نے اعتکاف پورا نہیں کیا، کیونکہ اسکا اعتکاف عشرہ تک نہ رہا، اگر اسکے علاوہ کوئی اور شخص اعتکاف پر نہ بیٹھا ہو تو پوری بستی پر ذمہ داری باقی رہی گی۔

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ২৬৮,২৭৮

মিসওয়াকের আঁশ গলায় চলে গেলে রোজার হুকুম

প্রশ্ন :- মিসওয়াক করার সময় যদি মিসওয়াকের আঁশ গলার ভিতরে চলে যায় তাহলে রোজা ভাঙবে কি? আর ভাঙলে কাফফারা ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর :- মিসওয়াক করার সময় মিসওয়াকের আঁশ গলার ভিতরে চলে গেলে রোজা ভাঙবে না।

সূত্র :-

১. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪৩৫

دانتوں میں اٹکے ہوئے کھانے کا ذرہ اگر چنے کے دانہ سے کم مقدار میں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسکی وجہ یہ ہے کہ اس سے احتراز متعسر ہے، اس سے ثابت ہوا کہ مسواک کے ریشہ سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا لاشتراک العلۃ۔

২. কানযুদ্দাকায়েক পৃ: ৬৮
৩. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ২০৮
৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২০২

নাবালেগকে রোজার ফিদিয়া দেয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- কোনো ব্যক্তি যদি রমজানের রোজা রাখতে অক্ষম হয় এবং এর পরিবর্তে কোনো নাবালেগ বাচ্চাকে ফিদিয়া হিসেবে খানা খাওয়ায় তাহলে ফিদিয়া আদায় হবে কি?

উত্তর :- যে নাবালেগকে ফিদিয়া হিসেবে খানা খাওয়াবে তার বয়স যদি বালেগের কাছাকাছি হয়, তাহলে ফিদিয়া আদায় হবে। এর চেয়ে কম বয়সের হলে ফিদয়া আদায় হবে না।

সূত্র :-

১. আল বাদায়ে খ: ৬ পৃ: ৩৮৩

لو غدى عشرة مساكين وعشاهم وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز... حتى لوكان مراهقا جاز، لأن المراهق يستوفي الطعام.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ৩ পৃ: ৪৭৮
৩. আল বাহরুর রায়েক খ: 4 পৃ: ১০৯
৪. ফাতাওয়াস সিরাজিয়া পৃ: ৫৯
৫. আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ খ: ২ পৃ: ৮৯
৬. ফাতাওয়ান নাওয়াযিল পৃ: ২৪৫
৭. আন নাহরুল ফায়েক খ: ২ পৃ: ৪৫৯

কোন্ ব্যক্তির জন্য রোজা না রেখে ফিদিয়া দেয়া জায়েয

প্রশ্ন :- একজন মানুষ কোন পর্যায়ে পৌঁছলে রোজা না রেখে ফিদিয়া দিতে পারবে? আর ফিদয়া কখন আদায় করতে হবে রমজানের পূর্বে নাকি রমজানের মধ্যে?

উত্তর :- যখন কোনো ব্যক্তি বার্ধক্য অথবা অসুস্থতার কারণে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, বর্তমানে সে রোজা রাখতে অক্ষম এবং ভবিষ্যতেও রোজা রাখতে পারবে বলে আশা করা যায় না, তখন এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করা বৈধ হবে।

আর ফিদিয়া আদায়ের নিয়ম হল, প্রতিদিন প্রতি রোজার ফিদিয়া আদায় করে দেয়া। অবশ্য পূর্ণ রমজানের ফিদিয়া, রমজানের শুরুতে অথবা শেষ দিকে আদায় করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু রমজানের পূর্বে ফিদিয়া আদায় করার দ্বারা তা আদায় হবে না।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪২৭

(قوله وللشيخ الفاني) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء، ولذا عرفوه بأنه الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت نهر، ومثله ما في القهستاني عن الكرماني: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهــ وكذا ما في البحر: لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر؛ لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء.

২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২০৭

فالشيخ الفاني الذي لايقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية،... وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت كذا في البحر الرائق، ...ولوقدر على الصيام بعدما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم.

৩. আন নাহরুল ফায়েক খ: ২ পৃ: ৩২

ثم إن شاء أعطاها في أول رمضان بمرة أو شاء أخرها إلى آخره.

৪. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৬৩১

৫. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ২ পৃ: ৫৬৭

৬. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ২৬৬

৭. উমদাতুল ফিকহ খ: ৩ পৃ: ২৬৬

৮. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৮৯

রোজা অবস্থায় এন্ডোস্কপি করা ও ঢুস দেয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- রোজা অবস্থায় এন্ডোস্কপি করা হলে রোজা ভেঙ্গে যাবে কি? রোজা অবস্থায় ঢুস ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর :- এন্ডোস্কপি করার জন্য মুখ দিয়ে পাইপ ঢুকানোর কারণে রোজা নষ্ট হয় না। তবে যদি কোনো মেডিসিন বা স্যাভলনের পানি দ্বারা পাইপ সিক্ত থাকে, তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। এমনিভাবে এন্ডোস্কপি করার পূর্বে যদি গলা অবশের জন্যে মুখে স্প্রে করা হয় তাহলেও রোজা ভেঙ্গে যাবে।

ঢুস ব্যবহারের দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে।

সূত্র :-

১. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ২৭৯

وفي الظهيرية: ولو أدخل خشبة أو نحوها وطرفا منها بيده لم يفسد صومه، قال في البدائع : وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط لفساد الصوم، وكذا لو أدخل أصبعه في إسته أو أدخلت المرأة في فرجها هو المختار، إلا إذا كانت الأصبع مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن.

২. কানযুদ্দাকায়েক পৃ: ৬৯

وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر.

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৬০৭

وكذا قالوا فيمن ابتلع لحماً مربوطاً على خيط ثم انتزعه من ساعته أنه لايفسد وإن تركه فسد ...... وهذا يدّل على ان استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم.

৪. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪০২
৫. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খ: ১ পৃ: ১৮৬
৬. ফাতাওয়া ওয়াল ওয়ালিজিয়্যা খ: ১ পৃ: ২১৯
৭. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ২ পৃ: ৫৫৪-৫৫৬
৮. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৩৮০

মান্নতের রোজা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- কেউ যদি এভাবে মান্নত করে যে, আমার ছেলে সুস্থ হলে আমি এক মাস রোজা রাখব। এই এক মাসের রোজা কি একাধারে রাখা জরুরী?

উত্তর :- মান্নতের সময় রোজার দিন-তারিখ নির্ধারণ ও একাধারে রোজা রাখার শর্ত বা নিয়ত না করে থাকলে উক্ত এক মাসের রোজা একাধারে রাখা জরুরী নয়।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৬ পৃ: ৩৬১

ثم في النذر المضاف إلى وقت مبهم إذا عيّن شهرا للصوم فهو بالخيار، إن شاء تابع، وإن شاء فرق.

২. ফাতহুল কাদীর খ: ৫ পৃ: ৮৮

إذا نذر شهرا فإما بعينه كرجب وجب التتابع ... وإن بغير عينه كشهر إن شاء تابعه وإن شاء فرقه.

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৩৫

৪. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৪০ পৃ: ১৬৬

৫. ফাতাওয়া দারুল উলুম (জাদীদ) খ: ১২ পৃ: ১৬৮

মান্নতের রোজা রাখতে অপারগ হলে করণীয়

প্রশ্ন :- কেউ যদি রোজার মান্নত করার পর রোজা রাখতে অপারগ হয়ে যায়, তাহলে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে নাকি কাফফারা?

উত্তর :- কোনো ব্যক্তি রোজার মান্নত করার পর রোজা রাখতে অপারগ হয়ে গেলে তার উপর রোজার ফিদিয়া ওয়াজিব হবে। যদি নির্দিষ্ট দিনের রোজার মান্নত করে থাকে, আর কোন কারণে সেদিন রোজা রাখতে না পারে তাহলে সক্ষম হওয়ার পর সে রোজাটি কাযা করতে হবে। অন্যথায় ফিদিয়া আদায়ের জন্য ওসিয়ত করে যেতে হবে।

তবে যদি রোজা রাখার দিন-তারিখ অনির্দিষ্ট থাকে, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে যে কোন সময় তা আদায় করে নিলেই হবে। কোন কারণে মৃত্যুর আগে আদায় করা না হলে ফিদিয়া আদায়ের ওসিয়ত করে যাওয়া আবশ্যক। তবে কেউ যদি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তার রোজা রাখার মত

শক্তি অর্জিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাহলে সে জীবদ্দশায়-ই ফিদিয়া আদায় করে দিবে। অন্যথায় ওসিয়ত করে যাবে।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত কোন অবস্থাতেই কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৬ পৃ: ৩৫৩

ثم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة إنما يجب عند الإمكان، فأما عند التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه ... حتى لونذر الشيخ الفاني بالصوم يصح نذره وتلزمه الفدية.

২. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৪৩৮

نذر صوم رجب، فدخل وهو مريض، أفطر وقضى.

৩. ইমদাদুল মুফতীন পৃ: ৪৯৭

৪. ফাতাওয়া দারুল উলুম ৬ পৃ: ৪১১

রোজা অবস্থায় ইনসুলিন ইনজেকশন বা স্যালাইন দেয়া

প্রশ্ন :- রোজা অবস্থায় শরীরে ইনসুলিন বা ইনজেকশন পুশ করলে অথবা স্যালাইন ইনফিউশন করলে রোজা ভঙ্গ হবে কি? রোজা অবস্থায় গ্লুকোজ জাতীয় ইনজেকশন নেয়ার হুকুম কী?

উত্তর :- রোজা অবস্থায় ইনসুলিন নিলে অথবা গোশতে বা রগে ইনজেকশন বা স্যালাইন পুশ করলে রোজা ভাঙবে না। তবে (কোন ওজর ছাড়া) রোজার কারণে শরীরে স্বাভাবিক যে দুর্বলতা আসে তা দূর করার জন্য গ্লুকোজ জাতীয় ইনজেকশন নেয়া মাকরূহ।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৬৩৮

وأما الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول، فقد قال أبو حنيفة: إنه يكره، وقال أبو يوسف: لا يكره.

২. রদ্দুল মুহতার খ: ২ পৃ: ৩৯৫

(قوله وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن .....قال ف النهر لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৩৩৫
৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ১৪৪
৫. ইমদাদুল মুফতীন পৃ: ৪৯২-৪৯৩
৬. কিফায়াতুল মুফতী খ: ৪ পৃ: ২৫৩
৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪২২

রোজা অবস্থায় কানের ছিদ্রে তেল পানি বা ওষুধ প্রবেশ করানো

প্রশ্ন :- রোজা অবস্থায় কানের ছিদ্রে পানি ঢুকলে অথবা পানি, তেল বা ওষুধ ইত্যাদি প্রবেশ করালে রোজা ভাঙবে কি? এক্ষেত্রে পানি, তেল ও ওষুধের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর :- রোজা অবস্থায় কানের ছিদ্রে তেল বা ওষুধ প্রবেশ করালে সাধারণভাবে ফুকাহায়ে কেরাম এতে রোজা ভেঙ্গে যাবে বলে উল্লেখ করেছেন। আর কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে রোযা না ভাঙ্গার কথাও বলেছেন। এমনিভাবে ইচ্ছাকৃত কানে পানি প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রেও ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে উভয় মাসআলায়ই রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার মত গ্রহণ করা অধিক সতর্কতা

উল্লেখ্য, অনিচ্ছাকৃত কানে পানি ঢুকে গেলে কারো মতেই রোজা ভাঙবে না।

সূত্র ঃ-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৩৯৬

(أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله) على المختار، كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا، (أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة) لانه تبع لريقه، ولو قدرها أفطر كما سيجئ، (أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه) يعني ولم يصل إلى جوفه، أما إذا وصل...

قال الشامي تحت قوله: (وإن كان بفعله) اختاره في الهداية والتبيين وصححه في المحيط.

وفي الولوالجية أنه المختار، وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد، وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن، ومثله في البزازية، واستظهره في الفتح والبرهان. شرنبلالية ملخصا.

والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء.

২. আল হিদায়া খ: ১ পৃ: ২২০
৩. আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ১ পৃ: ৩৯২
৪. কিতাবুল ফিকহ আলাল মাজাহিবিল আরবাআ খ: ১ পৃ: ৫১৪
৫. ইলাউস সুনান খ: ৯ পৃ: ১৪৬

অধ্যায়
যাকাত

প্রশ্ন :- ব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের একাউন্ট সিস্টেম রয়েছে। যেমন: কারেন্ট একাউন্ট, সেভিং একাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি। এসব একাউন্টে জমাকৃত অর্থের যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর :- ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যে কোন ধরনের একাউন্ট, যেমন: কারেন্ট (চলতি হিসাব), সেভিং (সঞ্চয়ী হিসাব), ফিক্সড ডিপোজিট (মেয়াদী হিসাব), লকার, ডি.পি.এস, এফ.ডি.আর ইত্যাদি সব একাউন্টে রাখা সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

সূত্র :-

১. আল হিদায়া খ: ১ পৃ: ১৮৭

ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل.

২. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ১৭৬

قال ابن الهمام في فتح القدير: قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة ....ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول.

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৭৫

৪. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং ১০৩৫১ খ: ৬ পৃ: ৪৮৫

৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ২০৭

৬. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ২৬৭

৭. কিতাবুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৩২৬

৮. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৯ পৃ: ৩৩৪

৯. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৭ পৃ: ১৭৬

১০. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ৩ পৃ: ৫০৫

ল্যান্ড ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমির যাকাত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির মালিকানায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক জমি আছে। সেসব জমির যাকাত দিতে হবে কি? অনেক বড় বড় প্রপার্টিজ কোম্পানী আছে যারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে শত শত বিঘা জমি কিনে রাখে। তাদের এসকল জমির যাকাত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয় তাহলে তারা কোন্ মূল্য হিসেবে যাকাত দিবে- ক্রয়মূল্য হিসেবে নাকি বর্তমান বাজারমূল্য হিসেবে?

উত্তর : সাধারণত জমি যাকাতযোগ্য কোন সম্পদ নয় যতক্ষণ না তা ব্যবসার মালে পরিণত হয়। জমি ব্যবসার মালে পরিণত হয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ বিক্রি করে লাভ করার উদ্দেশ্যে) ক্রয় করার মাধ্যমে। অতএব বসবাসের জমি, ফসলি জমি, বাড়ী বা ইন্ডাস্ট্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পড়ে থাকা পৈতৃক জমি বা ঐ সকল জমি যেগুলো ক্রয়ের সময় ক্রেতার উদ্দেশ্য বিক্রি করে লাভ করা ছিল না– এসব জমির মূল্যের উপর যাকাত আসবে না। তবে এসবের কারণে হজ্ব ফরজ হবে এবং কুরবানী ও সদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে।

আর যেসব জমি বা প্লট ব্যবসার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ বিক্রি করে লাভ করার উদ্দেশ্যে) ক্রয় করা হয় সেগুলোর উপর যাকাত আসবে। চাই তা একক মালিকানায় হোক বা সম্মিলিত মালিকানায়। অতএব, প্রপার্টিজ কোম্পানীগুলোর ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিনে রাখা জমির উপর যাকাত আসবে; তারা প্রতি বছর জমির যে বাজারমূল্য থাকে সে হিসেবে সে বছর যাকাত আদায় করবে।

সূত্র :-

১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং ১০৫৬৩, ১০৫৫৯ খ: ৬ পৃ: ৫২৬

عن إبراهيم: قال : كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبنا أو طينا.

عن الحسن: في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة؟ فقال: يزكيه بقيمته يوم حلت.

২. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৪১৫-১৬

وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها مالم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء. —بعد صفحة— وسواء كان مال التجارة عروضا أو عقارا... الخ.

৩. আল মাবসূত খ: ২ পৃ: ২৭৫

(وإن اشترى دارا للتجارة فحال عليها الحول زكاها من قيمتها) لأنه ما تعلق برقبة الدار حق آخر لله تعالى، وهي وسائر العروض سواء.

৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৭৯

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية،

ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين، وتعتبر القيمة عند حولان الحول.

৫. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ২ পৃ: ৭০৭,৭১১

والعقار الذى يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه بالاتفاق حكم السلع التجارية، ويزكي زكاة عروض التجارة.

يقوم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها.

৬. রদ্দুল মুহতার খ: ২ পৃ: ২৮৫
৭. আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ৩ পৃ: ৪৮৪

ক্রয়কৃত শেয়ারের যাকাত

প্রশ্ন :-শেয়ারহোল্ডারগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে থাকেন। কেউ কোম্পানীর বার্ষিক ডিভিডেন্ড গ্রহণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করেন, আবার কেউ ক্যাপিটাল গেইন তথা শেয়ার কেনা-বেচা করে লাভবান হওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে থাকেন। এসব শেয়ারের উপর যাকাত

আসবে কি? যদি যাকাত আসে তাহলে তারা শেয়ারের কোন ভেলু (মূল্য) হিসেবে যাকাত দিবেন ফেসভেলু (গায়ের মূল্য) নাকি মার্কেট ভেলু (বাজারমূল্য)?

উত্তর :- শেয়ার যেহেতু কোন বাণিজ্যিক কোম্পানীর অংশ বিশেষের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে তাই সব ধরনের শেয়ারের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ারের মার্কেট-ভেলু (বাজার-মূল্য) হিসেবে যাকাত আদায় করবেন। ক্যাপিটাল গেইন তথা শেয়ার বেচাকেনা করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে শেয়ার কেনা হলে সম্পূর্ণ শেয়ারেরই বাজারমূল্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে। আর কোম্পানীর বার্ষিক ডিভিডেন্ড (মুনাফা) গ্রহণের উদ্দেশ্যে শেয়ার কেনা হলে শুধু কোম্পানীর যাকাতযোগ্য সম্পদের পার্সেন্ট জেনে সে অংশের যাকাত দিবে। আর এটা জানা সম্ভব না হলে সতর্কতামূলক সম্পূর্ণ শেয়ারের যাকাত আদায় করবে।

অবশ্য, শেয়ার যদি কোন বাণিজ্যিক কোম্পানীর না হয়ে কোন সার্ভিসেস, ট্রান্সপোর্ট কিংবা ঠিকাদার বা ইজারাদার কোম্পানীর হয়, তাহলে শুধু লাভের যাকাত দিতে হবে। মূল শেয়ারের যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি এ জাতীয় কোম্পানীর মূলধনের কোন অংশ রিজার্ভ ফান্ড হিসাবে থাকে এবং সেটাসহ-ই শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, তাহলে সে অংশের টাকা যাকাতের আওতায় আসবে।

সূত্র :-

১. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ২ পৃ: ৬৮২

وأما الأسهم: فتجب زكاتها أيضاً بحسب قيمتها الحقيقية في البيع والشراء، كزكاة العروض التجارية، أي تؤدى زكاتها على رأس المال مع أرباحها في نهاية العام بنسبة (٢،٥% في المئة) إذا كان الأصل والربح نصاباً أو يكمل مع مال مالكها نصاباً، ويعفى الحد الأدنى للمعيشة إذا لم يكن لصاحب الأسهم مورد رزق آخر سواها، كأرملة ويتيم ونحوهما. هذا في الشركات التجارية، أما في الشركات الصناعية كشركات السكر والنفط ونحوها كالمطابع والمصانع، فتقدر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المباني والآلات وأدوات الإنتاج.

২. আল হিদায়া খ: ১ পৃ: ১৯৫

الزكاة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت، إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب.

৩. আল-মুআমালাতুল মালিয়্যাতুল মুআসিরা পৃ: ৩৭২-৩৭৩
৪. ইমদাদুল আহকাম খ: ২ পৃ: ৯৭
৫. ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারত পৃ: ১১২-১১৪
৬. কিতাবুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ২৬৮
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৯ পৃ: ৪১৯
৮. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৭ পৃ: ১৫১,১৭৬
৯. তিজারতী কোম্পানী কা লায়েহায়ে আমল পৃ: ৭৪-৭৬

ফ্ল্যাটের যাকাত

প্রশ্ন :-অনেক ডেভেলপার কোম্পানী আছে যারা ফ্ল্যাট বানিয়ে রেডি-ফ্ল্যাট বিক্রি করে। আবার অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা ফ্ল্যাট বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট কিনে রাখে। কেনার সময় তাতে বসবাস বা ভাড়া দেয়ার নিয়ত থাকে না। এসব ফ্ল্যাট কি ব্যবসার মাল বলে গণ্য হবে? এবং এসবের উপর কি যাকাত আসবে?

উত্তর :- এসব ফ্ল্যাট উভয় সূরতেই ব্যবসার মালের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং প্রতি বছরের বাজারমূল্য হিসেবে এগুলোর যাকাত দিতে হবে।

সূত্র :-

১. আল মাবসূত খ: ২ পৃ: ২৭৫

وإن اشترى دارا للتجارة فحال عليها الحول زكاها من قيمتها.

২. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতাহু খ: ২ পৃ:৭০৭

والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه بالاتفاق حكم السلع التجارية، ويزكي زكاة عروض التجارة.

৩. আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ৩ পৃ: ৪৮৩-৪৮৪
৪. আহসানুল ফাতাওয়া খ: 4 পৃ: ২৯৯

অমুসলিমকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে অনেক গরীব হিন্দু আছে। যাকাত দেয়ার সময় হলে গরীব মুসলমানদের সাথে তারাও এসে যাকাত নেয়ার জন্য ভিড় করে, এসব গরীব হিন্দুদেরকে যাকাতের টাকা বা কাপড় দেয়া যাবে কি?

উত্তর : কোন অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে তারা অভাবী হলে তাদেরকে নফল দান বা সাহায্য করা যাবে।

সূত্র :-

১. সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৩৯৫

(فی حديث معاذ) تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

২. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৪৮০

ومنها أن يكون مسلما، فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف، لحديث معاذ رضي الله عنه «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم، وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم.

وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة، وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة و محمد: يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز وهو قول زفر والشافعي.

৩. মারাকিল ফালাহ পৃ: ৭২০

ولا يصح دفعها لكافر.

৪. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৩৫১

ولا تدفع إلى ذميّ لحديث معاذ، وجاز دفع غيرها، وغير العشر والخراج، ... ولو واجبا كنذر و كفارة وفطرة خلافا للثاني وبقوله يفتى (حاوي القدسي).

৫. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৮৮

وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق، ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق، واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي. وأما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع، ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج.

৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৮৩

৭. ইমদাদুল আহকাম খ: ২ পৃ: ৪৭-৪৯

৮. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ২১১

অমুসলিমকে সদকায়ে ফিতির দেয়া

প্রশ্ন : কোন অমুসলিমকে ওয়াজিব সদকা, যেমন- সদকায়ে ফিতির, মান্নত, কাফফারা ইত্যাদি দেয়া যাবে কি?

উত্তর : অমুসলিমকে ওয়াজিব সদকা দিলে আদায় হবে, তবে সতর্কতা হল ওয়াজিব সদকা তাদেরকে না দিয়ে মুসলমানকে দেয়া।

সূত্র :-

প্রাগুক্ত

যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকার

প্রশ্ন :-যাকাতযোগ্য সম্পদ কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর :-সহজে বুঝার জন্য যাকাতযোগ্য সম্পদকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করা যায়। যথা :

১. স্বর্ণ (মুদ্রা, অলংকার, তৈজসপত্র যে কোন আকারে হোক না কেন)

২. রূপা (মুদ্রা, অলংকার, তৈজসপত্র যে কোন আকারে হোক না কেন)

৩. টাকা-পয়সা (বন্ড, ডিবেঞ্চার, সঞ্চয়পত্র যে কোন আকারে হোক না কেন)

৪. ব্যবসার মাল অর্থাৎ যে জিনিস বিক্রি করে লাভ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় অথবা বানানো হয় কিংবা এ জাতীয় জিনিস বানানোর জন্য যে সকল কাঁচামাল ক্রয় করে রাখা হয়। যেমন- রোলিং মিলের গর্দা, সুতার মিলের তুলা ইত্যাদি।

৫. সায়েমা জানোয়ার অর্থাৎ যেসব প্রাণী (উট, গরু, ছাগল) বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ময়দানে চরে-ফিরে খায়, সেগুলোর খাবার মালিককে সংগ্রহ করতে হয় না।

এই পাঁচ প্রকারের বাইরে অন্য কোন সম্পদের উপর যাকাত আসবে না। অতএব, বসবাসের ফ্ল্যাট-বাড়ী, বাড়ীর আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহারের গাড়ী, সাধারণ জমি, ফসলি জমি, পেশাজীবির পেশার যন্ত্রপাতি, কল-কারখানার জমিন, মেশিনারিজ, মালিকানাধীন দোকান ইত্যাদির উপর যাকাত আসবে না।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ১৩৫

٣٩٣٩ : وفي المنافع: والأموال النامية التي هي سبب لوجوب الزكاة قسمان: السائمة وأموال التجارة، و أموال التجارة قسمان: مال التجارة وضعا و هو الحجران، ومال التجارة جعلا وهو كل ما يشترى للتجارة.

২. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ২ পৃ: ৬৬৮

নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার অর্থ

প্রশ্ন :- নেসাবের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার অর্থ কী? ব্যবসার মালের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিদিনই দোকানে নতুন নতুন মাল আসছে, আবার বিক্রি হচ্ছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত করে কোন্ মালের উপর বছর অতিবাহিত হয়েছে আর কোন্ মালের উপর হয়নি এটা বের করা খুবই মুশকিল। এর সমাধান কী?

উত্তর :- নেসাবের মালিক হওয়ার পর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল: উক্ত নেসাবের উপর চান্দ্রবর্ষ হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হওয়া। তবে এই এক বছর অতিবাহিত হওয়ার অর্থ হল: বছরের শুরু এবং শেষে নেসাব পরিমাণ অর্থ থাকা। অর্থাৎ কেউ নেসাবের মালিক হওয়ার পর যেদিন চান্দ্রবর্ষ হিসেবে এক বছর পূর্ণ হবে সেদিনও তার কাছে নেসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ থাকা। এভাবে সামগ্রিক বিবেচনায় নেসাবের উপর বছর পূর্ণ হলেই যাকাত ফরজ হবে; যাকাত

ফরজ হওয়ার জন্য পৃথকভাবে প্রত্যেক মালের উপর বছর পূর্ণ হওয়া লাগবে না। অতএব, নেসাবের মালিক হওয়ার পর সে নেসাবের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগেও যদি কোন সম্পদ আসে তাহলে নেসাবের সাথে মিলিয়ে তারও যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, বছরের মাঝখানে নেসাবের চেয়ে সম্পদ কমে গেলে ক্ষতি নেই, বছর শেষ হওয়ার দিন নেসাব পূর্ণ থাকলেই চলবে।

সূত্র :-

১. আল বিনায়া খ: ৩ পৃ: ৩৮৬

(وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة)، ش: أي فيما بين طرفي الحول إلخ.

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ২ পৃ: ৪০৪

৪. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৩০২

৫. শরহে মুখতাসারুত তাহাবী খ: ২ পৃ: ৩৩৭

যাকাতের নেসাব থেকে ব্যাংকের লোন (ঋণ) বাদ দেয়া

প্রশ্ন :- যাকাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হল কারো ঋণ থাকলে ঋণ পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নেসাবের যাকাত দেয়া। কিন্তু আজকাল বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ বিভিন্ন সুবিধার্থে ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা লোন (ঋণ) নিয়ে থাকেন। যেসব লোন তাদের যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হলে তাদের উপর যাকাতই আসবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারাই যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবেন। উদাহরণত : এক ব্যক্তির কাছে পাঁচ কোটি টাকার যাকাতযোগ্য সম্পদ আছে। সে ব্যাংক থেকে তার শিল্প-কলকারখানার কাজে দশ কোটি টাকা লোন (ঋণ) নিয়েছে। এ টাকা দিয়ে সে ফ্যাক্টরির জন্য একশ বিঘা জমি কিনে ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেছে এবং পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল খরিদ করেছে। এক্ষেত্রে তার ব্যাংক-লোন তার যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ। যা তার নেসাব থেকে বাদ দেয়া হলে তার উপর যাকাতই আসবে না। এখন জানার বিষয়, মানুষের সাধারণ ঋণের মত; বড় বড় ব্যবসায়ীদের এ জাতীয় শিল্প বা বাণিজ্যিক লোন যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়ার বিধান আছে কি?

উত্তর :- শিল্প বা বড় ধরনের বাণিজ্যিক স্বার্থে যে লোন নেয়া হয় তা যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে দেখতে হবে যে, এ লোনের টাকা কোন্ কাজে খরচ করা হয়েছে, যদি তা দিয়ে যাকাতযোগ্য জিনিস খরিদ করা হয়, যেমনঃ ব্যবসার মাল বা কলকারখানার কাঁচামাল ইত্যাদি সে ক্ষেত্রে উক্ত টাকা যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে। আর যদি এ লোনের টাকা যাকাতযোগ্য সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা হয়, যেমন : কারখানার জমি, মেশিনপত্র ইত্যাদি তাহলে সে লোনের টাকা যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে না। এ লোন থাকা অবস্থায় তাকে যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

সূত্র :-

১. ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারত পৃঃ ১১৪
২. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু খঃ ৮ পৃঃ ৪৩৯
৩. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খঃ ২ পৃঃ ৬৬-৬৭

যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসায় কিতাব কিনে দেয়া

প্রশ্ন :- যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসায় কিতাব কিনে দিলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর :- যাকাতের টাকা দিয়ে কোন মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পাঠাগারে কিতাব কিনে দিলে এর দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। অবশ্য যদি যাকাতের টাকা দিয়ে কিতাব কিনে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়– অতঃপর সে ব্যক্তি নিজে পড়ে বা কোন পাঠাগারে দিয়ে দেয় তাহলে এর দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খঃ ২ পৃঃ ৩৪৪-৪৫

ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة، كما مر لا يصرف إلى بناء نحو مسجد ... أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء. وفي الشامية : (قوله : نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

২. ফাতাওয়া আলমগীরী খঃ ১ পৃঃ ১৮৮

অধ্যায়

হজ্ব

ইদ্দত চলাকালীন হজ্বে যাওয়া

প্রশ্ন :- হজ্বের টাকা জমা দেয়ার পর যদি কোনো মহিলার স্বামী মারা যায় এবং ইদ্দত পালনকালে হজ্ব না করলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে সে কী করবে? এ বছর হজ্বে যাবে নাকি বিরত থাকবে?

উত্তর :- স্বামীর ইন্তেকালের পর (৪ মাস ১০ দিন) ইদ্দত পালন করা কুরআনের অকাট্য বিধান। ইদ্দতকালে হজ্বের সফর নিষিদ্ধ। অতএব উক্ত মহিলা এ বছর হজ্বে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে হজ্বে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে অন্য কোন মাহরামের সাথে হজ্ব পালন করবে। সামর্থ্য না থাকলে হজ্বে যাওয়া বা ওসিয়ত করার যিম্মাদারী থাকবে না।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৬৫

و(مع عدم عدة إلخ) أي فلايجب عليها الحج إذا وجدت ... وذكر ابن أمير حاج أنه شرْط الأداء وهو الأظهر.

২. মাবসূতে সারাখসী খ: ৬ পৃ: ৪২

قال (ولا ينبغي للمعتدة أن تحج ولا تسافر مع محرم وغير محرم على ما مرّ) وفي الكتاب قال بلغنا: عن عمر بن الخطاب أنه ردّ المتوفى عنها زوجها من ذي الحليفة، وعن ابن مسعود أنه ردّهن من قصر النجف ... فدل أن المعتدة تمنع من ذلك.

৩. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ খ: ২৯ পৃ: ৩৫২

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز خروج المعتدّة من وفاة إلى الحجّ لأنّ الحجّ لا يفوت، والعدّة تفوت.

৪. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৩ পৃ: ৫৬-৫৭

৫. ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া খ: ৮ পৃ: ৬১,৬৩

৬. আশরাফুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৪৪১

৭. ফাতাওয়া মুফতী মাহমুদ খ: ৩ পৃ: ৫৪৪

মাহরাম ছাড়া হজ্বে যাওয়া

প্রশ্ন :- একজন মহিলা মাহরামসহ হজ্বে যাওয়ার জন্য টাকা জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করেছে। ঘটনাক্রমে হজ্বে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তার মাহরাম ইন্তেকাল করে এবং সে অন্য কোন মাহরামেরও ব্যবস্থা করতে পারছে না। এখন এ মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া হজ্বে যাওয়া বৈধ হবে কি?

উত্তর :- উক্ত মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া হজ্বে যাওয়া জায়েয হবে না। চাই হজ্বের জন্য ব্যয়কৃত টাকার আংশিক গচ্ছা যাক বা পুরোটাই গচ্ছা যাক। পরবর্তীতে মাহরাম পাওয়া গেলে এবং হজ্ব করার মত টাকা-পয়সা থাকলে মাহরামের সাথে হজ্ব আদায় করে নিবে। আর মাহরাম না পাওয়া গেলে তার পক্ষ থেকে হজ্ব করানোর জন্য ওসিয়ত করে যাবে। অবশ্য টাকা-পয়সা না থাকলে ওসিয়ত করাও জরুরী নয়।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩০০৬

عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৬৫

إنّ وجود الزوج أو المحرم شرط وجوبٍ أم شرط وجوب أداء؟ والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء، فيجب الإيصاء إنْ منع المرض أو خوف الطريق أو لم يوجد زوج ولامحرم.

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৩ পৃ: ৫৬

৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ২১৮
৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ৩১৪
৬. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৪৭৪
৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৫২২
৮. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৩৩০

আসরের পর তাওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায়

প্রশ্ন :- কেউ আসরের পর তাওয়াফ করলে মাগরিবের পূর্বে তাওয়াফের ওয়াজিব দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে পারবে কি? যদি না পারে তাহলে এ দুই রাকাত কখন আদায় করবে?

উত্তর :- আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তাই এ সময় তাওয়াফের দুই রাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং মাগরিবের ফরজের পর সুন্নতের পূর্বে তা আদায় করে নিবে।

সূত্র :-

১. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ১৫৭

(ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب ثم ركعتي الطواف) لكونهما واجبتين ولسبق تعلقهما بالذمة قبل السنة (ثم سنة المغرب).

২. তানবীরুল আবছার খ: ১ পৃ: ৩৭৪-৭৫

وكره نفل وكل ما كان واجبا لغيره كمنذور وركعتي طواف...بعد صلاة فجر وعصر ...وقبل مغرب.

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ১ পৃ: ৩৭৫-৩৭৬

(قوله: ركعتي طواف): ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحا، ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ ابن عفراء: إنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل، فسئل عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب.

(قوله : لكراهة تأخيره) ... وبقي ركعتا الطواف فتكره أيضا كما صرح به في الحلية، ويفهم من كلام المصنف أيضا، فإن قوله "وقبل صلاة مغرب" معطوف على قوله بعد طلوع فجر، فيكره في الثاني جميع ما يكره في الأول، نعم صرح في شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة العصر يصلي ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة.

৪. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ২ পৃ: ১৬

١٥٢٤ : ولايجوز ركعتا الطواف في هذين الوقتين و في الولواجية: ويكره ركعتا الطواف قبل طلوع الشمس وبعد العصر و لايكره الطواف في هذين الوقتين هو الصحيح.

৫. গুনইয়াতুন নাসিক পৃ: ১১৬
৬. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৫২৭
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৩৪৮

তাওয়াফ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের নামাজ শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন :- যদি তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে আসরের নামায শুরু হয়ে যায় তাহলে সে কী করবে? জামাতে শরীক হবে, না তাওয়াফের দুই রাকাত পড়বে? যদি জামাতে শরীক হয় তাহলে তাওয়াফের দুই রাকাত কখন পড়বে?

উত্তর :- যদি তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে আসরের নামাযের জামাত শুরু হয়ে যায় তাহলে সে আসরের জামাতে শরীক হবে। মাগরিবের ফরজের পর সুন্নতের পূর্বে তাওয়াফের দুই রাকাত নামায পড়ে নিবে। যদি জামাতে শরীক না হয়ে উক্ত দুই রাকাত পড়ে তাহলে তা মাকরূহে তাহরীমী হবে।

সূত্র :-

১. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ১৫৮

(ويجب عليه قطعها –ركعتي الطواف–) ... (وشروع الإمام) ... (في المكتوبة) لما ورد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ... واعلم، أنه صرح الطحاوي وغيره بكراهة أداء ركعتي الطواف في الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ونقل عن مجاهد والنخعي وعطاء جواز أدائها بعد العصر، قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، أي قبل احمرار آثارها، قال الطحاوي وإليه نذهب.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৩৪৮

বিধর্মীর টাকা দিয়ে হজ্ব পালন

প্রশ্ন :- কোন বিধর্মী যদি কাউকে হজ্ব করার জন্য টাকা দেয় তাহলে সে টাকা দিয়ে হজ্ব করা যাবে কি?

উত্তর :- কোন বিধর্মী যদি পুণ্যের কাজ মনে করে কাউকে হজ্ব করার জন্য টাকা প্রদান করে তাহলে তার টাকা দিয়ে হজ্ব করা যাবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ৬ পৃ: ১৩২

(تحت الباب الثامن في وصية الذمي و الحربي) ولو أوصى بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبنى به مسجد للمسلمين، إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية، وتعتبر تمليكا لهم، وكانوا بالخيار إن شاؤوا حجوا به و بنوا المسجد، و إن شاؤوا لا.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৩১০

মহিলাদের হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

প্রশ্ন :- মহিলাদের উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে? কোন বিশ্বস্ত মহিলা মাহরামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে কি?

উত্তর :- পুরুষের উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, মহিলার উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্যও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। তবে

মহিলাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরো দু'টি শর্ত রয়েছে। নিম্নে সবগুলো শর্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল :

১. মুসলমান হওয়া।

২. প্রাপ্তবয়স্ক বা বালেগ হওয়া।

৩. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া (অর্থাৎ পাগল না হওয়া)।

৪. আজাদ হওয়া (গোলাম-ক্রীতদাস না হওয়া)।

৫. শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া (অর্থাৎ অন্ধ, খোঁড়া বা অসুস্থ না হওয়া)।

৬. যাতায়াত ও মক্কা মুকাররামায় অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থকড়ি থাকা।

৭. যাতায়াতের পথ নিরাপদ হওয়া।

৮. ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা থাকা।

আর মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত শর্ত দু'টি হল :

১. মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা কোন মাহরাম-আত্মীয় (যার সাথে বিবাহ হারাম) সফরসঙ্গী হিসেবে থাকা আবশ্যক।

২. মহিলারা তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত পালনরত অবস্থায় না থাকা।

আর হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মহিলা যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন, সে অন্য কোন মহিলার জন্য মাহরামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না।

সূত্র :-

১. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ৩১৪-৩১৫

(ومحرم أو زوج لامرأة في سفر) أي وبشرط محرم إلى آخره، لما في الصحيحين" لاتسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم "، وزاد مسلم في رواية "أو زوج"، وروى البزار" لاتحج امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة وامرأتي حاجة، قال: ارجع فحج معها"، فأفاد هذا كله أن النسوة الثقات لاتكفي.

২. আল হেদায়া খ: ১ পৃ: ২৩২

৩. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৩ পৃ: ৫৪, ৫৬

৪. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৪৫৮

৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ২ পৃ: ৩

৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৩৩০

তাওয়াফ শুরু করার পর জামাত শুরু হয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন :- তাওয়াফ শুরু করার পর মাঝে কোনো ফরজ নামাজের জামাত শুরু হলে করণীয় কী? জামাতে শরীক হবে নাকি তাওয়াফ পূর্ণ করে পরে নামায পড়বে।

উত্তর :- প্রথমে সে জামাতে শরীক হয়ে নামাজ আদায় করবে। তারপর তাওয়াফের বাকী চক্কর আদায় করবে। আর যেহেতু তাওয়াফের মাঝে দীর্ঘ বিরতি দেয়া মাকরূহ, তাই অবশিষ্ট তাওয়াফ আদায়ে বেশি বিলম্ব করবে না। ফরজ নামাযের পরে সুন্নত থাকলে প্রথমে তাওয়াফ শেষ করবে অতঃপর সুন্নত আদায় করবে।

সূত্র :-

১. মানাসেকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ১৬৫

(وتفريق الطواف) أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا فاحشا، سواء مرة أو مرات لترك الموالاة، لكن قيد الكثرة فظاهره يفيد نفي القلة على ما قدمناه من جواز الشرب.

২. আত তাফসীরুল মাজহারী খ: ৬ পৃ: ৩১৫

والموالاة ليس بشرط في الطواف إجماعاً، بل هو سنة، روى سعيد بن منصور عن ابن عمر: أنه طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على مامضى من طوافه، وكذا روى عبد الرزاق.

৩. গুনইয়াতুন নাসিক পৃ: ১২৬

কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব

প্রশ্ন :- হজ্বের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব কি না?

উত্তর :- হানাফী মাযহাবমতে কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর মাঝে তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অতএব, ১০ই জিলহজ্ব মুজদালিফা থেকে মিনায় গিয়ে প্রথমে বড় শয়তানকে কঙ্কর মারবে, অতঃপর কুরবানী করবে এরপর মাথা মুণ্ডন করে হালাল হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, এ কুরবানী শুধু কেরান বা তামাত্তু হজ্বকারীর জন্য ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্বকারীর জন্য এ কুরবানী ওয়াজিব নয়। তাই তিনি কঙ্কর মারার পরপরই মাথা মুণ্ডাতে পারবেন। মনে রাখা ভাল, ধনী হওয়ার কারণে যে কুরবানী দেশে বা হজ্বের সফরে দেয়া হয় সেটার সাথে এ মাসআলার কোন সম্পর্ক নেই।

সূত্র :-

১. আল কুরআনুল কারীম-

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم [سورة الحج :]

ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله [سورة البقرة :]

২. তাফসীরে মাজহারী খ: ৬ পৃ: ২৮০

ولفظ 'ثم' يوجب تأخير الحلق والطواف من الذبح، فهو حجة لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال: الترتيب بين الرمي ونحر القارن والحلق واجب، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي.

১. ই'লাউস সুনান খ: ১০ পৃ: ১৬১

(ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) فإن المراد ببلوغ الهدي ذبحه في محله.

৪. মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৩০৫

৫. আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ১৯৮১

৬. জামে তিরমিযী হাদীস নং ৯১২

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা খঃ ৮ পৃঃ ৫৮৬

৮. শরহু মাআনিল আছার খঃ ১ পৃঃ ৪৪৮

ইহরাম অবস্থায় শিকার করা

প্রশ্ন :- ইহরাম অবস্থায় কোন কিছু শিকার করা জায়েয আছে কি? অন্যের শিকার করা পশু খাওয়া যাবে কি? এক্ষেত্রে শিকারকারী মুহরিম বা হালাল হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর :- ইহরাম অবস্থায় কোন বন্যপ্রাণী (যেমন-খরগোশ, হরিণ, বাঘ ইত্যাদি) শিকার করা অথবা কাউকে এ জাতীয় প্রাণী শিকার করার কাজে সহযোগিতা করা জায়েয নেই। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুহরিম ব্যক্তি অন্যের শিকার করা পশু খেতে পারবে।

শর্তগুলো হল :

১. শিকারকারী হালাল (ইহরামমুক্ত) হতে হবে।

২. কোন মুহরিম (ইহরামরত) ব্যক্তি শিকারের নির্দেশ বা শিকার কাজে কোন ধরনের সহযোগিতা না করতে হবে।

৩. হারামের সীমানার[১] বাইরে শিকার করতে হবে।

৪. হারামের সীমানার বাইরে জবাই করতে হবে।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১৮২৪

২. মুসলিম শরীফ,হাদীস নং ১১৯৬

৩. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খঃ ৩ পৃঃ ৫৬৪

---

[১] 'হারাম' বলতে মক্কা শরীফ ও তার চারপাশের কিছু নির্ধারিত এলাকাকে বুঝায় যা অত্যন্ত সম্মানিত। যার সীমানা হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে চিহ্নিত। মক্কা শরীফের চারপাশের সীমানা হল : মক্কা শরীফ থেকে জেদ্দার দিকে 'সুমাইসিয়া' পর্যন্ত দশ মাইল, মদীনা শরীফের দিকে 'তানয়ীম' পর্যন্ত তিন মাইল, 'জিইররানা' পর্যন্ত নয় মাইল, ইরাকের দিকে 'নাখালা' উপত্যকা পর্যন্ত সাত মাইল, তায়েফের দিকে 'আরাফা' পর্যন্ত সাত মাইল, ইয়ামানের দিকে 'ইয়াআতে লাবান' পর্যন্ত সাত মাইল। (মুআল্লিমুল হুজ্জাজ পৃ.৬২)

ولوأصاب الحلال صيدا في الحل وذبحه لابأس للمحرم أن يأكله وفي الهداية ... إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده.

৪. গুন্ইয়াতুন নাসিক পৃ: ২৯২

৫. মুআল্লিমুল হুজ্জাজ পৃ: ২৫৩

ইহরাম অবস্থায় গৃহপালিত পশু জবাই করা

প্রশ্ন :- ইহরাম অবস্থায় গৃহপালিত কোন পশু-পাখি জবাই করা যাবে কি?

উত্তর :- যেসব প্রাণী সাধারণত গৃহে প্রতিপালিত হয়- যেমন: গরু, ছাগল, হাস-মুরগী ইত্যাদি। মুহরিম (ইহরামরত) ব্যক্তির জন্য এসব প্রাণী জবাই করা ও খাওয়া জায়েয। আর যেসব প্রাণী সাধারণত গৃহে প্রতিপালিত হয় না- যেমন: সর্বপ্রকার পাখি, কবুতর, খরগোশ, হরিণ ইত্যাদি। এসব প্রাণী কেউ গৃহে পালন করলেও মুহরিমের জন্য তা জবাই করা জায়েয হবে না।

সূত্র :-

১. আল কুরআনুল কারীম-

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [سورة المائدة :]

২. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৫৫৮, ৫৬৪

٥.١٤ : ولا بأس للمحرم بأن يذبح الشاة والبقر والبعير... م : محرم ذبح بطة من بط الناس أو دجاجة فلا جزاء عليه، قال مشايخنا ماذكر من الجواب في الكتاب محمول على البط الذي يكون في المنازل والحياض ... فأمّا البط الذي يطير فهو صيد يجب على المحرم الجزاء بذبحه.

٥٠٢٧ : وفي شرح الطحاوي: ولو ذبح الأهلي كالدجاج والبط ونحو ذلك مما ليس بوحشي فلا بأس بأكله.

৩. মানাসেকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ৩৫৯

(الصيد هو الممتنع) أي بقوائمه أو جناحيه عن أخذه، (المتوحش من الناس في أصل الخلقة) أي فلا عبرة بالأمر العارض عن الوحشه والأنس.

৪. গুন্ইয়াতুন নাসিক পৃ: ২৮০, ২৮৯

الصيد هو الحيوان المتوحش بأصل الخلقة، فالظبي و الفيل و الحمام المستأنسات صيد، والبعير والبقر والشاة المستوحشات ليست بصيد.

وله ذبح حيوان أهلي وهو شاة..... وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وهو الذي لا يطير، وأما الذي يطير فصيد، فيجب بقتله الجزاء.

৫. মুআল্লিমুল হুজ্জাজ পৃ: ২৫৩

মুজদালিফায় অবস্থানের ওয়াজিব সময়

প্রশ্ন :- মুজদালিফায় অবস্থানের ওয়াজিব সময় কোনটি?

উত্তর :- জিলহজ্বের ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু মুজদালিফায় অবস্থানের মূল সময়। এ সময়ের মধ্যে অল্পক্ষণ অবস্থান করার দ্বারাই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে কোন ওজর ছাড়া সুবহে সাদিকের পূর্বে মুজদালিফা থেকে বের হয়ে গেলে অথবা সূর্যোদয়ের পরে মুজদালিফায় প্রবেশ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না; বরং ওয়াজিব তরকের কারণে দম দিতে হবে।

সূত্র :-

১. গুনইয়াতুন নাসিক পৃ: ১৬৬

وأول وقته طلوع الفجر الثاني يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لايعتد به، وقدر الواجب منه ساعة لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا.

২. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৫২০

٤٩٥٢ : وهذا الوقوف من الواجبات عندنا، وليس بركن حتى لو تركه أصلاً يلزمه الدم، ولكن يجزيه الحج، بخلاف الوقوف بعرفة، وفي التجريد فإن كان به عذر أو خاف الزحام فلا بأس بأن يتعجل بليل، ولا شيء عليه.

৩. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ২১৯

৪. রদ্দুল মুহতার খ: ২ পৃ: ৫১১

নিজের হজ্ব না করে বদলী হজ্ব করা

প্রশ্ন :- যে ব্যক্তি নিজের হজ্ব আদায় করেনি সে অন্যের বদলী হজ্ব আদায় করতে পারবে কি?

উত্তর :- যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ; সে নিজের হজ্ব না করে অন্যের বদলী হজ্ব করা মাকরূহে তাহরীমী। তবে বদলী হিসেবে যার হজ্ব আদায় করবে তার হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। আর যার উপর হজ্ব ফরজ নয় তার জন্য অন্যের বদলী হজ্ব করা জায়েয তবে অনুত্তম।

সূত্র :-

১. ফাতহুল কাদীর খ: ৩ পৃ: ১৪৮

والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد و الراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم.

২. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ৪৫২

ولا يشترط لجواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه .... فيجوز حج الصرورة .....إلا أن الأفضل كما قال في البدائع أن يكون قد حج عن نفسه.

৩. রদ্দুল মুহতার খ: ২ পৃ: ৬০৩

وقال في الفتح أيضاً: والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام خروجاً عن الخلاف... ثم قال في الفتح ... والذي يقتضيه النظر: أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه ....فهو مكروه كراهة

التحريم ... قال في البحر والحق أنها تنزيهية على الآمر ... تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير.

৪. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৩ পৃ: ২৭৩

৫. গুন্য়াতুন নাসিক পৃ: ৩৩৭

৬. জাওয়াহিরুল ফিক্হ খ: ১ পৃ: ৫০৭

৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৫০৭

হজ্বে নিষিদ্ধ রফছ বলতে কী বুঝায়

প্রশ্ন :- হজ্ব পালন কালে 'রফছ' (رفث) নিষিদ্ধ। হাজীদেরকে এর থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন জানার বিষয় হল, 'রফছ' অর্থ কী? এবং কী কী কাজ নিষিদ্ধ রফছের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর :- 'রফছ' (رفث) অর্থ অশ্লীল কথা-বার্তা, পুরুষ-মহিলার মধ্যকার যৌনদ্দীপক সকল কর্মকাণ্ড। সুতরাং ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, চুমু দেয়া, গলাগলি করা, স্ত্রীকে যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা, স্ত্রীর উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে সহবাসের আলোচনা করা, কিংবা স্ত্রীকে বলা 'إذا حللت أصبتك' (আমি যখন হালাল হব তোমার সাথে সঙ্গম করব) ইত্যাদি এ সকল কাজ হজ্ব পালনকালে নিষিদ্ধ এবং 'রফছ' এর অন্তর্ভুক্ত।

সূত্র :-

১. তাফসীরে ইবনে কাছীর খ: ১ পৃ: ২৯৫-২৯৬

الرفث: هو الجماع، ... وأن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك: الرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ... وعن ابن عباس أنه قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء، ... وأيضا قال: هو-الرفث- التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث، ... وأيضا

عنه أنه قال: الرفث غشيان النساء والقُبَل، والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك.

২. মাআরিফুস সুনান খ: ৬ পৃ: ১২

الرفث: الكلام الفاحش بحضور النساء. وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل شيء مما يريد الرجل من المرأة. وقال ابن سيدة: الرفث: الجماع. وقال غيره: ويطلق على التعريض به و على الفحش في القول، ... والجمهور على أن المراد به في الآية: الجماع.

৩. আহকামুল কুরআন, লিল জাস্‌সাস খ: ১ পৃ: ৩৭২
৪. তাফসীরুল কুরতুবী খ: ২ পৃ: ৩৯৯
৫. আদ্দুররুল মানসুর খ: ১ পৃ: ৩৯৫
৬. রুহুল মাআনী খ: ১ পৃ: ৬৬৪
৭. আল্ মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ২২ পৃ: ২৭৫
৮. আল্ মুহীতুল বুরহানী খ: ৩ পৃ: ৪৫
৯. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৮৭
১০. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ১১৭
১১. কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবাআ খ: ১ পৃ: ৫৮২

প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত টাকার উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার বিধান

প্রশ্ন :- ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য সঞ্চিত টাকার কারণে হজ্ব ফরজ হবে কি? যেমন, এক ব্যক্তি তার বাবার অর্থে চলে। তার নিজস্ব কোন সম্পদ নেই। সামান্য বেতনের চাকরী করে। এ ব্যক্তি বিদেশে যাওয়ার জন্য অল্প অল্প করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করছে। এক পর্যায়ে তার কাছে এ পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় হল যা দিয়ে হজ্ব করা সম্ভব। এ দিকে হজ্বের মৌসুমও চলে আসল। এখন এ ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হবে কি?

উত্তর :- একজন মানুষের বর্তমান জীবনযাপনের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস (যেমন- বসবাসের ঘর, ব্যবহারের গাড়ি, ঘরের প্রয়োজনীয়

আসবাবপত্র, ব্যবসার এ পরিমাণ মূলধন যা না থাকলে তার সংসারই চলবে না এবং বিভিন্ন পেশাজীবির পেশার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) এর কারণে হজ্ব ফরজ হয় না। কিন্তু ভবিষ্যতের কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করা হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্তমান জীবনযাপনের মৌলিক উপকরণের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাই হজ্বের মৌসুমের পূর্বে ঐ সঞ্চিত টাকা ব্যয় না হলে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে।

সূত্র :-

১. গুনইয়াতুন নাসিক পৃ: ২০

فالحاصل: أن الحوائج الأصلية إذا كانت موجودة له لا يجب الحج، فلا تباع للحج، بل لا بد من مال فاضل عنها، وإن لم تكن موجودة عنده، وهو محتاج إليها، يقدم الحج عليها إن حضر وقت خروج أهل بلده، فلايصرف المال إليها، بل يحج به، كذا أفاده في الكبير.

২. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ৪৬২

قال في الدر المختار: وكذا لو كان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج لا يلزمه، خلاصة.

قال العلامة الشامي: قوله (لا يلزمه): تبع في عزو ذلك إلى الخلاصة ما في البحر والنهر، والذي رأيته في الخلاصة هكذا: وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك، وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم اهـ. لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب، أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل الوجوب، كما في مسألة التزوج الآتية، وعليه يحمل كلام الشارح فتدبر.

৩. খুলাসাতুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ২৭৭

৪. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৩ পৃ: ৫৩

৫. আল মুহিতুল বুরহানী খ: ৩ পৃ: ৯

৬. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খঃ ১ পৃঃ ২১৭

৭. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃঃ ৪৪

৮. মিনহাতুল খালিক খঃ ২ পৃঃ ৩১৩

৯. জাওয়াহিরুল ফিকহ খঃ ৭ পৃঃ ৭১

১০. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ১০ পৃঃ ২৯০

১১. ফাতাওয়া দারুল উলূম খঃ ৬ পৃঃ ৫১৭

গরীব ব্যক্তি হজ্ব করলে ফরজ হজ্ব আদায় হওয়া

প্রশ্ন :- কোনো গরীব ব্যক্তিকে যদি কেউ অনুগ্রহ করে হজ্বে নিয়ে যায় অতঃপর হজ্ব করার পরে সে ধনী হয়ে যায় তাহলে তার উপর পুনরায় হজ্ব ফরজ হবে কি?

উত্তর :- গরীব ব্যক্তি যদি উক্ত হজ্ব নফলের নিয়তে অথবা কারো পক্ষ থেকে বদলী হিসেবে না করে থাকে তাহলে ঐ হজ্বের দ্বারাই তার ফরজ হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় তার উপর হজ্ব ফরজ হবে না।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খঃ ৩ পৃঃ ৪৫

بخلاف الفقير: لأنه لايجب الحج عليه في الابتداء ثم إذا حج بالسؤال من الناس يجوز ذلك عن حجة الإسلام، حتى لو أيسر لايلزمه حجة أخرى.

২. মাজমাউল আনহুর খঃ ১ পৃঃ ২৬০

ولو حج الفقير ثم استغنى لم يحج ثانيا، لأن شرط الوجوب التمكن من الوصول إلى موضع الأداء.

৩. ফাতাওয়া শামী খঃ ২ পৃঃ ৪৬০

الفقير الآفاقي إذا وصل إلى الميقات فهو كالمكي .... وليفيد أنه يتعين أن لاينوي نفلا على زعم أنه لايجب عليه لفقره .....فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانياً.

৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া খঃ ২ পৃঃ ১৫৭

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ১০ পৃঃ ২৯২

৬. ফাতাওয়া রহীমিয়া খঃ ৮ পৃঃ ৫০

হজ্জে মাবরূর প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- হজ্জে মাবরূর কাকে বলে? এবং হজ্জে মাবরূর নসীব হওয়ার আলামত কী?

উত্তর :- হজ্জে মাবরূর কবুল-হজ্বকে বলে। যার মধ্যে কোন প্রকার গোনাহ, ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ যেমন: ঝগড়া-ঝাটি, স্ত্রী-সহবাস ও যৌনদ্দীপক কোন কার্যকলাপ, বন্যপ্রাণী শিকার ইত্যাদি না করা হয় এবং হজ্বের সমস্ত বিধিবিধান যথাযথ পালন করা হয়।

উলামায়ে কেরাম হজ্ব কবুল হওয়ার বিভিন্ন আলামত বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন: হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত হল, হজ্ব আদায়কালে সব রকম গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং পরবর্তীতেও কোনরূপ গোনাহ না করা।

হাসান বসরী (রহ.) বলেন: হজ্ব কবুলের আলামত হল, হজ্ব আদায়কারী হজ্বের পরে পরকালমুখী হবে এবং তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকবে না।

হজ্ব কবুলের আরেকটি আলামত হল: উক্ত ব্যক্তির হজ্ব-পরবর্তী আমল-আখলাকের অবস্থা, পূর্বের চেয়ে ভাল হবে।

সূত্র :-

১. আল কুরতুবী খ: ২ পৃ: ৪০১

وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عملٍ أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال.

وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله تعالى فيه أثناء أدائه، وقال الفراء: هو الذي لم يعص الله بعده.

قلت (الإمام القرطبي): الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه وتعالى فيه ولابعده.

قال الحسن: الحج المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.

২. ফাতহুল বারী খ: ১ পৃ: ১০৭

"حج مبرور" أي مقبول، ومنه بر حجك. وقيل: المبرور الذي لايخالطه إثم، وقيل: الذي لارياء فيه. وأيضا فيه ٣:٤٨٧ "باب فضل الحج المبرور" قال ابن خالوية: المبرور: المقبول، وقال غيره: الذي لايخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي.

وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، و هي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

৩. শরহুস সুন্নাহ খ: 8 পৃ: ২৩৬
৪. উমদাতুল কারী খ: ৭ পৃ: ১৯
৫. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ২৯
৬. মিরকাতুল মাফাতিহ খ: ৫ পৃ: ৩৮১
৭. মাআরিফুস সুনান খ: ৬ পৃ: ১১-১২
৮. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ২৯৫
৯. মুআল্লিমুল হুজ্জাজ পৃ: ২৮
১০. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৮ পৃ: ৩৯

তামাত্তু হজ্বকারী উমরা শেষে হজ্বের পূর্বে মীকাত অতিক্রম করা

প্রশ্ন :-

(ক) জনৈক তামাত্তু হজ্বকারী মক্কা শরীফে গিয়ে উমরা শেষে হজ্বের পূর্বে মদীনা শরীফের যিয়ারতে যান। যিয়ারত শেষে মক্কায় আসার সময় পুনরায় তামাত্তুর (উমরার) নিয়তে ইহরাম বেঁধে আসেন। এভাবে তামাত্তু হজ্বকারীর জন্য হজ্বের পূর্বে মীকাত অতিক্রম করা অতঃপর মীকাতে প্রবেশের সময় পুনরায় তামাত্তুর নিয়ত করা সঠিক হয়েছে কি?

(খ) আরেক ব্যক্তি মক্কায় উমরা শেষ করে মদীনা যান। মদীনার যিয়ারত শেষে মক্কায় আগমনের সময় শুধু হজ্বের ইহরাম বেঁধে আসেন। এটা কি সঠিক হয়েছে? সঠিক না হলে করণীয় কী?

(গ) তামাত্তুকারী উমরা শেষে হজ্বের পূর্বে মদীনা শরীফে গেলে মক্কা শরীফে আগমনের সময় কিরানের নিয়ত করতে পারবে কি?

(ঘ) ইফরাদ বা কিরান হজ্বকারী হজ্বের পূর্বে মিকাত থেকে বের হতে পারবে কি?

উত্তর :-

(ক) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতানুযায়ী এ ব্যক্তির প্রথম উমরাই তামাত্তুর উমরা হিসেবে গণ্য। তাই পুনরায় তামাত্তুর ইহরাম বেঁধে আসা অনুত্তম হয়েছে। তার উচিত ছিল শুধু হজ্বের ইহরাম বেঁধে আসা। তবে এর জন্য কোন দম বা সদকা দিতে হবে না এবং দ্বিতীয় উমরাটি মুফরাদ হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, তামাত্তুকারী মক্কা শরীফে প্রবেশের পর হজ্বের পূর্বে মিকাত থেকে বের হওয়া অনুত্তম।

(খ) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতানুযায়ী তার কাজটি অবস্থা হিসেবে ভলো হয়েছে।

(গ) পুনরায় মক্কা শরীফে যাওয়ার সময় কিরানের ইহরাম বাঁধলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতানুযায়ী তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

(ঘ) ইফরাদ বা কিরানকারীর জন্য হজ্বের পূর্বে মিকাত হতে বের হওয়া উচিত নয়।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৩ পৃ: ১৭৫

ثم ما ذكرنا من بطلان التمتع بالإلمام الصحيح إذا عاد إلى أهله. فأما إذا عاد إلى غير أهله، بأن خرج من الميقات، ولحق بموضع لأهله القران والتمتع كالبصرة مثلا أو نحوها، واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ، توطن بها أو لم يتوطن، ثم عاد إلى مكة وحج من عامه ذلك–فهل يكون متمتعا؟ ذكر في الجامع الصغير : أنه يكون متمتعا ولم يذكر الخلاف. وذكر القاضي أيضا : أنه يكون متمتعا في قولهم. وذكر الطحاوي : أنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة، وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يبرح منها سواء، وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يكون متمتعا، ولحوقه بموضع لأهله التمتع و القران ولحوقه بأهله سواء...

وجه قولهما: إنه لما جاوز الميقات ووصل إلى موضع لأهله التمتع والقران : فقد بطل حكم السفر الأول، وخرج من أن يكون من أهل مكة، لوجود إنشاء سفر آخر، فلا يكون متمتعا كما لو رجع إلى أهله.

ولأبي حنيفة: أن وصوله إلى موضع لأهله القران والتمتع، لايبطل السفر الأول ما لم يعد إلى منزله: لأن المسافر ما دام يتردد في سفره يعد ذلك كله منه سفرا واحدا ما لم يعد إلى منزله، ولم يعد ههنا فكان السفر الأول قائما، فصار كأنه لم يبرح من مكة فيكون متمتعا، ويلزمه هدي المتعة.

২. কুররাতুল আইন পৃ: ৩২

(في الهامش) وهو صريح في أن من وصل من المدينة مثلا، وأحرم بعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم طلع إلى الطائف لزيارة الحبر رضي الله عنه، أو للتنزه ثم أحرم بحج منه، أنه لاشيء عليه سوى دم التمتع. ثم رأيت عبارة غاية البيان صريحة في ذلك. وهذا معنى قول الكنز: ولو اعتمر كوفي فيها وأقام بمكة أو بصرة وحج صح تمتعه.

৩. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ২৬৯

(لا قران لأهل مكة) أي حقيقة أو حكماً، ... (فمن قرن منهم كان مسيئا وعليه دم جبر).

৪. তারজীহুর রাজেহ খ: ১ পৃ: ২১৬
৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৩৯১
৬. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৮ পৃ: ৯৫,৯৭
৭. আহ্সানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৫১৩
৮. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ২২৪
৯. উমদাতুল ফিকহ খ: ৪ পৃ: ২৮৯-২৯০

অন্যের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন :- হজ্বে অন্যের পক্ষ থেকে পাথর মেরে বিনিময় নেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর :- হজ্ব আদায়কারীর জন্য নিজের পাথর নিজেই নিক্ষেপ করা জরুরী। হ্যাঁ, যদি সে পাথর মারতে অক্ষম হয়, তাহলে অন্যকে দিয়ে পাথর মারানো জায়েয। তবে পাথর মারার জন্য বিনিময় নেয়া জায়েয নেই।

সূত্র :-

১. গুনইয়াতুন নাসিক পৃ: ১৮৭

(من شرائط الرمي) السادس : أن يرمي بنفسه، فلا تجوز النيابة فيه عند القدرة، وتجوز عند العذر.

২. রদ্দুল মুহতার খ: ২ পৃ: ৫৯৫

قال في البحر: ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطي، وينبغي أن لايصح ذلك اهـ. أي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون ذلك بيعا لها، وذلك باطل قطعا، وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة، وهي باطلة أيضا، كما نص عليه في المتون و الشروح والفتاوى، إلا فيما استثناه المتأخرون من جواز الاستئجار على التعليم...

৩. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ২৪৭

৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ৩ পৃ: ৬৮

৫. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ১৯১

বদলী হজ্বকারী 'আমেরের' মীকাত ব্যতীত অন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা

প্রশ্ন :- বদলী হজ্বকারী যদি আমের তথা যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করছেন তার মীকাত থেকে ইহরাম না বেঁধে সরাসরি মদীনায় চলে যান এবং পরে মদীনাবাসীর মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছেন, তাহলে তার বদলী হজ্ব আদায় হবে কি?

উত্তর :- বদলী হজ্বকারী ব্যক্তির জন্য জরুরী হল, আমের তথা যার বদলী হজ্ব করছেন তার মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্ব সম্পন্ন করা। এর ব্যতিক্রম করতে হলে আমেরের অনুমতি প্রয়োজন। আমেরের অনুমতিক্রমে এমন করলে কোন অসুবিধা নেই।

সূত্র :-

১. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ৪৪০-৪৪৩

(الثامن: أن يحج عنه من وطنه، إن اتسع الثلث) أي ثلث مال الميت، (وإن لم يتسع) أي الثلث (يحج عنه من حيث يبلغ) ... (ولو أوصى) أي من له وطن (أن يحج عنه من غير بلده، يحج عنه كما أوصى) أي على وفق ما أوصى به، (قرب) أي ذلك المكان الموصى به (من مكة أو بعد). وقال بعد صفحة: وكذا سبق أن من أوصى أن يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما أوصى، قرب من مكة أو بعد.

২. ইরশাদুস সারী পৃ: ৪৪০-৪৪১

(حاشية مناسك ملا علي القاري) قوله: من حيث يبلغ: أقول: فيه أنه لو كان ثلثه لا يسع إلا بأن يحج من مكة فظاهره جواز ذلك، ويحج به عنه من مكة، لكن من جملة الشروط على ما ستقف عليه أن ميقات الآمر شرط لجواز ذلك. فلو أحرم المأمور من مكة لايصح، وإطلاق المتن هنا يقتضي الجواز ولم أر من تعرض لذلك، ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك عند الإطلاق وأما عند التعيين فلا، كما سيصرح به الشيخؒ بقوله: ولو أوصى بأن يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما أوصى.

৩. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৩ পৃ: ৮৯
৪. জাওয়াহিরুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ৫১৪,৫১৬
৫. আহ্সানুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৫১৯-৫২০
৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১০ পৃ: ৪০৭,৪১০
৭. ইমদাদুল আহকাম খ: ২ পৃ: ১৯৩
৮. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৮ পৃ: ১২২
৯. আশরাফুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৪৪৮

তামাত্তু হজ্বকারী ৮ তারিখে সা'য়ী করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- তামাত্তু হজ্বকারী যদি ৮ তারিখে মক্কা শরীফে ইহরাম বাঁধার পর নফল তাওয়াফ করে সা'য়ী করে নেয়, তাহলে তার তাওয়াফে যিয়ারত

অর্থাৎ ফরজ তাওয়াফের সা'য়ী আদায় হবে কি? এবং সময়ের আগে সা'য়ী করার কারণে কোনো জরিমানা আসবে কি?

উত্তর :- তামাত্তু হজ্বকারীর জন্য নিয়ম হল ৮ তারিখে হজ্বের ইহরাম বাঁধার পর নফল তাওয়াফ করে সা'য়ী করবে না। বরং তাওয়াফে যিয়ারতের পর সা'য়ী করবে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ৮ তারিখে ইহরাম বাঁধার পর নফল তাওয়াফ করে সা'য়ী করে নেয় তাতেও তার সা'য়ী আদায় হয়ে যাবে এবং কোনো জরিমানা আসবে না।

সূত্র :-

১. ফাতহুল কাদীর খ: ৩ পৃ: ৬

قال صاحب الهداية: ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة ولايسعى بعده لأنه قد أتى بذلك مرة.

قال ابن الهمام: فإذا فرضنا أن المتمتع بعد إحرام الحج تنفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه سعي الحج.

২. গুনয়াতুন নাসিক পৃ: ২১৬
৩. মানাসিকে মোল্লা আলী কারী পৃ: ২৮৮
৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২৩৯
৫. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৩ পৃ: ৬২৪

জমি বিক্রি করে হজ্বে যাওয়া

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তির বেশ কিছু জমি আছে। সেই জমি থেকে একটি জমি হজ্বের উদ্দেশ্যে রেখে বাকি জমি ছেলেদের মাঝে এভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন যে, তোমরা এ জমি চাষাবাদ করবে এবং আমাকে প্রতি বিঘায় ১০ মণ করে ধান দিবে। আর এভাবে যে আয় আসে তাতে তার সংসার-খরচ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তি ছেলেদেরকে সে জমির মালিক বানিয়ে দেননি বরং শুধু ভোগ করার জন্য দিয়েছেন। এখন তিনি চাচ্ছেন হজ্বের জন্য রাখা জমিটি বিক্রি করে হজ্বে যেতে। কিন্তু তার ছেলেরা বলছে, যে জমি আছে সে জমি আমাদের সংসারের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং ঐ জমিটিও

লাগবে। তাই উক্ত জমি বিক্রি করে হজ্ব করলে হজ্ব হবে না। এখন জানার বিষয় হল-

(ক) উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ কি না?

(খ) তিনি উক্ত জমি বিক্রি করে হজ্ব করলে হজ্ব হবে কি না?

(গ) সন্তানরা পিতার সম্পত্তির অধিকারী কখন হয়? পিতার মৃত্যুর পরে নাকি আগে?

উত্তর :-

(ক) উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্ব করা ফরজ।

(খ) তিনি শুধু এই নির্দিষ্ট জমি নয়; বরং তার মালিকানাধীন যে কোনো সম্পত্তি বিক্রি করে হজ্বে যেতে পারবেন। তার ছেলেরা তাকে এ মহান কাজে বাঁধা দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়।

(গ) পিতার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর সন্তানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। পিতার মৃত্যুর পর (দাফন-কাফন, ঋণ, অসিয়ত আদায়ের পর) তার সন্তান ও অন্যান্য ওয়ারিসগণ তার সম্পত্তির অধিকারী হয়।

উল্লেখ্য, শুধু ভোগ করার জন্য সম্পত্তি দেয়ার দ্বারা সন্তানরা উক্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়নি। এখনো সম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা বাবার। সুতরাং তিনি তার যে কোনো সম্পত্তিতে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবেন।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২১৮

وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله و أولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلا فلا.

২. তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৮১২

৩. আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া পৃ: ১৩১

৪. ফাতহুল কাদীর খ: ২ পৃ: ৩২২

৫. ফাতাওয়া উসমানী খ: ২ পৃ: ২০৬

অধ্যায়

লেনদেন

গরু ক্রয় করার পর মালিকের নিকট মারা গেলে

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করে কুরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করে। ক্রেতা বিক্রেতাকে ১০ হাজার টাকা নগদ প্রদান করে বলে, কুরবানীর দিন গরুটি নিবো এবং বাকি ৪০ হাজার টাকা তখন দিবো। গরুটা এখন আপনার নিকটই থাকুক। ঘটনাক্রমে কুরবানীর আগে গরুটি মারা যায়।

জানার বিষয় হল, এ ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে কি? বাকি ৪০ হাজার টাকা বিক্রেতাকে দিতে হবে কি?

উত্তর :- যদি বেচাকেনার উদ্দেশ্যে গরুটি উপস্থিত করা হয় এবং যথারীতি ইজাব-কবুলের মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে গরু হস্তগত করতে কোন বাধা না থাকে, এরপর নিছক ক্রেতার অনুরোধে বিক্রেতা কয়েক দিনের জন্য গরুটি তার কাছে রাখতে সম্মত হয় তাহলে প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আংশিক মূল্য বাকী থাকার সঙ্গে বেচাকেনা সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে গরু সমর্পণও হয়ে গেছে। তাই ক্রেতার মালিকানাধীন গরুই মারা গেছে বলে ধরা হবে এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে বাকি ৪০ হাজার টাকাও দিতে বাধ্য থাকবে।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৭ পৃ: ২৩৬

أما تفسير التسليم والقبض: فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلي، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلما للمبيع والمشتري قابضا له.

২. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ২ পৃ: ২৫৬

البائع إذا خلى بين المبيع و بين المشتري، بحيث يتمكن المشتري من قبضه يصير المشتري قابضا للمبيع، حتى لو هلك قبل أن يقبضه حقيقة يهلك عليه، وكذا لوخلى المشتري بين البائع والثمن.

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৩ পৃ: ১৬, ১৮

والصحيح أن البقرة إن كانت بقربهما بحيث يتمكن المشتري من قبضها لو أراد فهو قابض لها.

৪. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৮৯
৫. ফাতাওয়া বাযযাযিয়া খ: 8 পৃ: ৪৯৮
৬. ফাতাওয়া শামী (রশিদিয়া) খ: ৭ পৃ: ৯৬
৭. ফাতাওয়া মুফতী মাহমুদ খ: ৮ পৃ: ২৪৭

নিম্নমানের ওষুধ উন্নতমানের ওষুধের সমমূল্যে বিক্রয় করা

প্রশ্ন :- বিভিন্ন কোম্পানীর ওষুধের মূল্য কোম্পানীভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে যেমন: (ক) কোন কোম্পানীর ১০ পাতা রেনিটিডিন ট্যাবলেট এর পাইকারি মূল্য আনুমানিক ১৭০-১৭৫ টাকা। যার খুচরা বিক্রয় মূল্য আনুমানিক ২০০ টাকা।

(খ) আবার কিছু কোম্পানীর ১০ পাতা রেনিটিডিন ট্যাবলেটের পাইকারি মূল্য আনুমানিক ৬০-১০০ টাকা। যার খুচরা বিক্রয় মূল্য আনুমানিক ৭৫-১৫০ টাকা।

(গ) আবার কিছু কোম্পানীর ১০ পাতা রেনিটিডিন ট্যাবলেটের পাইকারি মূল্য ৬০-৭০ টাকা। যার খুচরা বিক্রয় মূল্য আনুমানিক ১৮০-২০০ টাকা।

উল্লেখ্য, আমার জানামতে 'গ' বর্ণিত কোম্পানীর ওষুধের তুলনায় 'খ' বর্ণিত কোম্পানীর ওষুধের গুণগত মান ভালো অথচ দামে কম। এখন জানার বিষয় হল 'খ' বর্ণিত কোম্পানীর ওষুধ খুচরা ২০০ টাকা বিক্রয় করা যাবে কি না?

উত্তর :- ওষুধ মানবজীবনের খুবই প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। যে কারণে এক্ষেত্রে সরকারের কঠোর নীতিমালা রয়েছে এবং ওষুধ কোম্পানীগুলোও সেই নীতিমালা মানতে বাধ্য। সাথে সাথে ওষুধ বিক্রেতাগণও কোম্পানীর নিকট এক ধরনের ওয়াদাবদ্ধ থাকে যা পালন করা তাদের জন্য জরুরী। অতএব, খুচরা বিক্রেতার জন্য কোন কোম্পানীর ওষুধ তার নির্ধারিত মূল্য বা বাজারের সাধারণ দামের চেয়ে বেশী মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয হবে না। আর কোম্পানী যদি গুণগত মান রক্ষা না করে তার জন্য কোম্পানী অবশ্যই দায়ী থাকবে।

সূত্র :-

১. আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৩৩৮২, খ: ২ পৃ: ৪৭৯

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: «ولاتنسوا الفضل بينكم» ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৬ পৃ: ৪৮

سوال: مال تجارت پر منافع لینے کی کوئی تعداد اگر ہو تو ضرور تحریر فرمائیں۔

جواب: شرعا کوئی تعداد مقرر نہیں مگر زیادہ نفع لینا مروت کے خلاف ہے۔

اور اسکی حاشیہ میں ہے: نفس جواز میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن بعض اوقات خرید نے والا یا بیچنے والا مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے سامنے والے شخص کی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اور کسی کی ایسی اضطراری حالت سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کے مطابق اسکے ساتھ خرید وفروخت کا معاملہ خلاف مروت ہو کر ممنوع ہے: عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال : سيأتي على الناس ...الخ الحديث المذكور

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২০০

৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ৩ পৃ: ১৬১

৫. ফাতাওয়া হাক্কানিয়া খ: ৬ পৃ: ১৩৬

মুতাওয়াল্লির বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি ৩০-৪০ বছর পূর্বে একটি জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। তিনি মুতাওয়াল্লির বেতনও সে সময়ের প্রচলন অনুযায়ী কয়েক শত টাকা নির্ধারণ করেন এবং এ সম্পর্কে ওয়াক্‌ফের দলীলে উল্লেখ করেন যে, মুতাওয়াল্লি এর থেকে বেশি বেতন নিতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হল, মুতাওয়াল্লি যদি বর্তমানে তার বেতন বৃদ্ধির দাবি করেন তাহলে তার বেতন বৃদ্ধি করা যাবে কি?

উত্তর :- মুতাওয়াল্লি যদি বেতন বৃদ্ধির দাবি করেন, তাহলে কমিটির সদস্যগণ পরামর্শক্রমে তার জন্য ' أجرة مثل' তথা এ ধরনের দায়িত্ব পালন করলে বর্তমানে সাধারণত যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হয়, সে পরিমাণ পারিশ্রমিক বা বেতন ধার্য করতে পারবেন।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ৪ পৃ: ৪৫১

قلت: والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط له الواقف شيئا معينا وما سيجيء في الوصايا، ومر أيضا عقب مسألة الجامكية فيمن نصبه القاضي، ولم يشترط له الواقف شيئا كما قدمناه، لكن قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا 'أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل، فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه' فهذا مقيد لإطلاق المصنف كما قدمنا هناك.

২. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৪৪ পৃ: ২১১

ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل من أجرة المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله بطلبه.

৩. হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদদুর খ: ২ পৃ: ৫৬৪

কোম্পানীর পরিচালকদেরকে সম্মানী-ভাতা দেয়া

প্রশ্ন :- একটি কোম্পানীর (যার অনেক মালিক বা শেয়ার হোল্ডার রয়েছে) নিয়ম হল– সকল শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য থেকে কোম্পানীর শর্তানুযায়ী কিছু ব্যক্তিকে কোম্পানি পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

নির্বাচিত পরিচালকগণ কোম্পানী পরিচালনার কাজে তাদের সময়, মেধা ও শ্রম দিবেন। এর জন্য তাদেরকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক বা সম্মানী-ভাতা প্রদান করা হবে। তবে যোগ্যতা ও মেধার তারতম্যের কারণে তাদের কাজের ধরন, সময় ও পারিশ্রমিকের মধ্যে তফাত থাকবে। এখন আমাদের জানার বিষয় হলঃ

(ক) কোম্পানীর পরিচালকদেরকে পারিশ্রমিক/সম্মানী-ভাতা দেয়া জায়েয হবে কি?

(খ) কাজ, যোগ্যতা বা মেধার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক কমবেশি করা বৈধ হবে কি?

উত্তর :-

(ক) হ্যাঁ! কোম্পানীর পরিচালকদের জন্য কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে সম্মানী-ভাতা দেয়া জায়েয আছে তবে তা যেন ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বেশী না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(খ) যোগ্যতা, মেধা বা শ্রমের পার্থক্যের কারণে পারিশ্রমিক বা সম্মানী-ভাতা কমবেশি করা যাবে।

সূত্র :-

১. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খঃ ২৬ পৃঃ ৬৫

২. আহসানুল ফাতাওয়া খঃ ৭ পৃঃ ৩২১

৩. আল মা'আঈরুশ শরইয়্যা পৃঃ ১৬৪

৪. ফাতাওয়া মুফতী মাহমুদ খঃ ৮ পৃঃ ১৭৯

একটি ডেভেলপার কোম্পানীর লেনদেন প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :-

(ক) একটি ডেভেলপার কোম্পানী ১৫০০ বিঘা জমি ডেভলপ করেছে। এর মধ্যে নিজস্ব কেনা জমি ৫০০ বিঘা, সরকারী খাস জমি ৫০০ বিঘা, আর ৫০০ বিঘা জবরদখলকৃত। যাদের জমি জবরদখল করা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা দাবি জানিয়েছে তাদেরকে কোম্পানীর নির্ধারিত হারে জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। এখন জানার বিষয়

হলো, ঐ ডেভেলপার কোম্পানী থেকে বাড়ির জমি (প্লট) কেনা জায়েয হবে কি না?

(খ) একটি ডেভেলপার কোম্পানী এক বিঘা (২০ কাঠা) জমির উপর একটি বিল্ডিং নির্মাণ করেছে। বিল্ডিং এর নিচে মার্কেট, উপরে ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট। এই জমির দশ কাঠা কেনা, আর দশ কাঠা জবরদখল করা। যাদের জমি জবরদখল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা দাবি করেছে, তাদের জমির মূল্য কোম্পানীর নির্ধারিত হারে বাজার মূল্যে পরিশোধ করা হয়েছে। এখন ঐ ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট/দোকান কেনা জায়েয হবে কি?

উত্তর :-

(ক) যদি সরকারী খাসজমিতে এতদসংক্রান্ত সরকারের সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করার মাধ্যমে কোম্পানীর মালিকানা বা অধিকার প্রতিষ্ঠা না হয় এবং জবরদখলকৃত জায়গার আসল মালিকের সাথে কোম্পানীর আপোসরফা ও লেনদেন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, তাহলে কোম্পানীর জন্য খাস কিংবা জবরদখলকৃত জমিতে কিছু করা যেমন বৈধ নয়, তেমনি অন্যের জন্য এ সকল জমি ক্রয় করাও বৈধ নয়।

অতএব, যে সকল প্লট কোম্পানীর একান্ত মালিকানাধীন বলে জানা যাবে সেগুলো ক্রয় করতে কোন অসুবিধা নেই। আর যেগুলো খাস কিংবা অন্যের মালিকানাধীন বলে সাব্যস্ত হবে সেগুলো ক্রয় করার কোনো সুযোগ নেই।

যে ক্ষেত্রে গ্রাহক নিশ্চিতরূপে কোনটা কোম্পানীর আর কোনটা কোম্পানীর নয়- জানতে না পারবে, সে ক্ষেত্রে সতর্কতা হল এসব প্লট না কেনা।

(খ) জবরদখলকৃত জায়গার বাজার মূল্য পরিশোধ করে থাকলে সে জায়গায় নির্মিত ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট/দোকান ক্রয় করা জায়েয হবে।

বি. দ্র. জবর দখলের কারণে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ গুনাহগার হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সূত্র :-

১. মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৩৭৭৩

عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي الظلم أظلم؟ قال: ذراع من الأرض ينتقصها المرأ المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض

يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولايعلم قعرها إلا الله عز وجلّ الذي خلقها.

২. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৮ পৃ: ৩০২

وأما الأراضي المملوكة العامرة فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة المال تمنع من ذلك، وكذا الأرض الخراب الذي انقطع ماؤها.

৩. আল বাহরুর রায়েক খ: ৮ পৃ: ১১৭

(ولو غرس أو بنى في أرض الغير قُلِعَا وردّت) أي قلع البناء والغرس، وردّت الأرض إلى صاحبها.

৪. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৩১ পৃ: ২৩৫

ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৭ পৃ: ১৪৪

زمین غصب کرنا کبیرہ گناہ ہے، غاصب کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ پڑوسی کو لازم ہے کہ آپ کی زمین خالی کردے، مکان ہٹالے یا ملبہ کی قیمت آپ سے لے لے، اسطرح وہ مکان بھی آپ کا ہوجائیگا، یا آپ کی زمین آپ سے کرایہ پر لے لے، اور کرایہ آپ کو دیتا رہے، اسطرح زمین آپکی رہے گی مکان اسکا رہے گا، یا زمین کی قیمت آپ کو دے دے اسطرح زمین بھی اسکی ہو جائے گی، غرض سمجھوتہ سے جس پر دونوں متفق ہو جائیں وہ معاملہ کرلیا جائے۔

৬. আদ্দুররুল মুখতার খ:৬ পৃ: ১৯৪,১৯৫

ঋণ নিয়ে ভাড়া কম নেয়া

প্রশ্ন :- এক বাড়িওয়ালা তার বাড়ি ভাড়া দেয়ার সময় ভাড়াটিয়ার সাথে এ মর্মে চুক্তি করে যে, ভাড়াটিয়া যদি তাকে ঋণ দেয় তাহলে তার

থেকে ভাড়া কম রাখবে। ঋণ যত বেশি দিবে ভাড়া তত কমিয়ে ধরা হবে। এখন জানার বিষয় হল, এভাবে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সুবিধা ভোগ করা বৈধ হবে কি?

উত্তর :- এভাবে ঋণ দিয়ে ঋণের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতা থেকে সুবিধা ভোগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ বলে গণ্য হবে।

অতএব, ভাড়াটিয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাড়া থেকে কমে ভাড়া দেয়া জায়েয হবে না।

সূত্র :-

১. সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৮১৪

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه (قال): أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال إنك بأرضٍ، الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا.

২. আল জামে ফি উসূলির রিবা পৃ: ২৫৩

وإن شرط (المقرض) أن يجيره داره (دار المقترض) بأقل من أجرها أو على (المقترض) أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرها، أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم.

৩. আল মুআত্তা লিল ইমাম মালিক পৃ: ২৮৩
৪. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৮ পৃ: ১৮
৫. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৩ পৃ: ২০৩
৬. রদদুল মুহতার খ: ৫ পৃ: ১৬৭
৭. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৩২ পৃ: ১৩৪
৮. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৬ পৃ: ৩৩৭

সম্মিলিত ব্যবসায় সমানভাবে লভ্যাংশ ভাগ করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- দশ জন মিলে একটি সম্মিলিত ব্যবসা শুরু করে। এ শর্তে যে, সকলে ১০ হাজার করে টাকা দিবে এবং লভ্যাংশ সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন হবে। এভাবে ব্যবসা এক মাস চলে। ইতোমধ্যে কিছু লাভও হয়। এমতাবস্থায় তারা আরো ৫ জনকে তাদের সাথে এ শর্তে শরীক করে নেয় যে, তারা প্রত্যেকে ১০ হাজার করে টাকা দিবে এবং লভ্যাংশ তাদের সকলের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হবে।

এখন জানার বিষয় হল, লভ্যাংশ সমানভাবে সকলের মাঝে বণ্টনের শর্ত করার কারণে প্রথম ১০ জনের এক মাসের লাভের একটি অংশ পরবর্তী ৫ জনও পাবে। অতএব, পরবর্তী ৫ জনের জন্য এ টাকা বৈধ হবে কি? নাকি প্রথম ১০ জনই প্রথম মাসের লাভের আধিকারী হবে?

উত্তর :- প্রশ্নের বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে ১ম মাসের লাভ অবণ্টিত থাকা অবস্থায় নতুন ৫ জন সদস্যকে সমান লাভ দেয়ার কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং সে সময় প্রথম মাসের লাভ পৃথকভাবে বণ্টন করার কোন আলোচনা হয়নি। যদি বিষয়টি প্রথম ১০ জনের সকলের সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে, তাহলে ১৫ জনের মাঝে সমানভাবে লভ্যাংশ বণ্টন করা যাবে।

সূত্র :-

১. আল মুসান্নাফ লিবনি আবি শাইবা হাদীস নং ২০৩২৯, খ: ১০ পৃ: ৪৮৫-৪৮৬

عن جابربن زيد وإبراهيم (النخعي) في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين، قالا: الربح على ماصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৩০৪

رجل اشترى عبدا وقبضه، فطلب رجل آخر منه الشركة فيه، فأشركه فيه، فله نصفه بنصف الثمن الذي اشتراه به، بناء على مطلق الشركة يقتضي التسوية إلا أن يبين خلافه كذا في فتح القدير.

৩. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৬ পৃ: ৪০১

৪. আল মুছান্নাফ লি আব্দির রাজ্জাক খ: ৮ পৃ: ১৯১ হাদীস নং ১৫১৬৪

৫. গায়রে সুদী ব্যাংকারী পৃ: ৩১৭-৩২৪

সম্মিলিত ব্যবসায় লাভ-লসের হিসাব

প্রশ্ন :- দশ জন মিলে একটি সম্মিলিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করে। এতে প্রত্যেকে ১০ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করে এ শর্তে যে, লভ্যাংশ অংশিদারিত্ব অনুপাতে বণ্টিত হবে। তিন মাস পর হিসাব করে দেখে ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এরপর তারা আরো ৫ জনকে শরীক করে এ শর্তে যে তারা ১৩ হাজার টাকা করে দিবে। এবং অন্যান্য শরীকদের সমান লভ্যাংশের অধিকারী হবে। তারা ১৩ হাজার টাকা করে দিয়ে তাদের সাথে শরীক হয়। তাদের থেকে ১৩ হাজার টাকা এজন্য নেয়া হয়েছে যাতে বর্তমান মূলধনের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্যদের সমান হতে পারে এবং এর ফলে সমান লভ্যাংশ পেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, তাদের জন্য এভাবে লভ্যাংশ বণ্টন করা সঠিক হচ্ছে কি না? কারণ প্রথম বিনিয়োগকারীদের ১৩ হাজার টাকা হয়েছিল লভ্যাংশ ও পুঁজি মিলে। আর পরবর্তীতে শরীকরা তো সরাসরি ১৩ হাজার টাকাই বিনিয়োগ করেছে?

তাদের মূলনীতি হল, লস হলে প্রথমে লভ্যাংশের উপর দিয়ে যাবে। এখন তাদের ব্যবসায় লস হলে তা কি তাদের সবার উপর দিয়ে সমান হারে যাবে? না মূল পুঁজির হার অনুপাতে যাবে?

উত্তর :- প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী, তাদের মুনাফা-বণ্টননীতি সঠিক হয়েছে। প্রথম তিন মাসের লাভ থেকে প্রথম ১০ জন যে লভ্যাংশের অধিকারী হয়েছে, তা প্রত্যেকের আসল মূলধনের সাথে যুক্ত হয়ে চলতি ব্যবসায় পুরোটাই মূলধনে পরিণত হয়েছে। এখন মুলধনে ১৫ জন সবাই সমান। অতএব, চলতি ব্যবসায় লস হলে সকল (১৫ জন)-এর সম্পদ থেকে সমান হারে যাবে।

সূত্র :-

১. আল-মুসান্নাফ লি আব্দির রাযযাক, নং ১৫১৬৪

عن ابن سيرين وأبي قلابة قالا في المضاربة: الوضيعة على المال، والربح على ماااصطلحوا عليه.

২. আল-মুসান্নাফ লিবনি আবি শাইবা হাদীস নং ২০৩২৯, খ: ১০ পৃ: ৪৮৫

عن جابر بن زيد وإبراهيم: في الشريكين يخرج هذا مائة، وهذا مائتين قالا: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

৩. আল মা'আঈরুশ শরইয়্যা পৃ: ১৬৫

ويوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو مايعرف بالتنضيض الحقيقي. ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة.

وفي الصفحة ٥٥١، البند: ٣،٢،١: إذا حصلت خسارة في إحدى عمليات المضاربة جبرت من العمليات الأخرى، وإذا كانت أكثر من الأرباح تحسم من رأس المال، والعبرة بجملة النتائج عند التنضيض في نهاية الفترة المالية التي تحددها المؤسسة، ولاتجبر خسارة فترة بربح فترة أخرى مختلفة.

৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৪ পৃ: ৩২০
৫. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিললাতুহু খ: ৪ পৃ: ৯৬
৬. গায়রে সুদী ব্যাংকারী পৃ: ৩১৭-৩২৪
৭. শিরকত ও মুযারাবাত আসরে হাজির মে পৃ: ২১৬,২৮৮-২৮৯

বন্ধকী জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জায়েয পদ্ধতি

প্রশ্ন :- জমি বন্ধক রেখে কাউকে ঋণ দেয়া হলে ঋণ দাতার জন্য উক্ত জমি থেকে উপকৃত হওয়ার কোন শরীয়তসম্মত পদ্ধতি আছে কি?

উত্তর :- ইসলামী শরীয়তে رهن তথা বন্ধক, বিনিয়োগের কোনো মাধ্যম নয়। পাওনা উসূলের নিশ্চয়তা অর্জনের জন্যই শরীয়তে বন্ধকের বিধান রাখা হয়েছে। অতএব, বন্ধকীবস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার কোন

সুযোগ শরীয়তে নেই বরং একে মুনাফা অর্জনের মাধ্যম মনে করাও শরীয়ত পরিপন্থী। এর বিকল্প হিসেবে ইজারা পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে উভয়ের প্রয়োজন পূরণ হবে এবং লাভবানও হবে।

ইজারা পদ্ধতি হল: জমিওয়ালার যদি একমুঠে বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে তার জমি বন্ধক না রেখে মাসিক/বার্ষিক ভাড়া নির্ধারণ করে কারো কাছে দীর্ঘ মেয়াদের জন্যে লিজ দিয়ে দিবে। উভয়ের মাঝে যত বছর ভাড়া দেয়া-নেয়ার চুক্তি হবে, ইজারাদার তত বছরের ভাড়া অগ্রিম প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করার কারণে সাধারণ ভাড়ার চেয়ে কম ভাড়া দেয়া-নেয়ার সুযোগ আছে। তবে লিজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে জমির মালিক জমি ফেরত নিতে চাইলে মেয়াদ পূর্ণ হতে যত বছর বাকি থাকবে তত বছরের ভাড়া ইজারাদারকে ফেরত দিতে হবে। এভাবে জমি লিজ নেয়ার মাধ্যমে কেউ ইচ্ছা করলে বিনিয়োগ করতে পারে।

সূত্র :-

১. শরহু মুখতাছারিত তাহাবী খ: ৩ পৃ: ১৪৭

وأيضا فإن الرهن وثيقة، ولايحصل معناها إلا بحصول يد المرتهن عليه. وفي صفحة ١٤٩ : والمرتهن لايجوز له أن يركبه لأنه لايملك منافعه بعقد الرهن، إذ كان عقد الرهن لايوجب له ملك المنافع.

২. রদদুল মুহতার খ: ৬ পৃ: ৪৮২

قال في المنح: وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي -وكان من كبار علماء سمرقند-: أنه لايحل له أن ينتفع بشيء منه -الرهن- بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا، لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

৩. কিফায়াতুল মুফতী খ: ৮ পৃ: ১৪৬-১৪৭

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ২০ পৃ: ১৩৫

বাকিতে বিক্রয়কালে দাম কমবেশি করা

প্রশ্ন :- কেউ কারো কাছে কোনো জিনিস এভাবে বিক্রয় করল যে, যদি এক বছরের মধ্যে দাম পরিশোধ করে তাহলে দাম এত টাকা। আর দুই বছরে দাম পরিশোধ করলে দাম এত টাকা। এভাবে বিক্রয় করলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর :- ক্রয়বিক্রয়ের মজলিসে লেনদেন কোন্ মূল্যে হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে নিলে এভাবে লেনদেন করা জায়েয হবে। যদি কোনো একটি মূল্য নির্দিষ্ট হওয়ার পূর্বে তারা মজলিস ত্যাগ করে তাহলে ক্রয়বিক্রয় সঠিক হবে না। যেমন, হাসান একটা ফ্রিজ খালেদের কাছে এভাবে বাকিতে বিক্রি করার প্রস্তাব করল যে, এক বছর পর টাকা পরিশোধ করলে ফ্রিজের মূল্য ১৫ হাজার টাকা। আর দুই বছর পর পরিশোধ করলে ১৬ হাজার টাকা। খালেদ বলল, আমি ১৫ হাজার টাকার মূল্যে ফ্রিজটা ক্রয় করলাম, এক বছর পর ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করব। এ পদ্ধতিতে ক্রয়বিক্রয় সঠিক হবে।

আর যদি হাসানের প্রস্তাবের পর খালেদ শুধু এরূপ বলে, আমি ফ্রিজটা কিনলাম বা নিলাম, এতটুকু বলে ক্রয়বিক্রয়ের মজলিস ত্যাগ করে তাহলে উক্ত ক্রয়বিক্রয় সঠিক হবে না।

সূত্র :-

১. তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ১২৩১

عن أبي هريرة ﷺ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة.

ثم قال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولايفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما.

২. বুহুসুন ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা খ: ১ পৃ: ৯

قد تبين مما سبق أنه لابأس للبائع أن يذكر الأثمان المختلفة عند المساومة فيقول: أبيعه نقدا بثمانية ونسيئة بعشرة، وهل يجوز أن يذكر أثمانا مختلفة باختلاف

الآجال... وقياس قولهم السابق أن يجوز ذلك أيضا،... ولكن اختلاف الأثمان هذا إنما يجوز ذكرها عند المساومة، وأما عقد البيع فلايصح إلا إذا اتفق الفريقان على أجل معلوم وثمن معلوم، فلا بد من الجزم بأحد الشقوق المذكورة في المساومة.

অধ্যায়

দান-ছদকা হিবা ও ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদে দানকৃত টাকা

প্রশ্ন :- এক এলাকায় একটি ওয়াক্‌ফকৃত পাঞ্জেগানা মসজিদ আছে। সেখানে জামাতসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় হয়। এর পুনঃনির্মাণের জন্য চাঁদা উঠানো হয়েছে। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাঁদা না উঠায় নির্মাণ কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। আর চাঁদার মাধ্যমে যে টাকা উঠেছে তা একজনের কাছে জমা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল–

(ক) চাঁদার এই টাকাগুলো ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে কি?

(খ) এই টাকা থেকে কাউকে ঋণ দেয়া যাবে কি? কিংবা এ টাকা উক্ত মসজিদের উন্নতির জন্য কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাবে কি?

উত্তর :-

(ক) প্রশ্নোল্লিখিত চাঁদার টাকা শরীয়তমতে ওয়াক্‌ফ বলে গণ্য হবে না।

সূত্র:-

১. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৪৬০

رجل أعطى درهما في عمارة المسجد، أونفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح؛ لأنه وإن كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد، فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض.

২. আল মাবসূত খ: ১২ পৃ: ৫৪

ثم في وقف المنقول مقصوداً اختلاف بين أبي يوسف و محمد ذكره في السير الكبير، والجواب الصحيح فيه أن ماجرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف.

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৫ পৃ: ১৬১

چندہ کا روپیہ وقف نہیں ہوتا۔

৪. তুহফাতুল উলামা খ: ১ পৃ: ৩৬৬ পরিচ্ছেদ-৪

چندہ وقف نہیں، معطین کا مملوک ہے۔ چندہ اہل چندہ کی ملک سے خارج نہیں ہوتا۔

৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৫৭২

سوال: چندہ کے احکام وقف کے ہوں گے؟

جواب: یہ وقف نہیں، معطین کا مملوک ہے۔

৬. আল ফাতাওয়াস সিরাজিয়া পৃ: ৯১

৭. মাজমাউল বাহরাইন পৃ: ৪৭০

৮. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৪৪ পৃ: ১৬৪

৯. আল ফিকহুল হানাফী ওয়া আদিল্লাতুহু খ: ৩ পৃ: ১৫৮

১০. আল ইযাহ ফি শরহিল ইসলাহ খ: ২ পৃ: ৯৮

১১. ই'লাউস সুনান খ: ১৩ পৃ: ১৫৮

১২. আল মাদখালুল ফিকহিয়্যিল আ'ম পৃ: ১০২০

(খ) চাঁদার টাকা থেকে কাউকে ঋণ দেয়া যাবে না। তবে যদি দাতাগণ অনুমতি দেন এবং ঋণ আদায় হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়, অথবা ঋণ দেয়ার দ্বারা টাকার হিফাজত বেশি হবে বলে প্রবল ধারণা হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ আলোচনা সাপেক্ষে ঋণ দিতে পারবেন।

এতদসত্ত্বেও সতর্কতা হল– এ টাকা থেকে কাউকে ঋণ না দেয়া।

এমনিভাবে উক্ত দানকৃত টাকা কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাবে না। কেননা দাতাগণ সুনির্দিষ্ট খাতে খরচ করার জন্যই এ টাকা প্রদান করেছেন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেননি। অবশ্য, দাতাগণ অনুমতি প্রদান করলে ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

সূত্র:-

১. আল বাহরুর রায়েক খ: ৫ পৃ: ২৩৯

ولايجوز للقيم شراء شيء من مال المسجد لنفسه، ولا البيع له، وإن كان فيه منفعة ظاهرة للمسجد.

أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة، وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به.

২. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪২৩

وأما إقراض ما فضل من الوقف: قال في وصايا النوازل: رجوت أن يكون ذلك واسعا، إذا كان ذلك أحرز للغلة من إمساكه. فإن فضل من غلته فصرف الفضل إلى حوائجه على أن يرده إذا احتاج إلى العمارة، قال: لايفعل، ويتنزه غاية التنزه، فإن فعل مع ذلك، ثم أنفق فيه، رجوت أن ذلك يبرئه عما وجب عليه.

৩. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৪৩ পৃ: ৫২,৫৪

ولاخلاف بين الفقهاء في أن الاتجار بالوديعة، بدون إذن صاحبها تعدٍّ، يستوجب على الوديع الضمان.

৪. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া খ: ৪ পৃ: ৩৩৮

الوديعة لاتودع، وَلَا تُعَار ولاتؤاجر، ولاترهن، وإن فعل شيئا منها ضمن.

৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৭২৬

الجواب: باذن معطین درست ہے۔

৬. রদদুল মুহতার খ: ৫ পৃ: ৪১৭
৭. আশরাফুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৩১১
৮. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৫ পৃ: ৮৭৯
৯. ফাতাওয়ান নাওয়াযিল পৃ: ৩৩৯
১০. শরহুল মাজাল্লাহ খ: ১ পৃ: ৬৫৪
১১. ইমদাদুল আহকাম খ: ৩ পৃ: ২২৮
১২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৫ পৃ: ৪৭-৪৮

দান ও ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন :- দান ও ওয়াক্‌ফের সংজ্ঞা কী? উভয়ের হুকুমের মাঝে কী কী পার্থক্য রয়েছে?

উত্তর :- ওয়াক্ফ এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা বা আবদ্ধ রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াক্ফ হল: কোনো বস্তুকে আল্লাহ তাআলার মালিকানায় এভাবে দেয়া যে, তার ফায়দা বা উপকারিতা যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সে গ্রহণ করতে পারে।

যেমন, কেউ বলল– আমার এই জমিটি অমুক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলাম।

ওয়াক্ফের বিধান: ওয়াকফ্কৃত সম্পদ দাতার মালিকানা থেকে বের হয়ে আল্লাহ তাআলার মালিকানায় চলে যায়।

বাংলায় 'দান' শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। হেবা, সদকা, হাদিয়া, তাবাররু, আতিয়্যাহ ও ওয়াক্ফ ইত্যাদি অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই 'দান' শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে।

আর হেবা, সদকা, হাদিয়া, তাবাররু, আতিয়্যাহ ও ওয়াক্ফ এগুলোর অর্থ কাছাকাছি তথা বিনিময় ছাড়া কাউকে কোন কিছুর মালিক বানানো। যদিও বিধান ও পরিভাষাগত দিক থেকে এসবের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। মোটকথা দান বলতে সাধারণত বিনিময় ছাড়া কাউকে কিছুর মালিক বানিয়ে দেয়াকেই বুঝায়। আর ওয়াক্ফ দানেরই একটি প্রকার। তবে 'সাধারণ দান' আর 'ওয়াক্ফের' মাঝে শরয়ী আহকামের বিবেচনায় পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পার্থক্য হল–

❖ ওয়াক্ফ হল শুধু সম্পদের ব্যবহার বা উপকার গ্রহণের মালিক বানানো। সুতরাং ওয়াক্ফসম্পদের গ্রহীতা বা মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের সম্পত্তিতে যথেচ্ছা ক্ষমতা প্রয়োগ (বিক্রি বা পরিবর্তন ইত্যাদি) করতে পারে না। পক্ষান্তরে দানের ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে মূল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়। তাই গ্রহীতা দানসূত্রে প্রাপ্ত মূল সম্পদে অনেক ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

❖ দান করার পর বিশেষ কোন কারণে শরয়ী কোনো বাধা না থাকলে প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফ সম্পন্ন হওয়ার পর তা প্রত্যাহার করার কোন সুযোগ থাকে না।

❖ ওয়াক্ফ করতে হয় এমন শব্দ দ্বারা যেগুলো আল্লাহ তাআলার মালিকানায় স্থায়ীভাবে দেয়া হয়েছে বুঝায়। আর ঐ জাতীয় সম্পদ ওয়াক্ফ করা যায় যেগুলোর স্থায়িত্ব আছে। দানের ক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই।

❖ ওয়াক্ফের দাবীর পরিপন্থী শর্ত করলে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু দান এ জাতীয় শর্তের কারণে বাতিল হয় না। যেমন: ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফের সময় শর্ত করল– যে কোন সময় ওয়াক্ফসম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার থাকবে বা সে যখন চায় এ সম্পদ বিক্রি করতে পারবে ইত্যাদি। এ ধরনের শর্তের কারণে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে, তবে দান এ ধরনের শর্তের কারণে বাতিল হবে না।

সূত্র:-

১. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৪৪ পৃ: ১০৮

من معاني الوقف في اللغة: الحبس، يقال: وقفت الدار وقفا، حبستها في سبيل الله. ومنها المنع، يقال: وقفت الرجل عن الشيء وقفا: منعته عنه.

وفي ٤٤: ١١٠ أن الوقف تمليك المنفعة مع بقاء العين على ملك الله تعالى، فلايجوز التصرف فيها.

أما الهبة فهي تمليك للعين، فللموهوب له أن يتصرف فيها بمايشاء.

وفي ٤٤: ١٢١ ذهب الفقهاء إلى أن الوقف متى أصبح لازما، فلايجوز الرجوع فيه، فلايباع ولايرهن ولا يوهب ولايورث.

وفي ٤٤: ١٣٢–١٣٣ القسم الأول: شروط باطلة، ومبطلة للوقف، مانعة من انعقاده، وهي الشروط التي تنافي لزوم الوقف وتنافي مقتضاه. ومن أمثلة هذا القسم عند بعض الفقهاء: أن يشترط الواقف عند إنشاء الوقف : أن له الخيار أي في إبقاء وقفه، والرجوع فيه متى شاء، أو أن يشترط أن له حق بيعه أو هبته أو رهنه.

وفي ٤٢: ١٤٨ –الهبة– يصح الرجوع للواهب في هبته بعد القبض إذا لم يمنع مانع من موانع الرجوع، ولكنه يكره تنزيها.

২. আল হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৩৫০

فهو –الوقف– في الشرع ... وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد.

(ص٣٥٢) وأما حكمه: فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى.

৩. মু'জামুল মুছতালাহাতিল আলফাজিল ফিকহিয়্যা খ: ৩ পৃ: ৪৪৪, ৪৯৪,
৪. মু'জামুল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ পৃ: ৬৫৫
৫. কামুসুল ফিকহ খ: ৫ পৃ: ২৯৩, ৩২৬
৬. ফাতহুল কাদীর খ: ৬ পৃ: ১৮৬
৭. ই'লাউস সুনান খ: ১৩ পৃ: ৯৮
৮. আল বিনায়া খ: ৭ পৃ: ৪২২
৯. মাজমাউল আনহুর খ: ১ পৃ: ৭৩০
১০. ফাতাওয়ান নাওয়াযিল পৃ: ৩৩৭
১১. আল ইজাহ ফি শরহিল ইসলাহ খ: ২ পৃ: ৯২
১২. আল ফিকহুল হানাফী খ: ৩ পৃ: ১৫১
১৩. লিসানুল আরব খ: ৯ পৃ: ৩৫৯

মাদরাসার সাধারণ দানের ফান্ড থেকে মেহমানদারী করা

প্রশ্ন :- মাদরাসার সাধারণ দানের যে ফান্ড থাকে (যে ফান্ডে যাকাত ফিতরা ইত্যাদি ছদকায়ে ওয়াজিবা গ্রহণ করা হয় না) তা থেকে মাদরাসার হিতাকাঙ্ক্ষী বা আগত মেহমানদের মেহমানদারী করানো যাবে কি?

উত্তর :- নফল দান সাধারণত দাতাগণ মাদরাসার সার্বিক কল্যাণের জন্যই দিয়ে থাকেন। তাই যাদের দ্বারা মাদরাসার উল্লেখযোগ্য ফায়দা হয় বা ফায়দা হবে বলে আশা করা যায়, তাদেরকে মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় মেহমানদারী করানো যাবে এবং তা মাদরাসার জরুরতের মধ্যে গণ্য হবে।

তবে ব্যাপক কোন মেহমানদারীর আয়োজন; যাতে মাদরাসার উল্লেখযোগ্য কোনো ফায়দার সম্ভাবনা নেই তা সাধারণ ফান্ড থেকে করা যাবে না। বরং এর জন্য ভিন্ন কোনো ফান্ড বানাতে হবে বা ব্যক্তিগতভাবে কেউ এর খরচ বহন করবে। হ্যাঁ, যদি সাধারণ ফান্ড থেকেই তা করতে হয় তাহলে সকল দাতাদের অনুমতি নিতে হবে।

সূত্র:-

১. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৯ পৃ: ৯৬

سوال: مدارس میں کبھی کبھی کسی عالم کو بلایا جاتا ہے یا وہ خود تشریف لے آتے ہیں، اسی طرح کبھی مدرسہ کے کسی ہمدرد کو مدرسہ کے مفاد کے پیش نظر دعوت دیکر بلایا جاتا ہے، تو ان مہمانوں پر مدرسہ کے خزانے میں سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کبھی آنے والے بزرگ سے لوگ استفادہ کی نیت سے مدرسہ آجاتے ہیں، تو آنے والوں کو مدرسہ کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب: ... صورت مسئولہ میں اگر چندہ دہندہ گان کی اجازت اور رضا مندی صراحۃ یا دلالۃ ہو تو ان مخصوص لوگوں کی مہمان نوازی جن کی ذات سے مدرسہ کو معتد بہ نفع کی توقع ہو درست ہے۔ ورنہ مہتمم اور اہل شوری اپنے پاس سے خرچ کریں۔

২. আল হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৪৬১
৩. রদদুল মুহতার (সাইদ) খ: 8 পৃ: ৪৩৩
৪. আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর পৃ: ১৭০
৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ৬১১

পুরাতন মসজিদের বারান্দায় ফুল গাছ লাগানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- একটি পুরাতন মসজিদের সংস্কারের সময় তার বারান্দাকে মূল মসজিদ থেকে বাহিরে রাখা হয়েছে। তার একাংশে নতুন মসজিদের সিঁড়ি বানানো হয়েছে। আর অন্য অংশে ফুলের বাগান করে তা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। তবে সেখানে মাঝে-মধ্যে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ঢোকে। এখন জানার বিষয় হল, উক্ত স্থানকে হিফাযতের জন্য এতটুকু ব্যবস্থা যথেষ্ট কি? আর ঐ সিঁড়ি দিয়ে মুসল্লিরা জুতা পায়ে উঠতে পারবেন কি?

উত্তর :- পুরাতন মসজিদের বারান্দাকে যদি তৎকালীন মসজিদ-কর্তৃপক্ষ মসজিদের অর্ন্তভুক্ত না করে থাকেন, তাহলে তাতে সিঁড়ি এবং ফুলবাগান করা জায়েয হয়েছে। আর যদি উক্ত বারান্দাকে কর্তৃপক্ষ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন, অথবা এ ব্যাপারে কোন কিছু জানা না থাকে তাহলে উক্ত বারান্দা মসজিদের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। ফলে এ অংশকে নতুন মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না করা এবং তাতে ফুলগাছ লাগানো কোনোটাই জায়েয হয়নি। পূর্বের মতো ঐ স্থানকে সর্বদা নামাজের জন্য উপযুক্ত করে রাখা আবশ্যক।

তবে উক্ত বারান্দার যে কোনো অংশে নতুন মসজিদের সিঁড়ি নির্মাণ করা জায়েয হবে; কিন্তু এক্ষেত্রে করণীয় হল– সিঁড়িসহ পুরাতন বারান্দার অবশিষ্ট অংশকে নতুন মসজিদ-ভবনের অন্তর্ভুক্ত করে নিবে অথবা এমন ব্যবস্থা নিবে, যাতে মানুষ উক্ত স্থানকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং তাতে জুতা পায়ে প্রবেশ করা, থুতু ফেলা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকে। মোটকথা, পুরাতন বারান্দার জায়গায় মসজিদের যাবতীয় আদব রক্ষা পায় সে ব্যবস্থা নিবে।

সূত্র:-

১. আল বাহরুর রায়েক (সাঈদ) খ: ৫ পৃ: ২৪৮

ولو قال المصنف رحمه الله تعالى 'ومن جعل أرضه مسجدا' بدل قوله 'ومن بنى' لكان أولى، لأنه لو كان له ساحة لابناء فيها فأمر قومه أن يصلوا فيها بجماعة، قالوا: إن أمرهم بالصلاة فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة فيها بالجماعة ولم يذكر أبدا إلا أنه أراد بها الأبد، ثم مات لايكون ميراثا عنه، وإن أمرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات تكون ميراثا عنه.

وفي ٥:٢٥١ وفي البزازية: ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولامسكنا وقدمناه ... وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لايعود ميراثا، ولايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى، كذا في الحاوي القدسي، وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف، ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه.

২. ই'লামুস সাজিদ বি আহকামিল মাসাজিদ পৃ: ২৪০

السادس والثلاثون: يكره غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في المساجد لما فيه من التضييق على المصلين، ولأنه ليس من فعل السلف وحكاه في البيان عن الصيمري، وكذا جزم في الروضة بكراهة الغرس وهو وجه، والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور.

৩. আল হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১১০

ولا يحفر في المسجد بئر ماء، ولو كانت البئر قديمة تترك، كبئر زمزم، ويكره غرس الشجر في المسجد لأنه تشبه بالبيعة ويشغل مكان الصلاة، إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد، بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيها الشجر ليقل النزّ، كذا في فتاوى قاضيخان.

৪. আদদুররুল মুখতার খ: ৪ পৃ: ৩৫৮ ও খ: ১ পৃ: ৬৬১
৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া (করাচি) খ: ১৫ পৃ: ২২৫-২২৭
৬. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৯ পৃ: ১১৮

এক মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির মাটি অন্য মসজিদে ব্যবহার করা

প্রশ্ন :- পুরাতন মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ফসলি জমির মাটি একই এলাকার অন্য কোন মসজিদের ভরাট কাজে ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর :- কোনো মসজিদের ওয়াক্‌ফ-সম্পদ ঐ মসজিদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যবহার করতে হয়। অতএব, এক মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির মাটি অন্য মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

সূত্র:-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ৪ পৃ: ৩৫৯

أن الفتوى على أن المسجد لايعود ميراثا ولايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر.

وفي ٤٤٥ على أنهم صرّحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ৫ পৃ: ২৫১

وقال أبو يوسف رحمه الله: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لايعود ميراثا ولايجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهوالفتوى.

মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারবার ভাঙ্গা-গড়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন অংশ বারবার ভেঙ্গে নির্মাণ করা ঠিক হবে কি?

উত্তর :- মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কোনো অংশকে বারবার ভাঙ্গা-গড়ার অনুমতি নেই। চাই তা মসজিদের ফান্ড দ্বারা হোক কিংবা ব্যক্তি বিশেষের টাকা দ্বারাই হোক। কেননা এর দ্বারা মসজিদ খেলার বস্তুতে পরিণত হয়, মসজিদের অসম্মান হয়। যাদের অর্থ আছে তারা একেকজন একেক সময় নতুন পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করতে চাইবে। এ দিকে পূর্বে যে করেছে সে ভাঙতে সম্মত হবে না। এ নিয়ে ফেতনা সৃষ্টি হবে। তাই মসজিদ নিয়ে এমনটি করার এখতিয়ার দেয়া যায় না।

বস্তুত মসজিদ কোনো কারুকার্য প্রদর্শন ও ফ্যাশনের ক্ষেত্র নয়। শুরুতেই কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করলে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না।

সূত্র:-

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খ: ১ পৃ: ১৯১-১৯২

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عنه، فلما قتله الحجاج في سنة ثلاثة وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك، فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بردها إلى ما كانت عليه، فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر، ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار في جوف الكعبة، فارتفع بابها الشرقي، وسدوا الغربي بالكلية، كما هو مشاهد إلى اليوم، ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين، ندموا على ما فعلوا، وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور، استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير، فقال له: إني أخشى أن يتخذها الملوك لعبة – يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد – فاستقر الأمر على ما هي عليه اليوم.

২. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৯ পৃ: ৭০

বিশেষ কোনো দিনে মসজিদ সজ্জিত করা

প্রশ্ন :- বিশেষ কোনো দিনকে কেন্দ্র করে যেমন– শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদিতে মসজিদকে সুসজ্জিত করার (যেমন– লাইটিং করা বা গেট তৈরী করার) বিধান কী?

উত্তর :- বিশেষ কোনো দিন বা রাতকে কেন্দ্র করে মসজিদকে সাজানো বা আলোকসজ্জা করা জায়েয নয়। মসজিদ সাজানোর সাথে ঐ সকল দিন বা রাতের কোনো সম্পর্ক নেই।

সূত্রঃ-

১. আল হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৪৬১

ولايجوز أن يزاد على سراج المسجد، سواء كان في شهر رمضان أو غيره، قال: ولا يزين به المسجد.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ৫ পৃ: ২১৫

وفي القنية: وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة، وكذا في المساجد. ويضمن القيم، وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في رمضان وليلة القدر.

৩. তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়া খ: ২ পৃ: ৩৫৯
৪. গময়ু উয়ূনিল বাছাইর খ: ৪ পৃ: ৬২
৫. ফাতাওয়া রশীদিয়া পৃ: ১৪৬, ৫২৪, ৫৩২
৬. ফাতাওয়া উসমানী খ: ১ পৃ: ১২১, ১২৩, ১২৫
৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৩ পৃ: ২৫৮, ২৬৯
৮. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ৫ পৃ: ২৮৯
৯. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৯ পৃ: ৭০

পুরাতন কবরের উপর মসজিদ বানানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি তার পারিবারিক কবরস্থানসহ আরো কিছু জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়। অতঃপর কবরস্থানের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরে মসজিদ সম্প্রসারণের সময় কবরস্থানের

কিছু অংশ মসজিদের ভিতরে এসে যায় এবং আরো কিছু কবর নিশ্চিহ্ন করে সেখানে মসজিদের যাতায়াত-রাস্তা ও অজুর জন্য পানির কল বসানো হয়েছে। বর্তমানে মসজিদের ইস্তিঞ্জাখানার প্রয়োজন। প্রশ্ন হল– ঐ নিশ্চিহ্ন কবরের উপর ইস্তিঞ্জাখানা বানানো যাবে কি? উক্ত জায়গায় মসজিদ সম্প্রসারণ, রাস্তা বানানো ও পানির কল বসানো শরীয়তসম্মত হয়েছে কি?

উত্তর :- যেহেতু জায়গার মালিক উক্ত কবরস্থানের জায়গাটি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন, তাই কবরগুলো যদি এত পুরাতন হয় যে, দাফনকৃত লাশগুলো মাটির সাথে মিশে গেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, তাহলে তার উপর মসজিদ সম্প্রসারণ, রাস্তা তৈরি ও কল বসানো বৈধ হয়েছে। এমনিভাবে এমন পুরাতন কবর নিশ্চিহ্ন করে সে স্থানে ইস্তিঞ্জাখানা বানানো জায়েয হবে। তবে নতুন কবর থাকলে লাশ মাটিতে মিশে যাওয়া পর্যন্ত তার সম্মান রক্ষা করতে হবে।

সূত্র:-

১. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ১ পৃ: ২৪৬

ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره، وزرعه والبناء عليه.

২. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খ: ২ পৃ: ২৯৬

مسجد کی توسیع بھی ایک ضرورت ہے، اور مسلمانوں کی قبروں کا احترام بھی ضروری ہے، اسلئے نئی اور پرانی قبروں میں فرق کرنا ہوگا، ویران اور متروک قبرستان میں تو قبریں ہوتی ہی ہیں پرانی، جو قبرستان ابھی استعمال میں ہے ان میں جدید قدیم کی رعایت کرنی ہوگی اور ایسے حصہ میں۔ قبرستان کی۔ توسیع درست ہوگی جہاں قدیم قبریں ہیں۔

৩. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৯৫

৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১৬৭

৫. মারাকীল ফালাহ পৃ: ৬১২-৬১৩

মসজিদের কোনো আসবাবপত্র ব্যবহারের অনুপযোগী হলে

প্রশ্ন :- ওয়াক্ফকৃত মসজিদ যদি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে এ মসজিদের জমি, আসবাবপত্র তথা বেড়া, জানালা, দরজা ইত্যাদি বিক্রি

করে নতুন মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি? যদি না যায় তাহলে এগুলোর হুকুম কী?

উত্তর :- মসজিদ অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি চিরদিনের জন্যই ওয়াক্‌ফ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থাকবে। এ মসজিদের কোনো আসবাবপত্র যদি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায় তাহলে তা বিক্রি করে ওসবের মূল্য এ মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হবে, অন্য কোনো মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

সূত্র:-

১. আল হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৪৫৮

لو صار أحد المسجدين قيماً وتداعى إلى الخراب فأراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنه لا يجوز.

২. আদ্দুররুল মুখতার খ: ৪ পৃ: ৩৮৬

وأمّا الاستبدال بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي.

৩. রদদুল মুহতার খ : ৪ পৃ: ৩৫৯

ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لايعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف، فيباع نقضه بإذن القاضي و يصرف ثمنه إلى بعض المساجد.

৪.খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ৪২৫-৪২৬

بواري المسجد إذا صارت خلقا واستغنى أهل المسجد عنها وقد بسطها إنسان، إن كان الذي بسطها حيا فهي له، وإن مات ولا وارث له قال في الفتوى: أرجو أن لابأس أن يدفع أهل المسجد إلى فقير أو ينتفعوا بثمنها في شراء حصير آخر، وكذا لو كان الذي بسطها حيا يفعل ذلك.

১. আল হিদায়া খ: ২ পৃ: ৬৪২
২. আল বাহরুর রায়েক খ: ৫ পৃ: ২৫২
৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৪ পৃ: ৪৭৪
৪. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ২ পৃ: ৪৫৮
৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৬ পৃ: ৪৫১

শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফ জরুরী

প্রশ্ন :- ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদ ও ওয়াক্‌ফবিহীন মসজিদে নামাজ আদায়ের মধ্যে ছাওয়াবে কোনো তারতম্য আছে কি? জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত না হলে সেটি কি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে? এবং মুখে মসজিদ ঘোষণা না দিয়ে কোনো স্থানে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় শুরু করলে সে স্থানটি কি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যায়?

উত্তর :- কোনো স্থান শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য সে স্থান ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত নামাজের স্থান ওয়াক্‌ফকৃত নয় সেগুলোকে লোকমুখে মসজিদ বলা হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মসজিদ নয়। তবে সেখানে জুমাসহ সকল নামায আদায় করা যাবে।

ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদে আদায়কৃত নামাজের ছাওয়াব ওয়াক্‌ফবিহীন মসজিদের নামাজের ছাওয়াবের চেয়ে বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য, জমির মালিক যদি কোনো জায়গা মসজিদের জন্য মৌখিক ওয়াক্‌ফ করে দেয় তাহলেও উক্ত জমি ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে। আর যদি মৌখিক ওয়াক্‌ফ না করে, মসজিদ বানানোর নিয়তে কোন স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাজ পড়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে একবার আযান-ইকামতসহ নামাজ পড়ার দ্বারা সে স্থানটি মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে। তবে যদি মসজিদ বানানোর নিয়ত না করে (নিজ মালিকানাধীন রেখে) সাময়িক নামাজ পড়ার অনুমতি দেয় তাহলে তা ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে না এবং সেটা শরয়ী মসজিদ বলেও গণ্য হবে না।

সূত্রঃ-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: 8 পৃ: ৩৫৫-৫৬

(ويزول ملكه عن المسجد والمصلّى(بالفعل، و)بقوله: جعلته مسجدا(عند الثاني.

وفي رد المحتار ٤: ٣٥٦: قوله'بالفعل': أي بالصلاة فيه، ففي شرح الملتقى: أنه يصير مسجدا بلا خلاف، ثم قال عند قول الملتقى 'وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول': ولم يرد أنه لايزول بدونه، كماعرفت أنه يزول بالفعل أيضا بلا خلاف.

২. ই'লামুস সাজিদ বিআহকামিল মাসাজিদ পৃ: ২৬৩

الصلاة في الجامع أفضل من المسجد الصغير لكثرة الجماعة .

৩. ইমদাদুল মুফতীন (দারুল উলুম কদীম) পৃ: ৮১২

جس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ مسجد شرعی نہیں بنی۔

৪. ইমদাদুল আহকাম খ: ১ পৃ: ৪৪৭

مسجد وہی ہے جو وقف ہو، جو وقف نہو وہ مسجد نہیں ہے، اسمیں جماعت کرنے سے جماعت کاثواب ملیگا مگر مسجد کا ثواب نہ ملیگا، اور بدون وقف کئے فقط مکان میں نماز کی اجازت دینے سے مسجد نہیں ہوتی۔

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৪ পৃ: ৩৯১

৬. ফাতাওয়ান নাওয়াযিল পৃ: ৬৩

৭. ফাতাওয়া শামী খ: 8 পৃ: ৩৫৫-৫৬

কবরস্থানে ঘর বা টিউবওয়েল বানানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- একটি বাড়ীতে পুরাতন কবরস্থান আছে। বাড়ীতে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় উক্ত জায়গায় বিভিন্ন কাজ করতে হচ্ছে। এখন সেখানে ঘর বানানো বা টিউবওয়েল বসানো জায়েয হবে কি?

উত্তর :- উক্ত কবরস্থান যদি ওয়াক্‌ফকৃত হয় তাহলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেখানে ঘর বানানো বা টিউবওয়েল বসানো ইত্যাদি কোনো কাজ বৈধ হবে না। আর যদি ওয়াক্‌ফকৃত না হয়, তাহলে যে জায়গায় কোন কবর নেই অথবা থাকলেও লাশ মাটিতে মিশে গেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, সে জায়গা জমির মালিক যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে নতুন কবর থাকলে তার অসম্মান হয় মত কিছু করা যাবে না।

সূত্রঃ-

১. আল হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৪৭০

وسئل هو–القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي– أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولاغيره، هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط.

২. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ১ পৃ: ২৪৬

ولو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره، وزرعه والبناء عليه.

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৫ পৃ: ৩৭

اگر وہ قبرستان وقف نہیں، بلکہ مملوک ہیں اور قبریں اتنی پرانی ہے کہ میت بالکل مٹی ہوچکی ہوگی، تو اسکے احکام قبرستان کے نہیں رہے، وہاں مالک کو اور مالک کی اجازت سے دوسروں کو مکان بنانا شرعا درست ہے، اور بیت الخلا بنانا بھی جائز ہے، جو حکم اور زمین کا ہے وہی حکم اس جگہ کا ہے، احترام میت کا تھا جب وہ نہیں تو اس جگہ کا کوئی خاص احترام بھی نہیں، جاز زرعه والبناء عليه إذا صار ترابا ، زيلعي، درمختار - اگر وہ قبرستان وقف ہے تو وہاں اپنا مکان بنانا درست نہیں۔

এক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় অন্য মসজিদ বানানো

প্রশ্ন :- আমাদের এলাকায় অনেক পুরাতন একটি মসজিদ রয়েছে যাতে নিয়মিত নামায আদায় হয়। কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি উক্ত মসজিদের উন্নয়নের জন্য একটি জমি ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। যা ঐ মসজিদ থেকে প্রায় ৩০ হাত দূরে। সমাজের কিছু লোক সেখানে আরো একটি মসজিদ বানাতে চাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পুরাতন মসজিদের উন্নয়নের জন্য ওয়াক্ফকৃত এ জায়গায় নতুন আরেকটি মসজিদ বানানো জায়েয হবে কি?

উত্তর :- উক্ত স্থানে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে না। বরং ঐ জমি পূর্বের মসজিদের অধীনেই থাকবে এবং তা থেকে আয়কৃত অর্থ পূর্বের মসজিদের উন্নয়নেই খরচ করতে হবে।

সূত্র:-

১. রদ্দুল মুহতার খ: ৪ পৃ: ৩৪৩

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع.

وفي ٤ : ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

২. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৬ পৃ: ৪১১

وقف علی المسجد میں قبر بنانا جائز نہیں ہے۔

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৪ পৃ: ৩০৪
৪. দারুল উলুম জাদীদ খ: ১৩ পৃ: ৩৭৭

মসজিদে অস্থায়ী মাদরাসা বানানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- এক এলাকার লোকজন তাদের মসজিদে একটি অস্থায়ী হেফজখানা বানাতে চাচ্ছে। তাদের পরিকল্পনা হল– তারা মাদরাসাটি প্রথমে মসজিদেই শুরু করবে। তারপর মাদরাসার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে সেখানে ভবন নির্মাণ করে মাদরাসাকে তারা সেখানে স্থানান্তর করবে। এমনটি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর :- দ্বীনি শিক্ষাকে ব্যাপক করার লক্ষে প্রত্যেক এলাকায় মাদরাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরী এবং সাওয়াবের কাজ। অপরদিকে মসজিদ আল্লাহ পাকের ঘর; যা অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। এর আদব-ইহতিরাম ও পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। তাই ফুকাহায়ে কেরাম মসজিদে অবুঝ বাচ্চাদের তালীম দিতে এবং মসজিদে স্বতন্ত্র মাদরাসা কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে মসজিদের পবিত্রতা ও আদব-ইহতিরাম ঠিক রাখা যায় না। তাছাড়া বিনিময় নিয়ে মসজিদের মধ্যে তালীম-তরবিয়ত প্রদান করাকেও ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন। এসব কারণে মাদরাসা করা অনেক জরুরী ও সাওয়াবের কাজ হওয়া সত্ত্বেও তা মসজিদের মধ্যে করা যাবে না। মাদরাসা হতে হবে মসজিদের বাইরে আলাদা স্থানে। আলাদা জায়গা না পাওয়া গেলে বাড়ী ভাড়া নিয়ে হলেও মসজিদের বাইরেই মাদরাসা রাখার চেষ্টা করবে। অবশ্য বিশেষ কিছু অবস্থায় নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মসজিদের মধ্যে তালীম দেয়া বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। নিম্নে সেসব শর্তসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

১. কোন ব্যক্তি যদি পারিশ্রমিক ছাড়া অনাবাসিকভাবে মসজিদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক অথবা বুঝমান বাচ্চাদের কুরআন শরীফ বা দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেন তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। যেমনটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা-তাবেয়ীনদের যুগে ছিল।

২. মসজিদের কোন খাদেম যার মূল কাজ আযান দেয়া বা মসজিদ পরিষ্কার রাখা। তিনি যদি মসজিদের মধ্যে এলাকার বাচ্চাদের কুরআন শরীফ শিক্ষা দেন এবং এর জন্য পৃথক কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করেন তাহলে এর অনুমতি আছে। তবে একেবারে অবুঝ বাচ্চা ও বালেগের কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের মসজিদে আনা যাবে না। এমনিভাবে মাদরাসার এমন কর্মচারী যার মূল দায়িত্ব পাঠদান ছাড়া অন্য কিছু যেমন: হিসাব-নিকাশ, বাজার করা ইত্যাদি তাকে যদি ইলমের সাথে সম্পর্ক থাকার জন্য মূল কাজের বাইরে অতিরিক্ত দুই একটি সবক দেয়া হয় আর তিনি তা মসজিদে পড়ান তাহলে এর অবকাশ আসতে পারে।

৩. কোন এলাকার অবস্থা যদি এমন হয় যে, সেখানে মাদরাসা করা খুবই প্রয়োজন। কাছে-ধারে কোন মাদরাসা নেই, আবার মাদরাসার জন্য পৃথক কোন জায়গারও ব্যবস্থা হচ্ছে না। আর মাদরাসার জন্য কেউ বাড়ী ভাড়াও দিচ্ছে না বা ভাড়া বাড়ীও পাওয়া যাচ্ছে না। ইউরোপ-আমেরিকার মুসলিম সংখ্যালঘু রাষ্ট্রগুলোতে অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যে, সেখানে মসজিদের বাইরে আলাদা মাদরাসা করার অনুমতি থাকে না বা অনুমতি থাকলেও মাদরাসার জন্য বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলো পালন করে মসজিদে মাদরাসা করা যেতে পারে।

শর্তসমূহ :-

১. মসজিদের পবিত্রতা ও আদব-ইহতিরামের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

২. মুসল্লীদের নামাজে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৩. একেবারে অবুঝ বাচ্চাদের মসজিদে আনা যাবে না।

৪. অনাবাসিক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করবে।

৫. উস্তাদগণ বেতনের মানসিকতা বাদ দিয়ে শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ভাতা নেয়ার মানসিকতায় খেদমত বা শিক্ষা দান করবেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে আমাদের সমাজে মসজিদের মধ্যে মাদরাসা করার প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধের বিষয়গুলো বিবেচনা না করে যেভাবে ব্যাপকহারে মসজিদে-মসজিদে যথারীতি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য।

সূত্র:-

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৫০

عن واثلة بن الأسقع، أن النبي ﷺ قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلّ سيوفكم.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ৫ পৃ: ২৫০

لوعلّم الصبيان القرآن في المسجد لايجوز ويأثم، وكذا التأديب فيه، أي: لايجوز التأديب فيه، إذا كان بأجر، وينبغي أن يجوز بغير أجر. وأما الصبيان فقد قال النبي ﷺ : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم.

৩. গমযু উয়ূনিল বাছাইর খ: ৪ পৃ: ৫৬

ولايجوز تعليم الصبيان القرآن في المسجد، للمروي "جنبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم"، وهو صريح في عدم الجواز سواء كان بأجر أو لا.

৪. আল হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১১০

الخياط إذا كان يخيط في المسجد يكره، إلا إذا جلس لدفع الصبيان وصيانة المسجد، فحينئذ لا بأس به، وكذا الكاتب إذا كان يكتب بأجر يكره وبغير أجر لا، وأما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر، إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أو غيره لا يكره، وفي نسخة القاضي الإمام: وفي إقرار العيون جعل مسألة المعلم كمسألة الكاتب والخياط .كذا في الخلاصة.

৫. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৬৫৬

৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৪ পৃ: ৬০২,৬০৬

৭. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৬ পৃ: ৪৫৮

মসজিদ হওয়ার জন্য জমি ওয়াক্‌ফকৃত ও রেজিস্ট্রি হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- কোন জায়গায় মসজিদ বানানোর জন্য কি উক্ত জায়গাকে ওয়াক্‌ফ করা জরুরী? জরুরী হলে শুধু মৌখিক ওয়াক্‌ফই যথেষ্ট নাকি রেজিস্ট্রিও করতে হবে?

উত্তর :- কোনো জায়গায় শরয়ী মসজিদ নির্মাণের জন্য উক্ত জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরী, দলিলমূলে রেজিস্ট্রি হওয়া জরুরী নয়। বরং মৌখিকভাবে দিয়ে দিলেই তা ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কেউ বলল– আমি এই জমি মসজিদের জন্য দিয়ে দিলাম বা আমার অমুক জমি মসজিদের জন্য দিলাম ইত্যাদি যে কোনোভাবে কোনো জমি মসজিদের জন্য নির্ধারিত করে দিলেই তা ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে এবং তাতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। এমনকি মৌখিকভাবে কোন কিছু না বলে কোন জায়গা স্থায়ীভাবে নামাজের জন্য দিয়ে দেয়ার পর সেখানে জামাতের সাথে এক-দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়া হলে, তাও ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, অস্থায়ীভাবে কোনো জায়গায় নামাজের স্থান বানাতে চাইলে তা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া জরুরী নয়।

সূত্রঃ-

১. আল হিদায়া (ফাতহুল কাদীরের সাথে) খঃ ৬ পৃঃ ২১৬-১৭

فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه ... وقال أبو يوسف يزول ملكه بقوله جعلته مسجداً.

২. ফাতহুল কাদীর খঃ ৬ পৃঃ ২১৬

فعند أبي حنيفة لا يشترط في زوال الملك عن المسجد حكم الحاكم ولا الإيصاء به.

১. ফাতাওয়া শামী খঃ ৪ পৃঃ ৩৩৮, ৩৫৬

২. আত তাহতাবী আলাদ দুর খঃ ২ পৃঃ ৫২৯

৩. আল বাহরুর রায়েক খঃ ৫ পৃঃ ১৯৭

৪. জামেউল ফাতাওয়া খঃ ৩ পৃঃ ৪০৩,৪২২-৪২৩

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ১৪ পৃঃ ২৬৭-২৬৮

৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া খঃ ২ পৃঃ ৬০২

যৌথ মালিকানাধীন জায়গায় যৌথভাবে মসজিদ তৈরী করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- 'ক' ও 'খ' একটি দাগের জমির যৌথ মালিক থাকা অবস্থায় তাতে ১৯৪৬ ঈ. সালে একটি টিনের মসজিদ তৈরী করে। পরে ১৯৭৭ সনে মসজিদটি পাকা করা হয়। পাকা করার পূর্বেই জমিটি উত্তর অংশ এবং দক্ষিণ অংশ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। উত্তর অংশের মালিক 'ক' এবং দক্ষিণ অংশের মালিক 'খ'। আর মসজিদটি প্রথম অবস্থা হতেই উত্তর অংশে ছিল। প্রশ্ন হল মসজিদের জমি কি শুধু 'ক' এর অংশ হতে যাবে নাকি 'ক' ও 'খ' উভয়ের অংশ হতে যাবে? প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের জন্য সরকারী অথবা অন্য কোনো সাহায্য পাওয়ার লক্ষে ১৯৮৩ ঈ. সালে 'ক' অংশের মালিকের দুই পুত্র 'খ' অংশের মালিকের অনুমতিক্রমে রেজিস্ট্রিমূলে ওয়াক্ফ করে দেয়।

উত্তর :- প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে যেহেতু 'ক' এবং 'খ' উভয়ের যৌথ উদ্যোগে যৌথ মালিকানাধীন জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তাই মসজিদের জন্য যে পরিমাণ জমি নির্ধারণ করা হয়েছে তা উভয়ের পক্ষ থেকে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে গেছে। তাদের জন্য জরুরী ছিল এভাবে জমি বণ্টন না করে প্রথমত যৌথ জমি থেকে মসজিদের জমি আলাদা করা। অতঃপর অবশিষ্ট জমি দু'জনে বণ্টন করে নেয়া। এভাবে না করার কারণে তাদের এ বণ্টন সহীহ হয়নি। এখন তাদের করণীয় হল মসজিদের জন্য নির্ধারিত জমি ব্যতীত অবশিষ্ট জমি নতুন করে 'ক' এবং 'খ' উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে নেয়া। অন্যথায় 'খ' শরীয়তের দৃষ্টিতে জুলুমকারী সাব্যস্ত হবেন।

সূত্রঃ-প্রাগুক্ত

অন্যের জমিতে জোরপূর্বক মসজিদ তৈরি করা

প্রশ্ন :- একটি মসজিদের পশ্চিম পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি আবাদ কবরস্থান রয়েছে। যেখানে জীবিত মালিকের বাবা-মা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়ের লাশ দাফন করা হয়েছে এবং তারও আশা তার কবরও

সেখানে হবে। ঐ এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেরা নিজেরা কমিটি বানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দ্বারা তা সত্যায়িত করে মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করে। পুনঃনির্মাণকালে মসজিদের জায়গা থাকা সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বকভাবে ঐ পারিবারিক কবরস্থানকে তার মালিকের সম্মতি ছাড়া মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এখন প্রশ্ন হল- এভাবে অন্যের জমিতে মসজিদ করা বৈধ হবে কি? এ ক্ষেত্রে কবরস্থানের মালিকের করণীয় কী?

উত্তর :- মালিকের অনুমতি ছাড়া তার জমিতে মসজিদ নির্মাণ বা সম্প্রসারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেউ এমন করে থাকলে তা অবশ্যই অন্যায় হয়েছে। উক্ত জমিতে নির্মিত মসজিদের অংশ মালিক অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না।

অতএব, এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের করণীয় হল- আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং জমির মালিককে যে কোনোভাবে রাজি করানোর চেষ্টা করা। মালিক যদি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি প্রদান করে তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাতে নামাজ আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী এবং তার জমি তাকে ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক। জমির মালিক এ ব্যাপারে আইনী ব্যবস্থা নিতেও শরীয়তে কোন বাধা নেই।

সূত্রঃ-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ৪ পৃ: ৩৯০

قلت: وهو كذلك فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكا لغيره، فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء وكذا لو كانت ملكا له فإن لورثته بعده ذلك فلايكون الوقف مؤبدا.

وفي ٤: ٣٤١ ولوأجاز المالك وقف فضولي جاز.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ৩৮১

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৩৫৩

৪. আল বাহরুর রায়েক খ: ৫ পৃ: ১৮৮

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৪ পৃ: ৪০৮

৬. কিফায়াতুল মুফতী খ: ৭ পৃ: ৫২,৫৪

ওয়াক্ফকৃত মসজিদে ঈদের নামাজ পড়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- ওয়াক্ফকৃত মসজিদে ঈদের নামাজ পড়া যাবে কি?

উত্তর :- ঈদের নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য নামাজের জায়গা বা মসজিদ ওয়াক্ফকৃত হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং যে কোন মসজিদেই ঈদের নামাজ আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। তবে ঈদের নামাজ কোন খোলা ময়দানে বা ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা সুন্নত, ওযর ব্যতীত মসজিদে আদায় করা খেলাফে সুন্নত।

সূত্র:-

১. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ১৬৯

(والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنة وإن وسعهم المسجد الجامع) هو الصحيح.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৮ পৃ: ৪১৫

مندوب و مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے، پنجگانہ کی مسجد میں ادا کرنے سے بھی نماز عید ادا ہو جاتی ہے۔

বহুতল ভবনের নীচ তলায় ঈদের নামাজ পড়া

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি একটি ছ'তলা ভবন তৈরী করছে এ নিয়তে যে তার প্রথম তলায় ঈদের নামাজ আদায় করা হবে। আর বাকি পাঁচ তলা মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ হবে। আর এখন পর্যন্ত তিন তলার কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত স্থানে ঈদের নামাজ আদায়ে শরীয়তের কোনো বাধা আছে কি?

উত্তর :- উক্ত স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করা যেতে পারে। তবে সকলের জন্য সেখানে ঈদের নামাজ পড়ার সাধারণ অনুমতি থাকতে হবে। মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হতে হবে।

সূত্রঃ-

১. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৮ পৃঃ ৪০৩

جو شرائط جمعہ کے لئے ہیں عموماوہی عید کے لئے ہیں، مثلا اذن عام دونوں جگہ شرط ہے اگر کوئی خاص مکان میں جہاں اذن عام نہ ہو نماز عید پڑھے تو یہ درست نہیں جیسا کہ جمعہ درست نہیں۔ اگر اذن عام ہو تو درست ہے اس جگہ کا وقف ہونا شرط نہیں، بلکہ مملوک میں بھی درست ہے۔

সেপটি ট্যাংকির ছাদের উপর নামাজ পড়া

প্রশ্ন :- একটি ভবনের আন্ডার গ্রাউন্ডে সেপটি ট্যাংকি রয়েছে। যার উপর মোটা ছাদ দেয়া আছে। এখানে নামাজ পড়া যাবে কি?

উত্তর :- সেপটি ট্যাংকির উপরিভাগ পাক হলে তার উপর নামাজ পড়া যাবে।

সূত্রঃ-

১. মারাকীল ফালাহ পৃঃ ২০৮

وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبداً ... فلم يجد ريح النجاسة جازت صلاته.

২. হাশিয়াতুত তাহতাবী পৃঃ ২০৮

(إن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا) والمراد أنه ألقى عليها ذا جرم غليظ يصلح للشق نصفين، كحجر ولبن وخشب كما في البدائع والخانية.

ঈদগাহ উন্মুক্ত হতে হবে এর অর্থ

প্রশ্ন :- ঈদগাহ উন্মুক্ত হতে হবে এর অর্থ কী?

উত্তর :- ঈদের নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হল, ঈদগাহ ঐ এলাকার সকল শ্রেণীর মুসল্লিদের জন্য উন্মুক্ত থাকা। তবে এ উন্মুক্ত থাকার অর্থ– কারো অংশগ্রহণে বাধা না থাকা। উন্মুক্ত থাকার অর্থ এটা নয়

যে, কোনো বাড়ীর মধ্যে ঈদের নামাজ হবে না বা ঈদগাহের চারপাশে দেয়াল তোলা যাবে না ইত্যাদি।

সূত্র:-

১.ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৮ পৃ: ৪০৩

جو شرائط جمعہ کے لئے ہیں عموماوہی عید کے لئے ہیں، مثلا اذن عام دونوں جگہ شرط ہے، اگر کوئی خاص مکان میں جہاں اذن عام نہ ہو نماز عید پڑھے تو یہ درست نہیں جیساکہ جمعہ درست نہیں۔ اگر اذن عام ہو تو درست ہے، اس جگہ کا وقف ہونا شرط نہیں، بلکہ مملوک میں بھی درست ہے۔

পুরাতন কবর হিফাযত প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- আমাদের এলাকার কিছু লোক দাবী করছে যে, মসজিদ-সংলগ্ন অজুখানার নিচে তাদের দাদা-দাদীর কবর আছে। তাদের দাবী অনুযায়ী এ কবর বাংলা ১২৯৪ সনে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ১২৫ বছর পূর্বে। জানার বিষয় হল– সেখানে যদি বাস্তবে কবর থাকে তাহলে এখনো তা হিফাযত করার প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর :- কবর যখন এত পুরাতন হয়ে যায় যে, কবরস্থ লাশ মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে বলে ধারণা হয় তখন আর কবরের হিফাযত ও সংরক্ষণ জরুরী থাকে না। স্থানটি যে কোনো কাজে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে।

১২৫ বছর পূর্বে দাফনকৃত লাশ অনেক আগেই মাটিতে মিশে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব, দাবী সত্য হলেও উক্ত কবরের হিফাযত ও সংরক্ষণ জরুরী নয় বরং সেখানে যে কোনো কাজ করা যাবে।

তবে দেখার বিষয় হল, উক্ত জায়গার মালিকানা কার?

জায়গার মালিক মসজিদ হলে তাতে মসজিদ কর্তৃপক্ষ যা ইচ্ছা করতে পারবে। আর যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন হয় তাহলে মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাতে কিছু করতে চাইলে অবশ্যই আসল মালিক থেকে অনুমতি নিতে হবে।

আর যদি জায়গাটি কবরস্থানের জন্যে ওয়াক্‌ফকৃত হয়, তাহলে এলাকাবাসীর সম্মতিতে দাফন কাজে জায়গাটির প্রয়োজন না থাকার শর্তে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে। অন্যথায় লাগানো যাবে না।

সূত্র:-

১. আল হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৬৭

ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين.

وأيضا فيها: إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس.

২. উমদাতুল কারী খ: ৩ পৃ: ৪৩৫

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৫ পৃ: ৩৫৭,৩৬০

৪. কিফায়াতুল মুফতী খ: ৭ পৃ: ১৩৭

৫. ইমদাদুল আহকাম খ: ৩ পৃ: ২৮৬

৬. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৬ পৃ: ৪০৯

অন্যের জমি মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন :- এক ব্যক্তি বাড়ী করার জন্যে তার চাচার কাছ থেকে ৪০/৪৫ বছর পূর্বে তার বাড়ী সংলগ্ন একটি জমি মৌখিকভাবে ক্রয় করেন এবং সেখানে বাড়ীও করে। তখন থেকে তিনি সে বাড়ীতে বসবাস করে আসছেন। তিনি তার চাচার কাছে জমিটি রেজিস্ট্রি করার জন্য বারবার তাগাদা দেন। কিন্তু তিনি 'এখন না; পরে' এমন করতে করতে শেষ পর্যন্ত রেজিস্ট্রি করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। কিছুদিন পূর্বে তার চাচার ওয়ারিশগণ তাদেরকে না জানিয়ে তাদের বসবাসের বাড়ীটি একটি মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয়। সে বিষয়টি জানার পর তার চাচার ওয়ারিশদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় যে, ঐ জমির পাশে

তাদের যে জমি আছে তার খতিয়ান দেখতে গিয়ে দেখে ঐ জমিটিও একই খতিয়ানভুক্ত। তাই আমাদের জমিটি দান করার সময় ঐ জমিটিও মাদরাসার জন্য দান করে দিয়েছি। পরে বিষয়টি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা সমাধানের আশ্বাস দিয়েও কোনো সমাধান করছেন না। এখন প্রশ্ন হল– তার চাচার ওয়ারিশদের জন্য ঐ জমি ওয়াক্ফ করা ঠিক হয়েছে কি? আর মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য তা ভোগ দখল করা বা অন্যত্র বিক্রয় করা কিংবা কোনো বিনিময় দাবী করা বৈধ হবে কি?

উত্তর :- ক্রয়সূত্রে কোনো জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্যে তা রেজিস্ট্রি করা জরুরী নয় বরং মৌখিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

প্রশ্নের বিবরণমতে ঐ ব্যক্তির চাচা যেহেতু জমিটি তার কাছে যথানিয়মে (রেজিস্ট্রি করে না দিলেও) বিক্রি করেছেন, তাই উক্ত জমির প্রকৃত মালিক তিনিই। আর মূল মালিকের অনুমতি ছাড়া সম্পদ ওয়াক্ফ করা যায় না। সুতরাং তার চাচার ওয়ারিশগণ কর্তৃক এ জমির ওয়াক্ফ সহীহ হয়নি। বুঝেশুনে এমনটি করে থাকলে সংশ্লিষ্টগণ গোনাহগার হয়েছেন। এখন তার চাচার ওয়ারিশদের উপর জরুরী হল তার নামে যথাযথ রেজিস্ট্রি করে দেয়া।

আর ওয়াক্ফ যেহেতু সহীহ হয়নি তাই উক্ত ওয়াক্ফের সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মাদরাসার ভোগদখলে রাখা বা অন্যত্র বিক্রি করা কিংবা এর বিনিময়ে কিছু চাওয়া কোনোটাই বৈধ নয়।

সূত্র:-

১. সুরাতুল বাকারাহ আয়াত নং ১৮৮

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

২. মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৬১০

من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوّقه في سبع أرضين يوم القيامة.

৩. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৬ পৃ: ২২৯

نوع يتعلق به المأثم، وهو ما وقع عن علم.

৪. আল হিদায়া মাআল ফাতহ খ: ৬ পৃ: ২৩০

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي.

৫. মাজমাউল আনহুর খ: ১ পৃ: ৭৩০

ومن شرائطه الملك وقت الوقف، حتى لوغصب أرضا فوقفها ثم ملكها لايكون وقفا.

৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৪ পৃ: ২৩৭, ২৩৮-২৩৯

৭. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ২ পৃ: ৩৫৩

ومنها: الملك وقت الوقف حتى لوغصب أرضا .....لاتكون وقفا.

অধ্যায়
বিবিধ

দাবা খেলার বিধান

প্রশ্ন :- শরীয়তের দৃষ্টিতে দাবা খেলার হুকুম কী?

উত্তর :- দাবা খেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয।

সূত্র :-

১. আল হিদায়া খ: ৪ পৃ: ৪৭৫

ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو.

২. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৩৫ পৃ: ২৭০
৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ৪ পৃ: ২৪০
৪. কিফায়াতুল মুফতী খ: ৯ পৃ: ১৮৫
৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৮ পৃ: ২৪০

ছেলে-মেয়ে বালেগ হওয়ার লক্ষণ

প্রশ্ন :- ছেলে-মেয়ে কত বছর বয়সে বালেগ-বালেগা হয় এবং তাদের বালেগ ও বালেগা হওয়ার লক্ষণ কী?

উত্তর :- শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলেদের বালেগ হওয়ার প্রকৃত নিদর্শন হল বীর্যপাত হওয়া, আর মেয়েদের নিদর্শন হল ঋতুস্রাব দেখা দেয়া বা গর্ভধারণ করা। তাই ছেলেদের স্বপ্নদোষ হলে বা তার দ্বারা কোন মহিলা গর্ভবতী হলে এবং মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হলে বা গর্ভধারণ করলে তারা বালেগ বা বালেগা সাব্যস্ত হবে। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলেও তারা বালেগা হয়েছে বলে ধরা হবে। সাধারণত ছেলেদের বার-তের বছর বয়সে এবং মেয়েদের নয়-দশ বছর বয়সে এসব শারীরিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। স্থান, কাল ও ঋতুভেদে এতে ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে।

আর এসব কোন নিদর্শন প্রকাশ না পেলে ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে চান্দ্রবর্ষ হিসেবে পনের বছর (সৌরবর্ষ হিসাবে প্রায় ১৪ বছর সাড়ে ৬ মাস) পূর্ণ হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়কেই বালেগ-বালেগা ধরা হবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ৬ পৃ: ১৫৩

(بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال) والأصل هو الإنزال. (والجارية بالاحتلام والحيض والحبل) ولم يذكر الإنزال صريحا لأنه قلما يعلم منها، (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، به يفتى)

وفي رد المحتار: قوله (والإنزال) بأي سبب كان.

২. আলমগীরী খ: ৫ পৃ: ৬১

৩. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ৫ পৃ: ২০৩

৪. আল বিনায়া খ: ১১ পৃ: ১১১

পাখি পোষা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- শখের জন্য কিংবা ছোট বাচ্চাদের খেলার জন্য খাঁচায় আবদ্ধ করে পাখি পোষা জায়েয আছে কি?

উত্তর :- পাখি যদি এমন প্রশস্ত খাঁচায় রাখা হয় যাতে পাখির কষ্ট হয় না এবং যথারীতি তাকে খাবার দেয়া হয়, তাহলে শখের জন্য অথবা বাচ্চাদের খেলার জন্য খাঁচায় পাখি পোষা জায়েয। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বাচ্চাদের পাখি নিয়ে খেলা-ধুলার আলোচনা হাদীসে রয়েছে ।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ খ: ২ পৃ: ৯১৫, হাদীস নং ৬২০৩

عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، –قال: أحسبه– فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير كان يلعب به.

২. ফাতহুল বারী (কদীমী) খ: ১০ পৃ: ৭১৪-৭১৫

إن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجها ... وجواز لعب الصغير بالطير وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح

اللعب به. وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه.

৩. আল মিরকাত খ: ৮ পৃ: ৬১৯
৪. বযলুল মাজহুদ খ: ৬ পৃ: ২৭২
৫. ফাতাওয়া শামী খ: ৬ পৃ: ৪০১
৬. ফাতাওয়া আব্দুল হাই পৃ: ৫২২

বাড়ী পাহারাদারীর জন্য কুকুর রাখা

প্রশ্ন :- শখ করে কিংবা একাকিত্ব দূর করার জন্য অথবা বাচ্চাদের খেলা করার জন্য কুকুর পালন করার হুকুম কী? বাড়ী পাহারাদারীর জন্য কুকুর পালন করা বৈধ হবে কি? এ জাতীয় প্রয়োজনে কুকুর পালন করলে বাড়ীতে রহমতের ফেরেশতা আসা বন্ধ হয়ে যাবে কি?

উত্তর :- শখ করে কিংবা একাকিত্ব দূর করার জন্য বা বাচ্চাদের খেলা করার জন্য ঘরে কুকুর রাখা বা পালন করা (যেমনটি আজকাল ইউরোপ-আমেরিকার লোকদের কালচারে পরিণত হয়েছে) ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ নাজায়েয। অবশ্য কুকুর দ্বারা শিকার করা কিংবা বাড়ী বা ক্ষেত-খামার পাহারা দেয়া ইত্যাদি প্রয়োজনে কুকুর পালার অনুমতি আছে।

উল্লেখ্য, হাদীস শরীফে ঘরে কুকুর রাখলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করা বা আমলের সাওয়াব কমে যাওয়ার যেসব কথা এসেছে তা নাজায়েয ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে প্রযোজ্য।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৪৮০

عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل.

২. মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২১০৪
৩. ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৬৪৯
৪. আবূ দাউদ হাদীস নং ৪১৫২
৫. মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৬৩৪৬

সালামের উত্তর শুনিয়ে দেয়া জরুরী

প্রশ্ন :- সালামের উত্তর দেয়া এবং সালামাদাতাকে উত্তর শুনিয়ে দেয়ার বিধান কী?

উত্তর :- সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব এবং (সম্ভব হলে) উত্তর সালামদাতাকে শুনিয়ে দেয়াও ওয়াজিব। সুতরাং যদি সালামের জবাব সালামদাতাকে শুনিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে ওয়াজিব আদায় হবে না। যদি সালামদাতা বধির হয় তাহলে সালামের উত্তর এমনভাবে ঠোঁট নেড়ে দিবে যাতে সে দেখতে পায়।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া বাযযাযিয়া খঃ ৩ পৃঃ ৩৫৫

وجواب السلام إذا لم يسمعه المسلّم لاينوب عن الفرض لأن الرد لايجب بلا سماع فكذا الجواب لايحصل إلا به، وإن (كان) المسلّم أصم يريه الراد تحريك الشفتين.

২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খঃ ৫ পৃঃ ৩২৬
৩. ফাতাওয়া কাযীখান খঃ ৩ পৃঃ ৪২৩
৪. ফাতাওয়া শামী খঃ ৯ পৃঃ ৬৮৩
৫. কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ খঃ ২ পৃঃ ৫১
৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া খঃ ৪ পৃঃ ২৭৫

নব মুসলিমের খতনা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- বালেগ হওয়ার পর কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য খতনা করা কি জরুরী?

উত্তর :- খতনা ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক। তাই বালেগ হওয়ার পরও কোন কাফের মুসলমান হলে তার জন্য খতনা করা জরুরী। অবশ্য নবমুসলিম যদি অতিবৃদ্ধ বা দুর্বল হয় যার জন্য খতনা অসহনীয় কষ্টকর, তাহলে খতনা না করার অনুমতি আছে।

সূত্র :-

১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ খঃ ১ পৃঃ ৩৯৬ হাদীস নং ১৫৬৩

عن قتادة قال: ...وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنة. رواه الطبراني في الكبير– ورجاله ثقات.

২. আল মু'জামুল কাবীর খ: ১৯ পৃ: ১৪
৩. বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬২৯৯
৪. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ৩ পৃ: ৪০৯
৫. ইমদাদুল আহকাম খ: ৪ পৃ: ৪০৭
৬. আজীজুল ফাতাওয়া পৃ: ৭৬৭
৭. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ১ পৃ: ৪৩

বালেগ হওয়ার পর খতনা করা

প্রশ্নঃ- কোন মুসলমান বালেগ হওয়ার আগে খতনা না করে থাকলে বালেগ হওয়ার পর তার জন্য খতনা করা জরুরী কিনা? খতনা করা সুন্নত আর সতর ঢাকা ফরজ; অতএব, সুন্নত আদায়ের জন্য ফরজ তরক করা ঠিক হবে কি? ঠিক না হলে এক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তরঃ- খতনা করা শুধু সুন্নতই নয় বরং ইসলামের অন্যতম একটি শি'আর (প্রতীক)। তাই সকল মুসলিম পুরুষের জন্যই খতনা করা জরুরী।

খতনার মুস্তাহাব সময় হল, ৭ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত। শিশুর শারীরিক অবস্থা ও শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনা করে এর মধ্যে যে কোন উপযোগী সময়ে তাকে খতনা করাবে, কোন কারণে বালেগ হওয়ার পূর্বে খতনা না করা হলে বালেগ হওয়ার পরেও যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খতনা করে নেয়া আবশ্যক। খতনা ইসলামের প্রতীক হওয়ার কারণে খতনা করা সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য খতনাকারীর সামনে প্রয়োজন পরিমাণ সতর খোলা জায়েয আছে। যেমনিভাবে রোগের চিকিৎসা করা সুন্নত হলেও চিকিৎসার স্বার্থে প্রয়োজন পরিমাণ সতর খোলা জায়েয।

বি. দ্র. প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিজের খতনা নিজে অথবা নিজের স্ত্রীকে দিয়ে করতে সক্ষম হলে এভাবেই করবে, অপারগ হলে অন্যকে দিয়ে করাবে।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৩৫৬, ৬২৯৮

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.

২. কিতাবুল আস্‌ল (ইমাম মুহাম্মদ রহ.) খ: ২ পৃ: ২৩৮

ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر المرأة منها إلى موضع الفرج وغيره، وكذلك الرجل يريد أن يحتقن أو يختتن وهو كبير، ولا بأس بأن يحقنه أو يختنه رجل لأن هذا موضع عذر.

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৫ পৃ: ৩৫৭

قيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة فتختنه

২. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৬ পৃ: ৬৯
৩. ফাতাওয়া খানিয়া খ: ৩ পৃ: ৪০৯
৪. আদদুররুল মুখতার খ: ৬ পৃ: ৩৭০,৩৮২,৭৫১
৫. ফাতাওয়া খানিয়া খ: ৩ পৃ: ৪০৯
৬. ইমদাদুল আহকাম খ: 8 পৃ: ৪২৮-৪২৯
৭. ফাতহুল বারী খ: ১০ পৃ: ৪১৮,৪২১

স্বর্ণ-রুপার দাঁত বানানো

প্রশ্ন :- স্বর্ণ-রুপার দাঁত লাগানো জায়েয আছে কি?

উত্তর :- জরুরতের কারণে রুপার দাঁত লাগানো জায়েয। রুপা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে স্বর্ণের দাঁত লাগাবে না। রুপার দ্বারা প্রয়োজন পূরণ না হলে স্বর্ণের দাঁত লাগানো যাবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ৩ পৃ: ৪১৩

وإذا تحركت ثنية الرجل ... فشدها بذهب أو فضة لابأس به وليس هذا كالحلي.

২. আল হিদায়া খঃ ৪ পৃঃ ৪৫৭
৩. আলমগীরী খঃ ৫ পৃঃ ৩৩৬
৪. আল বিনায়া খঃ ১২ পৃঃ ১১৯
৫. মাজউল আনহুর খঃ ২ পৃঃ ৫৩৬
৬. ফাতাওয়া শামী খঃ ৬ পৃঃ ৩৬২
৭. ইমদাদুল আহকাম খঃ ৪ পৃঃ ৩৩৮
৮. ইমদাদুল মুফতীন পৃঃ ৯৮১-৯৮২

ব্রেসলেট ও স্বর্ণ-রুপা ব্যতীত অন্য কোন ধাতুর অলংকার পরিধান করার বিধান

প্রশ্ন :- (ক) পুরুষ-মহিলার জন্য স্বর্ণ-রুপা ব্যতীত অন্য ধাতু যেমন– সিলভার, তামা, সিসা, লোহা, দস্তা, ইত্যাদি দ্বারা তৈরী অলংকার পরিধান করার বিধান কী?

(খ) অষ্টধাতুর আংটি পরার বিধান কী?

(গ) স্বর্ণ-রুপা ব্যতীত অন্য কোন ধাতুর ব্রেসলেট (bracelet) অথবা বাতের চেইন ব্যবহারের বিধান কী? ব্রেসলেট দু'ধরনের হয়ে থাকে- ১. যা শুধু সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। ২. যা রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উভয় ধরনের ব্রেসলেট ব্যবহারের বিধান কী?

উত্তরঃ- (ক) মহিলাদের জন্য বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অলংকার (অর্থাৎ যা একমাত্র বিধর্মীরাই পরে থাকে এবং তা তাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত এ জাতীয় অলংকার) ব্যতীত যে কোন ধাতের যে কোন ধরনের অলংকার ব্যবহার করার অনুমতি আছে। তবে আংটির বিষয়টি এর ব্যতিক্রম; মহিলাদের জন্য স্বর্ণ-রুপা ছাড়া অন্য কোন ধাতের আংটি ব্যবহার করা জায়েয নয়।

আর পুরুষদের জন্য অলংকারের মধ্যে শুধু রুপার আংটি ব্যবহারের অনুমতি আছে। (তাতেও রুপার পরিমাণ ১ মেছকাল বা ৬ আনার কম হওয়া আবশ্যক।) এছাড়া তাদের জন্য স্বর্ণ-রুপাসহ অন্য কোন ধাতের কোন ধরনের অলংকার ব্যবহার করা জায়েয নয়।

(খ) অষ্টধাতুর আংটি ব্যবহার করা পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই নাজায়েয।

(গ) মহিলাদের জন্য যে কোন ধরনের ব্রেসলেট বা বাতের চেইন ব্যবহার করা জায়েয। চাই সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করুক বা চিকিৎসার জন্য। আর পুরুষদের জন্য কোন ধরনের ব্রেসলেট বা বাতের চেইন ব্যবহারের অনুমতি নেই।

উল্লেখ্য, অনন্যোপায় হলে হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসা জায়েয হয় তবে সেটা ঐ সময় যখন কোন অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তার এ সিদ্ধান্ত দেন যে, এ রোগের জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা নেই। আর ব্রেসলেট বা বাতের চেইনের ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারদের থেকে এরকম কোন শক্তিশালী বক্তব্য পাওয়া যায় না।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৮৮৫

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال.

২. আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৪২২৩

عن أبي بريدة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ " فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه، فقال: يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا".

৩. ফাতহুল বারী খ: ১০ পৃ: ৪০৮

قوله: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين : قال الطبري: المعنى لايجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس.

৪. ফাতাওয়া শামী খ: ৬ পৃ: ৩৫৯

وفى الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء.

৫. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৫ পৃ: ৩৩৫

التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا.

وذكر في الجامع الصغير: وينبغي أن تكون فضة الخاتم المثقال، ولايزاد عليه. وقيل لايبلغ به المثقال، وبه ورد الأثر كذا في المحيط.

وفي صفحة ٣٥٩/٥ ولا بأس للنساء بتعليق الخرز في شعورهن من صفر أو نحاس أو شبه أوحديد ونحوها للزينة.

৬. আদ্দুররুল মুনতাক্বা খ: ২ পৃ: ৫৩৬

ولا يتختم رجل و لا إمرأة بحجر...ولاصفر ولا حديد ولا غير إلا الفضه....ومن الناس من أباح التختم بالذهب والحديد والحجر ذكره قهستاني معزيا للتمرثاشي.

৭. ফাতাওয়া রশীদিয়া পৃ: ৪৯১

عورتوں کو چوڑیاں ہر قسم کی پہننا درست ہے، خواہ کنچ کی ہو، خواہ چاندی، لوہے، تانبے، پیتل کی ہو۔

৮. তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৭৮৪
৯. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ১২ পৃ: ১১ ও খ: ১৮ পৃ: ১১২
১০. জাদীদ ফিকহি মাসায়েল খ: ১ পৃ: ৩১৩
১১. আল মিরকাত শরহে মিশকাত খ: ৮ পৃ: ১৫৫
১২. জামিউল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৪৪১
১৩. তুহফাতুল আলমায়ী খ: ৫ পৃ: ১০৮
১৪. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৮ পৃ: ৭০
১৫. আল মওসুআ খ: ১৮ পৃ: ১১২
১৬. শরহে মুখতাসারুত তাহাবী খ: ৮ পৃ: ৫৪১
১৭. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৬ পৃ: ৮৫
১৮. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৬ পৃ: ৫২২-৫২৫
১৯. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৯ পৃ: ৩৬১

দাড়ি মুণ্ডনকারীকে সালাম দেয়া

প্রশ্ন :- দাড়ি মুণ্ডনকারীকে সালাম দেয়ার বিধান কী?

উত্তর :- দাড়ি মুণ্ডানো হারাম। যারা দাড়ি মুণ্ডন করে তারা প্রকাশ্যে হারাম কাজে লিপ্ত। ফুকাহায়ে কেরাম এমন লোকদেরকে সালাম দেয়া মাকরূহ বলেছেন (কেননা কোন ব্যক্তি গোনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাকে সালাম দেয়ার অর্থ হচ্ছে গোনাহকে প্রশ্রয় দেয়া ও সম্মান দেখানো)। তবে কেউ যদি এরূপ লোকদেরকে সালাম দিয়ে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সংশোধনের আশা রাখে অথবা পরস্পরের ঝগড়া মেটানো কিংবা তাদের অনিষ্ট ও জুলুম থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে সালাম দেয় তাহলে মাকরূহ হবে না। যদি সালাম না দিলে তারা অনুশোচিত হয়ে সংশোধন হবে বলে মনে হয়, তাহলে সালাম না দেয়া চাই।

সূত্র :-

১. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৬ পৃ: ৫৯

هذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي و ان كان له حاجة فلا بأس بالسلام عليه لأن النهي عن السلام عليه لتوقيره ولا توقير للذمي اذا كان السلام لحاجة.

২. আদ্দুররুল মুখতার খ: ৬ পৃ: ৪১৫

ويكره السلام على الفاسق لو معلنا وإلا لا.

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৫ পৃ: ৩২৬

واختلف في السلام على الفساق والأصح أنه لايبدأ بالسلام، كذا في التمرتاشي. ولو كان له جيران سفهاء إن سالمهم يتركون الشر حياء منه، وإن أظهر خشونة يزيدون الفواحش يعذر في هذه المسالة ظاهرا.

৪. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৮ পৃ: ১৩৫

৫. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৯ পৃ: ৯২-৯৪, ১০৩-১০৫

কুরআনের বাংলা উচ্চারণ লেখা অথবা আরবী ছাড়া শুধু অনুবাদ ছাপানো

প্রশ্ন :- আমাদের দেশের অনেকেই যেহেতু আরবী বর্ণমালা ঠিকমত চেনেন না কিংবা উচ্চারণ জানেন না তাই কুরআনুল কারীমের মূল আরবীর

পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ লেখা যাবে কি? তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমের মূল আরবী বাদ দিয়ে শুধু বাংলা কিংবা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ ছাপা বা প্রকাশ করার বিধান কী?

উত্তর :- উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হল, কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় ও হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সংকলিত পদ্ধতিতে লেখা ওয়াজিব (আবশ্যক)। আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার বর্ণমালায় কুরআন লেখা বা শুধু অনুবাদ লেখার অবকাশ নেই। কারণ আরবী ভাষায় এমন কিছু বর্ণমালা রয়েছে যার সহীহ উচ্চারণ অন্য কোন ভাষার বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না এবং ক্ষেত্রবিশেষে এর কারণে পবিত্র কুরআনের শব্দ ও অর্থে ব্যাপক বিকৃতি ঘটে; যা কুরআনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হারাম।

অনুরূপ আল্লাহর কালামের মধ্যে অর্থের যে ব্যাপকতা রয়েছে তা শুধু অনুবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মূল আয়াত উল্লেখ না করে শুধু অনুবাদ লেখা হলে, সেটা শুদ্ধ হল কিনা যাচাই করাও কঠিন হয়ে পড়ে; ফলে আস্তে আস্তে কালামের আসল মর্মই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহ বিকৃত হওয়ার অন্যতম কারণ হল মূল ইবারত (আয়াত বা ভাষ্য) ব্যতীত শুধু অনুবাদ লেখা। অতএব কুরআন বিকৃতির সমূহ আশঙ্কা হতে বাঁচার জন্য কুরআনের শুধু অনুবাদ লেখা, ছাপানো বা পড়ার কোন অবকাশ নেই। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দু-এক আয়াতের অনুবাদ লেখা যেতে পারে।

সূত্র :-

১. মানাহিলুল ইরফান খ: ১ পৃ: ৩০৬

وملخص هذا الدليل : أن رسم المصاحف العثمانية ظفر بأمور، كل واحد منها يجعله جديرا بالتقدير ووجوب الاتباع، تلك الأمور هي إقرار الرسول ﷺ عليه وأمره بدستوره، وإجماع الصحابة– وكانوا أكثر من اثني عشر ألف صحابي – عليه، ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين.

وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المصحف دليل على أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها.

২. জাওয়াহিরুল ফিকহ খ: ১ পৃ: ৮৫

نقلا عن خلاصة النصوص الجلية : أجمع المسلمون قاطبة على وجوب اتباع رسم مصاحف عثمان ومنع مخالفته.

৩. ফাতহুল কাদীর খ: ১ পৃ: ২৪৮

إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع، وإن فعل في آية أو آيتين لا، فإن كتب القرآن و تفسير كل حرف وترجمته جاز.

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের আমল প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের আমল করার সময় কেউ কেউ أعوذ بالله এর পর بسم الله পড়েন, আবার কেউ কেউ بسم الله পড়েন না। এক্ষেত্রে উত্তম কোনটি?

উত্তর :- হাদীসে শুধু أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পড়ার কথা রয়েছে بسم الله পড়ার কথা নেই। তাই আমলটি হাদীসে যেভাবে আছে সেভাবেই করা ভাল।

সূত্র :-

১. তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২৯২২

عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة".

২. আশরাফুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৩৪৫

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া

প্রশ্ন :- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে বিনিময় নেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর :- গোসলদাতা ছাড়াও মৃতকে গোসল করানোর মত আরো লোকজন থাকলে তার জন্য বিনিময় নেয়া জায়েয হবে। তবে না নেয়াই

ভাল। আর যদি সে ছাড়া গোসল দেয়ার মত কোন লোক না থাকে, তাহলে বিনিময় নিতে পারবে না; বরং মৃতকে গোসল দেয়া তখন তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

সূত্র :-

১. আদ্দুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ১৯৯

(والأفضل أن يغسل) الميت (مجانا، فإن ابتغى الغاسل الأجر، جاز إن كان ثمه غيره وإلا لا) لتعينه عليه.

قال ابن عابدين : (قوله: لتعينه عليه) أي لأنه صار واجبا عليه عينا.

২. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৫৯

৩. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৭৩

একজনের ইবাদত অন্যজন করে দেয়া

প্রশ্ন :- একজনের ইবাদত তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ করে দিলে আদায় হবে কি? এতে প্রথম ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হবে কিনা? এমনিভাবে একজন ইবাদত করে তার ইবাদতের সাওয়াব অন্যকে পৌঁছাতে পারবে কিনা? যদি পারে তাহলে ফরজ বা ওয়াজিব আমলের সাওয়াবও কি অন্যকে পৌঁছানো যাবে বা ঈসালে সাওয়াব করা যাবে?

উত্তর :- প্রশ্নে মৌলিকভাবে দুটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে: ১. ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের মাসআলা। ২. ঈসালে সাওয়াবের মাসআলা।

প্রথম মাসআলার উত্তর : ইসলামে বিভিন্ন ধরনের ইবাদত রয়েছে,

ক. শারীরিক ইবাদত যেমন– নামাজ, রোজা ইত্যাদি। এসব ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব চলে না অর্থাৎ একজনের ইবাদত তার পক্ষ থেকে অন্যজন আদায় করে দিলে আদায় হবে না।

খ. আর্থিক ইবাদত যেমন– যাকাত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব চলে অর্থাৎ একজনের ইবাদত তার অনুমতি নিয়ে তার পক্ষ থেকে অন্যজন আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে।

গ. আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে শরীর ও অর্থ উভয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যেমন– ফরজ হজ্ব। এই প্রকারের ইবাদতের মধ্যে সক্ষমতার সময়তো প্রতিনিধিত্ব চলে না কিন্তু অক্ষমতার সময় প্রতিনিধিত্ব চলে। যেমন– কেউ কোন শরয়ী ওযরের কারণে তার ফরজ হজ্ব করতে পারেনি এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার এ ওযর চলমান ছিল তাহলে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ তার হজ্ব আদায় করে দিতে পারবে।

দ্বিতীয় মাসআলার উত্তরঃ ফরজ, নফল, শারীরিক, আর্থিক যে কোন ধরনের ইবাদত নিজে করে তার সাওয়াব জীবিত, মৃত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে পৌঁছাতে পারবে।

সূত্র :-

১. আল বাহরুর রায়েক খঃ ৩ পৃঃ ৫৯-৬০

باب الحج عن الغير : والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، وغير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة ... وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل، فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح، لكن لايعود الفرض في ذمته، لأن عدم الثواب لايستلزم عدم السقوط عن ذمته، ولم أره منقولا.

২. রদদুল মুহতার খঃ ২ পৃঃ ২৪৩, ৫৯৫

৩. আল হিদায়া খঃ ১ পৃঃ ২৯৬

৪. আহসানুল ফাতাওয়া খঃ ৪ পৃঃ ২৪৩

৫. ফাতাওয়া আলমগীরী খঃ ১ পৃঃ ২৫৭

৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৯ পৃঃ ২৩৬

ইস্তিখারা করে বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন :-

(ক) ইস্তিখারা কী? শরীয়তে এর গুরুত্ব কতটুকু?

(খ) নিজের কোন প্রয়োজনে অন্যের মাধ্যমে ইস্তিখারা করানো যাবে কি?

(গ) অন্য কারো জন্য ইস্তিখারা করে বিনিময় নেয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর :-

(ক) ইস্তিখারা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল– কোন বিষয়ে কল্যাণ তালাশ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ইস্তিখারা বলা হয়– মুবাহ (বৈধ) কোন কাজের ভাল-মন্দ বুঝে না আসলে এবং তা করা না করার ব্যাপারে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হলে সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা।

ছোট-বড় সকল মুবাহ কাজে ইস্তিখারা করা মুস্তাহাব। রাসূলে কারীম ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাহাবায়ে কেরামকে ইস্তিখারা শিখিয়েছেন।

ইস্তিখারার পদ্ধতি

যখন কোন বিষয়ে ইস্তিখারা করার ইচ্ছে করবে, তখন ইস্তিখারার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে। অতঃপর খুব মনোযোগের সাথে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের কল্যাণ চাই এবং আপনার ক্ষমতাবলে আমি আমার কাজে সক্ষমতা চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনি জানেন আর আমি জানি না। আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অতিশয় জ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে এ বিষয়টি আমার দ্বীন, জীবনোপকরণ ও শেষ পরিণতির বিবেচনায় কল্যাণকর হয় তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আপনি এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবনোপকরণ ও শেষ পরিণতির বিবেচনায় আমার জন্য অকল্যাণকর জানেন, তাহলে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর যার মধ্যেই আমার কল্যাণ

রয়েছে তাই আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

দোয়ার মধ্যে যখন أن هذا الأمر শব্দটি বলবে তখন যে কাজের জন্য ইস্তিখারা করা হচ্ছে সেদিকে খেয়াল করবে।

এভাবে ইস্তিখারা করার বিষয়টি তো নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এর পরে কী করবে; সে প্রসঙ্গে স্পষ্ট কোন কথা নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই উলামায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরনের কথা রয়েছে।

১. এভাবে দোয়া করার পর যে বিষয়ই গ্রহণ করবে তাতেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কল্যাণ নিহিত আছে মনে করবে। ইবনে আব্দুস সালাম, শাব্বীর আহমদ উসমানী, বদরে আলম মিরাঠী রহ. এ মত গ্রহণ করেছেন। হিসনে হাসীনের মধ্যে ইবনুল জাযরী রহ. এর আলোচনা থেকেও এমনটি বুঝা যায়। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনার শেষে উল্লিখিত শব্দ ثم يعزم থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। (আল মুজামুল কাবীর হাদীস নং ৯৮৭৩,১০০১২)

২. এভাবে দোয়া করার পর পবিত্র বিছানায় অজু অবস্থায় ক্বিবলামুখী হয়ে ঘুমিয়ে যাবে। ঘুমের মধ্যে যদি এ বিষয়ে কিছু দেখে তবে তো ভাল অন্যথায় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অন্তর যে দিকে ধাবিত হবে তার মধ্যেই কল্যাণ মনে করবে। এভাবে একবার করার দ্বারা অন্তর স্থির না হলে সাত বার পর্যন্ত করবে। এর মধ্যেই ইন্‌শাআল্লাহ অন্তর যে কোন এক বিষয়ের উপর স্থির হয়ে যাবে।

মুআল্লিমুল হুজ্জাজের মধ্যে সাঈদ আহমদ রহ. ও তুহফাতুল আলমায়ীর মধ্যে হযরত মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা. এরকম মত ব্যক্ত করেছেন। মোল্লা আলী কারী ও আল্লামা শামী রহ. মাশায়েখদের থেকে এমনটি বর্ণনা করেছেন। ইবনুস সুন্নীর এক বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

বর্ণনাটি হল:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه.

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীর মধ্যে এই বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন।

অতএব, উপরোক্ত দু'টি অভিমতের যে কোনটির উপরই আমল করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, কোন কারণে নামাজ পড়তে না পারলে শুধু দোয়ার মাধ্যমেও ইস্তিখারা করা যায়। তিরমিযী শরীফের এক রেওয়াতে এসেছে, নবীজি ﷺ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করতেন তখন নিম্নোক্ত দোয়ার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করে সে কাজটি করে ফেলতেন।

দোয়াটি হল:

اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ

(খ) নিজের ইস্তিখারা নিজে করাই ভাল। তবে প্রয়োজনে অন্যের মাধ্যমেও ইস্তিখারা করানো যায়।

(গ) ইস্তিখারার হাক্বীকত হল দোয়া। আর দোয়া একটি ইবাদত। বরং ইবাদতের মগজ। তাই শুধু দোয়া করে যেমনিভাবে বিনিময় নেয়া জায়েয নেই তদ্রূপ ইস্তিখারা করেও বিনিময় নেয়া জায়েয নেই। ফুকাহায়ে কিরাম বিশেষ জরুরতের কারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি ইবাদত যেমন- ইমামতি, মুআযযেনি, দ্বীনী তালীম এবং ওয়াজ-নছীহত ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয বলেছেন। এছাড়া অন্য কোন ইবাদত করে বিনিময় নেয়া নাজায়েয।

সূত্র :-

১. বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৮২, ৭৩৯০

عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في

عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته.

২. তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ২০৯

عن عثمان بن أبي العاصﷺ قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لايأخذ على أذانه أجرا.

৩. রদ্দুল মুহতার খ: ৬ পৃ: ৫৫ ও খ: ২ পৃ: ৫৯৫

قوله (ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ولاتأكلوا به ... ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليته، فلايجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة.

৪. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৩ পৃ: ২৪১-৪২

الاستخارة لغة: طلب الخيرة في الشيء.

واصطلاحا: طلب الاختيار أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله تعالى.

وصفتها أي حكمها التكليفي: أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة، ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك...

৫. উমদাতুল কারী খ: ৫ পৃ: ৫২৪

ذكرما يستفاد منه: استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور بعدها في الأمور التي لايدري العبد وجه الصواب فيها.

৬. কুররাতুল আইন পৃ: ৬০৯-৬১০

ولما كان المقصود من الاستخارة الابتهال إلى الله تعالى والدعاء بالإرشاد إلى ما هو خير للشخص في الدارين، لا مانع من أن يفعل ذلك الطالب بنفسه أو يعول على غيره فيه، سواء كان عارفا بها عالما بألفاظها وكيفيتها أم لا، لأن سؤال الخير للغير مشروع، لاسيما إذا عول على من يظن به الخير والصلاح؛ لأن دعاءه أسرع للقبول، ودعاء المسلم لأخيه لاسيما حال غيبته أرجى للإجابة، وقدجرى على ذلك جمع من المحققين وذهب إليه كثير من العارفين، حملة شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما تشتد رغبة الشخص فيه أو كراهيته له، فإنه ينبغي أن يعول على غيره من أهل الصلاح في ذلك، لأن انشراح صدره وميل نفسه بعد الاستخارة للفعل أو الترك قديكون مبنيا على شدة الرغبة أو الكراهية.

قال العلامة الحطاب: وهل يستخير الإنسان لغيره أم لا؟ الظاهر الأول وعليه عمل الفضلاء، وربما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وتبعه في ذلك الشيخ علي الأجهوري والعلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على الزرقاني وشيخنا العلامة محمد الشنواني في حاشيته على المصنف، وبما تقرر علم أن الاستخارة للغير مشروعة مطلقا وفاعلها مصيب مأجور، ومنكرها مخطئ مأزور؛ لأنه لايسوغ الإنكار والتشنيع إلا فيما أجمعت العلماء على منعه وقامت الأدلة الواضحة عليه ولم نعلم وجها للمنع ولم نقف على دليل يقتضيه إلخ.

৭. আল মুজামুল কাবীর হাদীস নং ১০০১২
৮. নাসায়ী শরীফ হাদীস নং ৩২৫০
৯. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৮৮২, ৮৮৪
১০. মাআরিফুস সুনান খ: ৪ পৃ: ২৭৮
১১. মেরকাত খ: ৩ পৃ: ৪০৬
১২. ফাতহুল বারী খ: ১১ পৃ: ২১৯, ২২৩
১৩. ফয়জুল বারী (হাশিয়া) খ: ২ পৃ: ৫৭৮

১৪. তুহফাতুল কারী খ: ৩ পৃ: ৪৮৯-৪৯০
১৫. তুহফাতুল আলমায়ী খ: ৮ পৃ: ১৭৪
১৬. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৬ পৃ: ৩৬-৩৭
১৭. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ৩ পৃ: ২৪১, ২৪৭ খ: ১ পৃ: ২৯১
১৮. খাইরুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ৩৪১
১৯. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: 8 পৃ: ৪৪৮
২০. কামূসুল ফিকহ খ: ২ পৃ: ১০৬
২১. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ৪৭৮
২২. বেহেশতী জেওর খ: ২ পৃ: ১০২

হিন্দুকে 'আদাব' বলা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বা প্রেক্ষাপটে হিন্দুকে 'আদাব' বলে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়– এমনটি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর :- পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হলে বাহ্যিক সৌজন্য রক্ষার্থে হিন্দু ব্যক্তিকে 'আদাব' বলা যাবে। তবে সম্মানের নিয়ত করা যাবে না।

সূত্র :-

১. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ১০ পৃ: ৩০৮ খ: ১৯ পৃ: ৯২

وأما حكم التحية بغير السلام للكافر، فيرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة أنها مكروهة، مالم تكن لعذر أو غرض، كحاجة أو جوار أو قرابة، فإذا كانت لعذر فلا كراهة فيها، وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم إلى حرمة تحية الكفار ولو بغير السلام.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া (মাকতবায়ে মাহমূদিয়া) খ: ২৮ পৃ: ১৮১ ও খ: ১৯ পৃ: ৯২

سوال: آداب، عرض ہے اور اس جیسے دوسرے لفظوں سے مصلحت مثلاً کسی ڈاکٹر، لیڈر یا امیر سے اس کے گمان بد خلقی و بد تہذیبی سے بچنے کے لئے یا جان پہچان ہونے کی وجہ سے یا ایسے ہی کسی اور وجہ سے غیر مسلم سے سلام کے بجائے ان لفظوں کو استعمال کرنا کیسا ہے؟

جواب: گنجائش ہے فقط۔

৩. কিফায়াতুল মুফতি খ: ৯ পৃ: ১০৬
৪. ফাতাওয়া শামী (রশিদিয়া) খ: ৯ পৃ: ৬৭৯
৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ৮ পৃ: ২০৪
৬. খুলাছাতুল ফাতাওয়া খ: 4 পৃ: ৩৩৪
৭. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৬ পৃ: ২৫৬
৮. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ৬ পৃ: ৩০

উপার্জনে অক্ষম পিতা-মাতার খোরপোষ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- পিতা-মাতা যদি উপার্জন করতে অক্ষম হয় আর তাদের একাধিক সন্তান থাকে, সেক্ষেত্রে সকল সন্তানের উপর উক্ত পিতা-মাতার খোরপোষের দায়িত্ব সমানভাবে বর্তাবে নাকি সন্তানদের আর্থিক স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে খরচের দায়িত্ব কমবেশি হবে?

উত্তর :- পিতা-মাতা যদি গরীব হয় এবং সন্তানদের খরচের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা করা কর্মক্ষম সামর্থ্যবান সন্তানদের উপর ওয়াজিব। চাই পিতা-মাতা উপার্জনের সক্ষম হোক বা অক্ষম। যদি তাদের একাধিক সন্তান থাকে এবং সকলেই ধনী অর্থাৎ নেসাবের মালিক হয় তাহলে সকলের উপর সমানভাবে পিতা-মাতার খোরপোষের দায়িত্ব বর্তাবে। সম্পদের পরিমাণে সামান্য তারতম্যের কারণে খরচের পরিমাণে কমবেশি করবে না। অবশ্য যদি কেউ খুব বেশী ধনী হয় আর অপর জন সাধারণ ধনী হয় সেক্ষেত্রে [পরস্পর পরামর্শক্রমে] খরচের দায়িত্বে কমবেশি করা যেতে পারে। আর যদি সন্তানদের কেউ ধনী হয় আর কেউ গরীব হয় তাহলে গরীব সন্তান সামর্থ্য অনুযায়ী খরচে শরীক হবে আর ধনী সন্তান অবশিষ্ট খরচ বহন করবে।

আর যদি সন্তানদের সকলেই গরীব হয় তাহলে তারা পিতা-মাতার খরচকে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের খরচের অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। নিজের স্ত্রী-সন্তানদের উপর যেভাবে খরচ করবে সেভাবে সামর্থ্য অনুযায়ী পিতা-মাতার উপরও খরচ করবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে আলাদা খরচ দেয়া আবশ্যক নয়।

উল্লেখ্য, পিতা-মাতার জন্য খরচের বিষয়টিকে আইনের দৃষ্টিতে না দেখে মানবতা ও আখলাকের দৃষ্টিতে দেখা উচিত এবং এক্ষেত্রে সন্তানদের উদারতা ও প্রতিযোগিতাই শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ৫৬৫

وإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى، والآخر يملك نصابا، كانت النفقة عليهما على السواء ... قال الشيخ الإمام شمس الأئمة: قال مشايخنا رحمهم الله: إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا، وأما إذا تفاوتا تفاوتا فاحشا فيجب أن يتفاوتا في قدر النفقة، كذا في الذخيرة.... ذكر الخصاف في أدب القاضي إن كان الأب .. إلى قوله كذا في محيط السرخسي.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ৩ পৃ: ৬২১, ৬২৩

(و) تجب (على موسر) ولو صغيراً (يسار الفطرة) على الأرجح. ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه.

وفي الفتاوى الشامية : قلت : و الحاصل أن في حد اليسار أربعة أقوال مروية كما قاله في البحر ... وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى أي على الثالث –أي اعتبار فاضل كسبه في اليسار–.

وفي ٦٢٣/٣: قلت: بقي لو كان أحدهما كسوبا فقط، وقلنا بما رجحه الزيلعي والكمال من إعطاء فاضل كسبه فهل يلزم هنا أيضاً أم تلزم الابن الغني فقط تأمل.

৩. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ৫ পৃ: ৪২৪

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৩ পৃ: ৪৬৩

৫. ফাতাওয়া শামী খ: ৩ পৃ: ৬২১-৬২৩

৬. আল বাহরুর রায়েক খ: 8 পৃ: ২০৬-২১২

ইঁদুর বা চিকার উচ্ছিষ্ট খাওয়া

প্রশ্ন :- ঝোলওয়ালা তরকারীতে যদি ইঁদুর বা চিকা মুখ দেয় তাহলে সে তরকারী খাওয়া যাবে কি?

উত্তর :- হ্যাঁ, খাওয়া যাবে। তবে ধনীদের জন্য না খাওয়া উত্তম।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ২৪

سؤر حشرات البيت كالحية والفأرة والسنور مكروه كراهة تنزيه، هو الأصح كذا في الخلاصة، ويكره أن تلحس الهرة في كف إنسان ثم يصلي قبل غسلها، أو يأكل من بقية الطعام الذي أكلت منه كذا في التبيين. وإنما يكره ذلك في حق الغني لأنه يقدر على بدله، أما في حق الفقير فلا يكره للضرورة كذا في السراج الوهاج.

২. আল বাদায়ে খ: ১ পৃ: ৩৭৬

৩. আল ইনায়া মাআল ফাতহ খ: ১ পৃ: ১১৭

৪. মুখতাছারুল কুদুরী পৃ: ৪৯

৫. ফাতহু বাবিল ইনায়া পৃ: ১৫৭

৬. ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ: ৫

৭. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ১৮

৮. তাবয়ীনুল হাকায়েক খ: ১ পৃ: ৩৩

ভিসা ছাড়া অন্য দেশে প্রবেশ করা

প্রশ্ন :- (ক) ভিসা ছাড়া কোন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করার হুকুম কী? অতিক্রমকারী গোনাহগার হবে কি? নিরাপরাধ ব্যক্তিকে যদি ভিসা না

দেয়া হয়, তাহলে সে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে ভিসা ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে কি?

(খ) যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিসা নিয়ে কোন দেশে যায় এবং ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সেখানে থেকে যায় তাহলে কি সে গোনাহগার হবে? এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিধর্মী রাষ্ট্রের মাঝে হুকুমে কোন পার্থক্য হবে কি?

উত্তর :- (ক) বর্তমানে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র পরস্পর এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ যে, এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে সে দেশের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। আর রাষ্ট্র যে সকল আইন জনগণের কল্যাণে প্রণয়ন করে শরীয়ত বিরোধী না হলে- তা মান্য করা জনগণের জন্য ওয়াজিব। অমান্য করলে ওয়াজিব তরকের গোনাহ হবে।

উপরন্তু ভিসা ছাড়া অন্য দেশে প্রবেশ করা মানে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। কেননা ধরা পড়লে লাঞ্ছনা ও জেলসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হতে পারে। অথচ শরীয়তে (জরুরত ছাড়া) নিজেকে লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব, কোন ব্যক্তিই শরয়ী জরুরত ছাড়া ভিসা ব্যতীত অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারবে না।

(খ) অঙ্গীকার ভঙ্গের গোনাহ হবে। আর একজন মুসলমানের চেয়ে একজন বিধর্মীর সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বেশী জঘন্য। কারণ এতে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

সূত্র :-

১. আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৩০৫০

قال رسول اللهﷺ في حديث طويل: وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولاضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم.

২. সহীহ মুসলীম শরীফ হাদীস নং ১৮৩৯

قال رسول الله ﷺ: على المرأ المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

৩. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম খ: ৩ পৃ: ৩২৩

قال الشيخ تقي العثماني حفظه الله ورعاه قوله: "إنما الطاعة في المعروف" قد ثبت بأحاديث الباب مبدآن عظيمان من مبادئ السياسة الإسلامية، استعملها الفقهاء في كثير من المسائل:

الأول: مبدأ طاعة الأمير، وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». فلو كان المراد من إطاعة أولي الأمر إطاعتهم في الواجبات الشرعية فحسب، لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر في هذه الآية، لأن إطاعتهم في الواجبات الشرعية ليست إطاعة لأولي الأمر، وإنما هو إطاعة لله ورسوله، فلما أفردهم الله سبحانه وتعالى بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم في الأمور المباحة.

৪. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দাইমা খ: ১২ পৃ: ৪৪

س: ماحكم الوفاء بالعهد مع الهندوسي، إذا أعطي عهدًا فيما لايخالف شرع الله تعالى؟

ج: الوفاء بالعهد فيما لايخالف شرع الله تعالى واجب، قال تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» (سورة الإسراء: ٣١) سواء كان مع الهندوس أو مع غيرهم، مالم يحصل منهم إخلال بالعهد أو إساءة إلى الإسلام.

৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ৮ পৃ: ২১৬

৬. ফাতাওয়া হক্কানিয়া খ: ২ পৃ: ৩৪৪

৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৪ পৃ: ৫৭০

৮. কিফায়াতুল মুফতি খ: ৯ পৃ: ৩৮৩

গোবর বা বিষ্ঠা থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা রান্না করার হুকুম

প্রশ্ন :- গোবর-বিষ্ঠা এ ধরনের নাপাক বর্জ্য থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা রান্না করার হুকুম কী?

উত্তর :- এ ধরনের গ্যাস দ্বারা রান্নাবান্না করা জায়েয এবং এ গ্যাস দ্বারা রান্নাকৃত খানা খেতেও কোন সমস্যা নেই।

সূত্র :-

১. রদ্দুল মুহতার খ: ৫ পৃ: ৫৮

ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به.

২. ফাতাওয়া রহীমিয়া খ: ৪ পৃ: ৫৯

৩. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৮ পৃ: ১৯৪

غلیظ سے جو گیس بنائی جائے اس گیس کو لائٹ اور کھانا پکانے کیلئے استعمال کرنا درست ہے۔

কুরআনুল কারীমের সিডি বা ক্যাসেট বিনা অযুতে স্পর্শ করা

প্রশ্ন :- কুরআনুল কারীমের সিডি বা ক্যাসেট বিনা ওযুতে স্পর্শ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর :- কুরআনুল কারীমের সিডি বা ক্যাসেট অজু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েয।

সূত্র :-

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ১ পৃ: ১৪৪

ان نقوش میں جب تک پڑھے جانے کی صلاحیت ثابت نہ ہو حروف مکتوبہ کے حکم میں نہیں، اس لئے ان کا مس کرنا محدث وجنب کو جائز ہے، جیسا دماغ میں ارتسام الفاظ قرآنیہ کا ہوتا ہے اوراس دماغ کا مس کرنا جائز ہے، البتہ اگر وہ پڑھے جانے لگیں تو اس وقت دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کی وجہ سے ان کا حکم حروف مکتوبہ کا دیا جائے گا۔

২. আহসানুল ফাতাওয়া খ: ২ পৃ: ১৯

৩. জাওয়াহিরুল ফিকহ খ: ৪ পৃ: ৭৫ ও খ: ৫ পৃ: ১৩৬

৪. জাদীদ ফিকহী মাসায়েল খ: ১ পৃ: ১০১

কাফের-মুশরিক কুরআন শরীফ স্পর্শ করার বিধান

প্রশ্ন :- কাফের-মুশরিক কুরআন শরীফ পড়তে চাইলে হাতে স্পর্শ করে পড়তে পারবে কি?

উত্তর :- কাফের-মুশরিক গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করার পর কুরআনুল কারীম হাতে স্পর্শ করতে পারবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া কাযীখান খ: ১ পৃ: ১৬৩

الحربي والذمي إذا طلب تعلم القرآن يُعلَّم، وكذا إذا طلب الفقه والأحكام رجاء أن يهتدي إلى الحق، لكنه يمنع من مس المصحف، إلا إذا اغتسل فلايمنع بعد ذلك.

২. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২০২

৩. আদ্দুররুল মুখতার খ: ১ পৃ: ১৭৭

৪. আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর পৃ: ৯১

আযানের পূর্বে আযানের সময় সম্পর্কে সতর্ক করা

প্রশ্ন :- এক এলাকায় মাগরিবের আযানের পূর্বে এমন ঘোষণা দেয় যে, 'আযানের মাত্র ৫/৭ মিনিট বাকি আছে'। আযানের পূর্বে এমন ঘোষণা দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর :- নিয়মিতভাবে অথবা জরুরী মনে করে এমন করা ঠিক নয়। তবে মাঝে মধ্যে বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে যেমন গ্রাম-গঞ্জে হাট-বাজারের দিন বা এ জাতীয় অন্য কোন বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এমনটি করা যেতে পারে।

সূত্র :-

১. বাদায়েউস সানায়ে খ: ১ পৃ: ৬৪১

أما التثويب المحدث: فمحله: صلاة الفجر أيضا، ووقته ما بين الأذان والإقامة، وتفسيره أن يقول: حي على الصلاة وحي على الفلاح، على ما بيّن في الجامع الصغير، غير أن مشايخنا قالوا: لابأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات لفرط غلبة الغفلة على الناس في زماننا، وشدة ركونهم إلى الدنيا وتهاونهم بأمور الدين، فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمانهم، فكان زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى فكان مستحسنا.

২. আল মাবসূত খ: ১ পৃ: ২৭৩

فهذا دليل على أن التثويب بعد الأذان وكان التثويب بعد الأذان، وكان التثويب الأول "الصلاة خير من النوم".

৩. মুহীতুল বুরহানী খ: ১ পৃ: ৩৯২
৪. মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খ: ১০ পৃ: ১৫০
৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ১ পৃ: ২৬০-২৬১
৬. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৫ পৃ: ৫০০-৫০৩

একই পশুতে আকীকা ও ওলীমার অংশ রাখা

প্রশ্ন :- একই পশুতে ওলীমা ও আকীকার অংশ রাখা জায়েয আছে কি?

উত্তর :- একই পশুতে ওলীমা ও আকীকার অংশ রাখা জায়েয।

সূত্র :-

১. আল বাদায়ে খ: ৬ পৃ: ৩০৬

ولنا: أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد، لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز وجل شأنه، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولَد وُلد له من قبل ... ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزويج، وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرًا لِله تعالى على نعمة النكاح.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৭ পৃ: ৫১৮

ایک گائے خرید کر اسمیں چند حصے عقیقہ کے واسطے لے لے اور بعض حصہ میں ولیمہ کے واسطے نیت کرے پھر ذبح کردے تب بھی شرعا درست ہے حتی کہ قربانی کی گائے میں بھی یہ درست ہے۔

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ৬ পৃ: ৩২৬
৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৫ পৃ: ৩০৪

উট গরু ও মহিষ কুরবানীতে ৭ জন শরীক হওয়া

প্রশ্ন :- আমরা জানি, কুরবানীর পশুতে অংশীদারিত্ব বৈধ। অর্থাৎ উট, গরু ও মহিষ কুরবানীতে ৭ জন শরীক হতে পারে। কিন্তু আহলে হাদীস ভাইয়েরা জনমনে এ কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে যে, 'উট, গরু ও মহিষ কুরবানীতে ৭ জন শরীক হতে পারবে না' এ কথা কি ঠিক?

উত্তর :- উট, গরু ও মহিষ কুরবানীতে ৭ জন শরীক হতে পারবে। এ ব্যাপারে আহলে হাদীসগণ যা বলে থাকেন তা সঠিক নয়। বিষয়টি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে-

عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. صحيح مسلم: ١٣١٨

অর্থ: হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন হুদায়বিয়ার বছর আমরা রাসূল ﷺ এর সঙ্গে এক উটে ৭ জন এবং এক গরুতে ৭ জন শরীক হয়ে কুরবানী করেছি। সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১৩১৮। এ প্রসঙ্গে আরো হাদীস নিম্নে বর্ণিত কিতাবে উল্লেখ আছে।

১. আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, হাদীস নং ১৪৮০৮
২. আল মুআত্তা লিল ইমাম মালিক, হাদীস নং ১৫২৬
৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮০৭-২৮০৯
৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫০১,১৫০২
৫. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩১৩২
৬. আল মুসনাদ, ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস নং ১৯০৪
৭. আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, হাদীস নং ১০২১০
৮. আল মুনতাকা, ইমাম ইবনে যারুদ, হাদীস নং ৪৭৯

প্রতি নামাজের পরে কবর যিয়ারত করা

প্রশ্ন :- এক এলাকার নিয়ম হল, প্রতি নামাজের পরে (সুন্নত থাকলে সুন্নত আদায় করে) ইমাম সাহেবকে সাথে নিয়ে গিয়ে কবর যিয়ারত করা। যদি ইমাম সাহেব কবর যিয়ারত করতে না চান তাহলে মুসল্লীগণ গালমন্দ করে, তাদের এই আমল শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর :- কবর যিয়ারত একটি ব্যক্তিগত মুস্তাহাব আমল। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কবর যিয়ারত করতেন। কবর যিয়ারত এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো সময় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নেই। প্রত্যেকে যার যার সুবিধামত নিজ আত্মীয়স্বজন ও মুসলমানদের কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের জন্য দোয়া করবে। এরূপ আমলের জন্য কোনো সময় বা পদ্ধতিকে নিয়মে পরিণত করা যাবে না।

কেননা শরীয়তের মূলনীতি হল, শরীয়ত যে কাজকে কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেনি সে কাজকে নিজের পক্ষ থেকে কোনো সময়ের সাথে জরুরী মনে করে সম্পৃক্ত করা বিদআত।

এমনিভাবে শরীয়ত কোনো কাজের যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছে তা উপেক্ষা করে নিজের পক্ষ থেকে উক্ত কাজের কোনো পদ্ধতি গড়ে নেয়া অথবা শরীয়তের বর্ণিত পদ্ধতির সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো কিছু কাজ যুক্ত করাও বিদআত এবং গোনাহের কাজ।

সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর দলবদ্ধভাবে যিয়ারত করা এবং এটাকে জরুরী মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত ও বর্জনীয়।

সূত্র :-

১. আল ই'তিছাম লিশ শাতেবী (দারুল মারিফা) খ: ১ পৃ: ২৫-২৬

منها: وضع الحدود... ومنها :التزام الكيفيات والهيئات المعينة... ومنها :التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.

২. আল মিরকাত শরহে মিশকাত খ: ৩ পৃ: ৩১

قال الطيبي: وفيه أن من أصر على أمر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال فكيف من أصر على بدعة أو منكر.

৩. সিবাহাতুল ফিক্‌র পৃ: ৬২

فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروها، كماصرح به علي القاري في شرح المشكاة والحصكفي في الدر المختار وغيرهما.

৪. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৬৬

ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعاء عنده قائما، كذا في البحر الرائق.

৫. আল বাহরুর রায়েক খ: ২ পৃ: ১৫৯

৬. মাজমূআতুল ফাতাওয়া মাআল খুলাছা খ: ১ পৃ: ১৯৫

৭. আস সিয়াআ খ: ২ পৃ: ২৬৫

কবর যিয়ারতের জন্য কবরের কাছে যাওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- কবর যিয়ারতের জন্য কি কবরের কাছে যাওয়া জরুরী? নাকি যে কোনো জায়গা থেকেই কবর যিয়ারত করা যায়?

উত্তর :- কবরের কাছে গিয়ে কবরকে সামনে রেখে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করা এবং তাদের জন্য মাগফিরাত, মর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদি কামনা করাকে পরিভাষায় 'যিয়ারত' বলা হয়। অতএব, কবর যিয়ারতের জন্য কবরের কাছে যাওয়া জরুরী। আর দূর থেকে কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত, রাফয়ে দারাজাত কামনা করাকে 'মাইয়েতের জন্য দোয়া করা' বলা হয়।

উল্লেখ্য, মাইয়েতের জন্য ঈসালে ছাওয়াব বা দোয়ার জন্য কোন নির্ধারিত সময় বা স্থান নেই। যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে তাদের জন্য দোয়া বা ইসালে ছাওয়াব করা যায়।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ১ পৃ: ১৬৬

ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعاء عنده قائما، كذا في البحر الرائق.

২. আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা খ: ২৪ পৃ: ৮৮-৯০

ولأنّه صلى الله عليه وسلم « كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى.... قال الحنفيّة : السّنّة زيارتها قائمًا ، والدّعاء عندها قائماً ، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البقيع .

কবর যিয়ারত করে বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন :- কবর যিয়ারত বা ইসালে ছাওয়াব করে কোনো ধরনের বিনিময় নেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর :- কবর যিয়ারত, মৃতদের জন্য দোয়া বা ইসালে ছাওয়াব ইত্যাদির জন্য কোনো পারিশ্রমিক দেয়া-নেয়া জায়েয নেই।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খঃ ৬ পৃঃ ৫৭

لا يصح الاستئجار على القراءة و إهدائها إلى الميت.

২. মাজমুআতু রাসায়েলে ইবনে আবেদীন খঃ ১ পৃঃ ১৭৫

৩. ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী মাসায়েল খঃ ৪ পৃঃ ১৩২

‘কালেমার জামাত’ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :- ভোলা জেলার চরফ্যাশনের প্রফেসর আব্দুল মাজীদ সাহেব ১৯৯৭ঈ. সালে তাবলীগ জামাত থেকে বের হয়ে এসে নতুন একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে জামাতটি ‘কালেমার জামাত’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ জামাতের সাথীরা একমাত্র নিজেদেরকেই হক মনে করে থাকেন। অন্য কোনো জামাতকে পুরোপুরি হক মনে করেন না। বাংলাদেশের কোনো মাদরাসাই রাসূলের তরীকার উপর নেই– এটা তাদের বিশ্বাস এবং তারা ওলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন।

উল্লেখ্য, কালেমার জামাতের আমীর প্রফেসর সাহেব নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেন এবং কুরআন, হাদীস, ফিক্হ সব বিষয়েই নিজেকে পারদর্শী বলে দাবী করেন। যার ফলে মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি কোনো অভিজ্ঞ আলেম বা মুফতীর দ্বারস্থ হন না। এবং তার অনুসারীরাও আলেম উলামাদের কাছে না গিয়ে প্রফেসর সাহেবের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করে থাকেন। আর জানা না থাকা সত্ত্বেও তিনি উক্ত মাসআলার ভুল উত্তর দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এছাড়া মাদরাসায় শিক্ষকতা ও মসজিদের ইমামতি করে বেতন নেয়া জায়েয নেই বলে তিনি ফতোয়া দেন। এখন প্রশ্ন হল- এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এবং তার জামাতের অনুসারী হওয়া যাবে কি না?

উত্তর :- কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুসরণীয় হওয়ার জন্যে তার মাঝে অনেক বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। তাকওয়া, পরহেজগারী ও উত্তম আখলাকের দিকগুলো ছাড়াও তাকে দ্বীন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়।

কারো মধ্যে যদি কুরআন-সুন্নাহর তথা দ্বীনের ব্যাপক জ্ঞান না থাকে, এবং সে দ্বীনের স্বীকৃত কোনো ইমামকে অনুসরণও না করে তাহলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনেক ভ্রান্তির শিকার হবেন। ইসলামের উদারতা-সংযম, সৌন্দর্য ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ বিধানাবলীর পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান না বোঝার ফলে শরয়ী হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলের শিকার হবেন।

কখনো এমন আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিবেন যা রহিত হয়ে গেছে। এমন হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না যা হাদীস বিশারদগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। উলামায়ে কেরামের কাছে যে মত গ্রহণযোগ্য নয় নিজের অজান্তে তা পালনীয় হিসেবে গ্রহণ করে নিবেন।

শরীয়ত যে বিধানকে যে স্তরে রেখেছে তা রক্ষা করবেন না। বরং সুন্নত-মুস্তাহাবকে ফরজ-ওয়াজিবের উপর প্রাধান্য দিবেন। এমন আরো বহু সমস্যার সম্মুখীন হবেন। ফলে এমন ব্যক্তি নিজেও পথভ্রষ্ট হবেন এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবেন। তাই এধরনের লোকদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করা এবং সে নিজেকে এর যোগ্য মনে করা উভয়টাই চরম গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা।

হাদীস শরীফে প্রিয় নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সরাসরি ইলমকে মানুষদের থেকে উঠিয়ে নিবেন না। ইলমকে উঠিয়ে নিবেন উলামায়ে কেরামকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। আর যখন কোনো আলেম থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে মানুষ দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাইবে, তারা দ্বীন

সম্পর্কে না জেনে ফতোয়া দিবে, ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে। (বুখারী-১০০, মুসলিম-৬৯৭৪)।

অতএব, প্রশ্নে কালিমার জামাতের দা'য়ীর যে সব কথাবার্তা এবং এ জামাতের যে চিন্তাধারার বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে দ্বীনি ইলমের ব্যাপারে দা'য়ীর চরম দৈন্যেরই পরিচয় বহন করে। যদি দীনের সহীহ বুঝ এবং কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক জ্ঞান থাকত, তাহলে এসব কথাবার্তা ও চিন্তা-চেতনা কিছুতেই পোষণ করতে পারতেন না; বরং যারা কুরআন ও হাদীসের সহীহ জ্ঞান রাখেন তাদের অনুসরণের মাঝেই প্রকৃত হেদায়াত প্রত্যক্ষ করতেন, প্রয়োজনে উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতেন।

সুতরাং মুসলমানদের জন্যে উক্ত দা'য়ীর অনুসরণ করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। আর উক্ত দা'য়ীর জন্যে জরুরী হল, ইসলাম সম্পর্কে বিছিন্ন ধারণা ত্যাগ করে জমহুর উলামাদের সাথে থাকা এবং উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

সূত্র :-

১. সুরাতুল আম্বিয়া, আয়াত ৭

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

২. সুরাতুন নিসা, আয়াত ৫৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

৩. আল জামে লি আহকামিল কুরআন খ: ৫ পৃ: ২৬১

وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: 'أولو الأمر' أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك، ونحوه قول الضحاك، قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين.

৪. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ১০০

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

৫. উমদাতুল কারী খ: ২ পৃ: ১৮৫ হাদীস নং ১০০

قال العيني في شرح هذا الحديث: الثاني: فيه التحذير عن اتخاذ الجهال رؤوسا ... الرابع: فيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم.

৬. ফাতহুল বারী শরহুল বুখারী খ: ১৩ পৃ: ৩৫৬

৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৩

৮. আল জামে লিত তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫২

৯. উসুলুদ দা'ওয়াহ লি আব্দিল করীম যায়দান পৃ: ১৫৭, ৩১৩

কবরে মাটি দেয়ার একটি নতুন প্রথা

প্রশ্ন :- কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায় মৃত ব্যক্তিকে কবরে মাটি দেয়ার সময় ভিড়ের কারণে সবাই কবরের কাছে যেতে না পারলে দূরবর্তী লোকদের নিকট ঝুড়িতে করে কবর থেকে মাটি নিয়ে আসা হয়। তারা ঐ মাটি হাতে নিয়ে তার উপর দুআ পড়ে দেয়। অতঃপর ঐ মাটি এনে কবরে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হবে কি?

উত্তর :- মৃত ব্যক্তির দাফনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্যে মুস্তাহাব হল আঁজলা ভরে কবরে তিনবার মাটি দেয়া। তাই সম্ভব হলে উল্লিখিত নিয়মে সরাসরি কবরেই মাটি দিবে। অধিক ভিড়ের কারণে নিজে সরাসরি মাটি দিতে না পারলে দোষের কিছু নেই। এর জন্য নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা ঠিক হবে না। অতএব, এলাকাবাসীর উচিত প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি পরিহার করা।

সূত্র :-

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৬৫

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا.

২. মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা খ: ৭ পৃ: ৩৩৭, হাদীস নং ১১৮৩৯

عن الحسن قال: إن شئت فاحث في القبر وإن شئت فلا تحث فيه.

৩. ফাতাওয়া আলমগীরী খ: ১ পৃ: ১৬৬

ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعا، ويكون من قبل رأس الميت، ويقول في الحثية الأولى 'منها خلقناكم'، وفي الثانية 'وفيها نعيدكم'، وفي الثالثة 'ومنها نخرجكم تارة أخرى'.

৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৬২

৫. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ২৩৬-৩৭

৬. আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ খ: ১ পৃ: ১৪১

৭. গুন্য়াতুল মুতামাল্লী পৃ: ৫১৫

দাতার আয়ের উৎস জানা

প্রশ্ন :- কোনো ব্যক্তি মাদরাসায় দান করতে চাইলে তার আয়ের উৎস জানা আবশ্যক কি না?

উত্তর :- স্বাভাবিক অবস্থায় আয়ের উৎস জানতে চাওয়া আবশ্যক নয়। এবং জানতে চাওয়া উচিতও নয়। অবশ্য যদি দাতা হারাম মাল দিচ্ছে বলে প্রবল ধারণা হয়, তাহলে আয়ের উৎস জানা আবশ্যক।

সূত্র :-

১. শুআবুল ইমান খ: ৫ পৃ: ৬৭, হাদীস নং ৫৮০১

عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولايسأل، ويشرب من شرابه ولايسأل.

২. ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দিন খ: ২ পৃ: ১৬৯

المثار الثاني: ما يستند الشك فيه إلى سبب المال لا في حال المالك: وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام، كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل السوق، فليس يجب على من يشتري في تلك البلدة وذلك السوق، أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال فإن لم يكن هو الأكثر فالتفتيش من الورع وليس بواجب.

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: ৫ পৃ: ৩৪৩

وكذا دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام، كذا في التمرتاشي.

آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه وأضافه، وغالب ماله حرام، لايقبل ولايأكل مالم يخبره أن ذلك المال أصله حلال، ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لابأس بقبول هديته والأكل منها.

ব্যাংক-বীমায় চাকরীরত ব্যক্তির দান মাদরাসায় গ্রহণ করা

প্রশ্ন :- ব্যাংক-বীমায় চাকরীজীবি ও বেপর্দা মহিলা চাকুরীজীবিদের বেতনের টাকা হালাল কিনা? এবং তাদের টাকা মাদরাসায়/লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে নেয়া যাবে কিনা?

উত্তর :- ব্যাংক-বীমায় সাধারণত সুদী কারবার হয়ে থাকে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। আর হারাম কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও হারাম। তাই যারা ব্যাংক-বীমায় লেনদেন বা লেখালেখির কাজে জড়িত, তাদের বেতনের টাকাও হারাম। তারা যদি ঐ হারাম টাকা থেকেই দান করে তাহলে সে টাকা মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে গ্রহণ করা যাবে না। তবে লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে যেহেতু কেবল গরীব ছাত্রদের ভরণপোষণের খরচ দেয়া হয়, তাই উক্ত ফান্ডের জন্য গ্রহণ করা যাবে।

বেপর্দা মহিলাদের চাকরী যদি কোনো হারাম কাজের না হয়, তাহলে তাদের বেতনের টাকা হালাল। তাদের টাকা মাদরাসার সাধারণ ফান্ড ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের জন্য গ্রহণ করা যাবে। তবে বেপর্দাভাবে চাকরী করার কারণে সে গোনাহগার হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সূত্র :-

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৮

عن جابر قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

২. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম খ: ১ পৃ: ৬১৯

قوله: وكاتبه: لأن كتابة الربا إعانة عليه، ومن هنا ظهر أن التوظف في البنوك الربوية لايجوز، فإن كان عمل الموظف في البنك ما يعين على الربا كالكتابة أو الحساب فذلك حرام لوجهين، الأول: إعانة على المعصية، والثاني: أخذ الأجرة من المال الحرام، فإن معظم دَخْل البنوك حرام مستجلب بالربا.

৩. ফাতাওয়া উসমানী খ: ৩ পৃ: ৩৯৬

بینک کا بیشتر کاروبار چونکہ سود پر مبنی ہے اسلئے اسکی ملازمت جائز نہیں۔

৪. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল খ: ৬ পৃ: ২৭৫,২৮১

সুদী লোন নিয়ে ব্যবসাকারীর আয়ের বিধান

প্রশ্ন :- যে সকল ব্যবসায়ী ব্যাংক বা সমিতি থেকে সুদভিত্তিক লোন নিয়ে ব্যবসা করে, তাদের ব্যবসার টাকা হালাল কিনা? এবং তাদের টাকা দান হিসেবে মাদরাসায়/লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তর :- সুদী লোন নেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গোনাহ। কেউ যদি সুদী লোন নেয় তাহলে তা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফেরত দেয়া আবশ্যক। এবং এ কাজের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে খালেছ দিলে তওবা করতে হবে। তবে উক্ত লোন দ্বারা অর্জিত লভ্যাংশকে হারাম বলা যায় না। তাই উক্ত লভ্যাংশ হতে মাদরাসা বা লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া উসমানী খ: ৩ পৃ: ৪১৫

بینک سے سود پر قرض لینا بہت سخت گناہ ہے، اور اگر غلطی سے ایسا سودی قرض لے لیا گیا ہو، تو اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنیکی جو بھی صورت ہو اختیار کرنا شرعا واجب ہے، لیکن اس قرض کی رقم سے جو مکان (مثلا) خریدا گیا اس سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں، اور اگر اسے کرایہ پر دیا گیا ہے تو وہ کرایہ بھی حرام نہیں۔

২. ইমদাদুল ফাতাওয়া খ: ৩ পৃ: ১৬৯-১৭০

ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন :- ঈসালে সাওয়াব কী? এর সঠিক পদ্ধতি কোনটি?

উত্তর :- কোনো নেক আমল (যেমন– সদকা, নামায, রোজা, হজ্ব, কুরবানী ইত্যাদি) মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে করা অথবা নেক আমল করার পর তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশিয়ে দেয়ার নাম হল ঈসালে সাওয়াব। শরীয়ত কর্তৃক এর জন্য কোন সময় বা পদ্ধতি নির্ধারিত নেই। অতএব, নিজের পক্ষ থেকে এর জন্য কোন সময় বা পদ্ধতিকে আবশ্যক মনে না করে সুযোগমত যে কোন সময় শরীয়তস্বীকৃত যে কোন নেক আমল করে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়াই হল ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ২৪০

وفي البزازية : ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع.

কুলখানী বা চল্লিশা অনুষ্ঠান করা

প্রশ্ন :- দিন-তারিখ নির্ধারিত আছে মনে করে ঈসালে সাওয়াবের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান করা হয় যেমন : কুলখানি, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করা শরীয়তসম্মত কিনা এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা এবং দোয়া পরিচালনা করা বা দোয়ায় অংশ গ্রহণ করা এবং দোয়ার পরে বা আগে খাদ্য-খাবার গ্রহণ করা বৈধ কি না? অথবা খাবার না খেয়ে শুধু দোয়া পরিচালনা করার জন্য যাওয়া বা শুধু দোয়ায় শরীক হওয়ার জন্য যাওয়া বৈধ কিনা?

উত্তর :- মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর কোনো নির্ধারিত দিন-তারিখ শরীয়তে নেই। অতএব এর জন্য শরীয়তে দিন-তারিখ নির্ধারিত আছে মনে করে যে সকল অনুষ্ঠান করা হয় যেমন– কুলখানী, চল্লিশা ইত্যাদি এবং তাতে অংশ গ্রহণ করে খানা খাওয়া বা দোয়া পরিচালনা করা ও এসবের বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয।

সূত্র :-

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৫৩৫

عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا القرآن ولاتأكلوا به.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৫৯৫

الأصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل ثوابها لغيره، وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة.

قال العلامة الشامي تحت قوله 'بعبادة ما': أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة.

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ২৪০

والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره، وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسناً.

৪. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ৩ পৃ: ৮৯, ৯১, ৯৪

ایصال ثواب کاجو طریقہ مروج ہے یعنی میت کے انتقال سے تیسرے روز جمع ہو کر تلاوت قرآن کی جاتی ہے... خیر القرون سے اس کا ثبوت نہیں، لہذا اس ہیئت کے ساتھ ایصال ثواب کرنا بدعت ہے۔ "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"

৫. আহসানুল ফাতাওয়া খ:পৃ:

ایصال ثواب بروح بزرگان واولیاء کرام ثابت وموجب اجر وثواب ہے اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کی تقیید و تخصیص احداث فی الدین و بدعت ہے۔

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে বা কুরআন পড়ে বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন :- শরীয়ত কর্তৃক দিন-তারিখ নির্ধারিত আছে মনে না করে যে কোনো দিন ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দোয়ার আয়োজন করা, কুরআন খতম করানো এবং দোয়ার আগে বা পরে খানার ব্যবস্থা করা কেমন? সেই দোয়া ও খাবারে অংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? অথবা শুধু দোয়া করা বা শুধু খানা খাওয়া বৈধ কি না?

উত্তর :- বিনিময়ের ভিত্তিতে কোনো ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান অনির্ধারিতভাবে হলেও তা নাজায়েয। এমনিভাবে খানা যদি দোয়ার বিনিময়ে হয় তাহলে সে খানায় অংশ গ্রহণ করাও বৈধ নয়। এতে উভয়ে গোনাহগার হবে এবং মৃত ব্যক্তিরও কোনো ফায়দা হবে না। আর যদি খানা খাওয়ানোর মাধ্যমেই ঈসালে সাওয়াব করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাতে অংশ গ্রহণ করে খাবার-দাবার গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। তবে ঈসালে সাওয়াবের জন্য শুধু গরীব মিসকীনদেরকে খাওয়ানো উচিত।

সূত্র :-

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৫৩৫

عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا القرآن ولاتأكلوا به.

২. আদদুররুল মুখতার খ: ২ পৃ: ৫৯৫

الأصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل ثوابها لغيره، وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة.

قال العلامة الشامي تحت قوله 'بعبادة ما': أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة.

৩. ফাতাওয়া শামী খ: ২ পৃ: ২৪০

والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره، وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسناً.

৪. ফাতাওয়া শামী খ: ৬ পৃ: ৫৬

إن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لاللميت ولا للقارئ ... ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان.

৫. মাজমাউল আনহুর খ: ২ পৃ: ৩৮৪

৬. রাসায়েলে ইবনে আবিদীন খ: ১ পৃ: ১৫৬-১৫৭

৭. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৩ পৃঃ ৮৯, ৯১, ৯৪

৮. আহসানুল ফাতাওয়া খঃ ১ পৃঃ ৩৬২

৯. আযীযুল ফাতাওয়া পৃঃ ৩৪৬

১০. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খঃ ৩ পৃঃ ৮৯, ৯১, ৯৪

পহেলা বৈশাখ পালন করা

প্রশ্ন :- দেশীয় সংস্কৃতি হিসেবে কোনো ধরনের গান-বাজনা বা নাচানাচি ছাড়া পহেলা বৈশাখ পালন করা বৈধ হবে কি?

উত্তর :- ইসলামের সৌন্দর্য হল সব ধরনের অহেতুক কাজকর্ম ও ভ্রান্ত রুসুম-রেওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা। চাই এসব দেশীয় সংস্কৃতির নামে হোক বা অন্য কোন নামে। পহেলা বৈশাখ পালন বা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের নামে যা কিছু হয় তাতে অসংখ্য অহেতুক কাজের সমাবেশ রয়েছে। অধিকন্তু এতে নানা রকমের ভ্রান্ত ধারণা, অমূলক আকীদা-বিশ্বাস, বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের মিশ্রণ রয়েছে। তাই এ জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে বেঁচে থাকা মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সূত্র :-

১. সহীহুল বুখারী হাদীস নং ৫৫৯০

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.

২. এখতেলাফে উম্মত আওর ছিরাতে মুস্তাকিম পৃঃ ৯৫

৩. ইছলাহুর রুসুম

মহিলাগণ পুরুষদের পোশাক পরিধান করা

প্রশ্ন :- মহিলাদের জন্য ঘরের ভিতরে যে কোনো ধরনের পোশাক (যেমন– প্যান্ট, শার্ট) পরা বৈধ কি না? এবং প্যান্ট শার্ট পরে বাজার বা অফিস করা যাবে কিনা?

উত্তর :- মহিলাদের জন্য ঘরে-বাইরে কোনো অবস্থাতেই পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরিধান করা জায়েয নয়। যে সকল মেয়েরা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তাদের উপর রাসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন।

সূত্র :-

১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৫

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

২. ফাতাওয়া মাহমুদিয়া খ: ১৯ পৃ: ৩১৪

একাধিক বিষয়ে ওসিয়ত করলে কোনটা আগে পূরণ করবে

প্রশ্ন :- জনৈক ব্যক্তি মারা যাবার সময় এই ওসিয়ত করে যায় যে, আমি মারা যাবার পর আমার কাযাকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের কাফ্‌ফারা আদায় করে দিবে।

এখন জানার বিষয় হল, মৃত ব্যক্তির এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে ওসিয়তকৃত উক্ত বিষয়ে কোনটা আগে আদায় করতে হবে?

উত্তর :- মৃত ব্যক্তি একাধিক বিষয়ের ওসিয়ত করে গেলে যদি তার রেখে যাওয়া সম্পদের $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ) দ্বারা সকল ওসিয়ত পূরণ করা সম্ভব হয় কিংবা ওয়ারিশগণ $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশের) বেশি সম্পদ থেকে সকল ওসিয়ত পূরণের অনুমতি দেয় তাহলে ওসিয়তের পর্যায়ক্রম ঠিক রাখা জরুরী নয়। সুবিধামত সকল ওসিয়ত আদায় করে দিলেই চলবে।

আর যদি তার সম্পদের $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ) দ্বারা সকল ওসিয়ত পূরণ করা সম্ভব না হয় এবং ওয়ারিশগণও $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশের) বেশি সম্পদ ব্যয় করতে রাজী না হয়, তাহলে ওসিয়তকৃত বিষয় শুধু বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হলে যে হক্বটি বেশি শক্তিশালী তাকে অগ্রাধিকার দিবে। ওসিয়তকারীর বর্ণনার পর্যায়ক্রম ঠিক রাখবে না। আর যদি শুধু আল্লাহর ইবদত সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে আগে ফরজ এরপরে ওয়াজিব অতঃপর নফল

আদায় করবে। ফরজগুলোর মধ্যে মৃত ব্যক্তি যেটাকে আগে বলেছেন সেটাকে অগ্রাধিকার দিবে।

প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির ওসিয়তকৃত বিষয়গুলো যেহেতু সবই আল্লাহর হক্ব এবং ফরজ বিধান তাই ওসিয়তকারীর বর্ণনাক্রম অনুযায়ী ওসিয়ত পূরণ করবে।

উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে কাফন-দাফনের খরচ অতঃপর ঋণ মিটাবে এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তার $\frac{১}{৩}$ (এক তৃতীয়াংশ) থেকে ওসিয়ত পূরণ করবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া তাতারখানিয়া খ: ১৯ পৃ: ৩৯৭

٣١٩٢١: قال: وإذا اجتمعت الوصايا فإن كان بثلث مال الموصي وفاء بالكل، فإنه تنفذ الوصايا كلها، ولانشتغل بالترجيح، وكذلك إذا ضاق الثلث عن الوفاء بالكل، ولكن أجازت الورثة. فأما إذا ضاق الثلث عن الوفاء بالكل ولم يجز الورثة، فإن كانت الوصايا كلها للعباد، فإنه يقدم الأقوى فالأقوى ولايبدأ بما بدأ به الميت.

٣١٩٢٣: وإن كانت الوصايا كلها لله تعالى إن كانت كلها نوافل وليس بشيء منها عين ... فإنه يبدأ بما بدأ به الميت.

٣١٩٢٦: فأما إذا كانت الوصايا كلها فرائض وقد استوت في الوكادة وليس معها وصية للعين... فإن على قول الفقيه أبي بكر البلخي يبدأ بما بدأ به الميت.

২. আল এখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার খ: ৫ পৃ: ৮৯

في المختار: ومن أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض، وإن تساوت قدم ما قدّمه الموصي إن ضاق الثلث عنها.

(وإن تساوت) بأن كان الكل فرائض (قدم ما قدمه الموصي إن ضاق الثلث عنها) لأن الظاهر أنه بدأ بالأهم.

৩. শরহু মুখতাছারিত তাহাবী খঃ ৪ পৃঃ ১৮০
৪. কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনা খঃ ১ পৃঃ ২৯৩
৫. আল বিনায়া খঃ ১৩ পৃঃ ৪৫৫
৬. আল ফাতাওয়াল ওয়াল ওয়ালিজিয়া খঃ ৫ পৃঃ ৩৮১
৭. আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা খঃ ৪৩ পৃঃ ২৭৫
৮. তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়া খঃ ২ পৃঃ ৩০৯-৩১০
৯. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিললাতুহু খঃ ৮ পৃঃ ১১৮
১০. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খঃ ৬ পৃঃ ১১৪-১১৫

বাচ্চাদের জিনিস অন্যকে দেয়ার বিধান

প্রশ্ন :-

(ক) অনেক সময় বাচ্চাদের প্রচুর জামা-কাপড় কিংবা অন্য কোন জিনিসপত্র থাকে যা পুরাতন বা অপ্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে বাচ্চার ব্যবহারে লাগে না। এগুলো ফেলে দেয়া বা কাউকে দিয়ে দেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। প্রশ্ন হল বাচ্চাদের এসব জিনিস অন্যকে দেয়া যাবে কি?

(খ) বাচ্চাদের জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান কত দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, বালেগ হওয়া পর্যন্ত নাকি বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত?

উত্তর :-

(ক) আমাদের সমাজে বাচ্চাদের জন্য কোন জিনিস দেয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়ার বিবেচনা থাকে না, বরং উদ্দেশ্যে থাকে অভিভাবকের কাছে কিছু জিনিস পৌঁছানো। তেমনি অভিভাবক নিজেও যখন জামা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি এনে দেয় তখনও সাধারণত সেসব জিনিস বাচ্চাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়ার বিবেচনা থাকে না। এ জন্যই তো এক সন্তানের কাপড় নির্দ্বিধায় পরবর্তী সন্তানকে পরতে দেয়া হয়।

সুতরাং আমাদের সমাজের মানুষের স্বাভাবিক মানসিকতা ও প্রচলন অনুযায়ী বাচ্চাদেরকে দেয়া জামা-কাপড়, জুতা প্রভৃতি পুরাতন হয়ে গেলে কিংবা ছোট হয়ে গেলে এগুলো অভিভাবক যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে।

তবে যে সব জিনিস বাচ্চাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়ার বিবেচনায়ই দেয়া হয় চাই সেটা অভিভাবক প্রদান করুক বা অন্য কেউ, তারা সে সব জিনিসের মালিক হয়ে যাবে।

আর বাচ্চার মালিকানাধীন জিনিসের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল– অভিভাবক বাচ্চা বালেগ হওয়া পর্যন্ত এসব জিনিস হেফাজত করে রাখবে। এ থেকে কোন কিছু বিক্রয় করা মুনাসেব মনে করলে স্বাভাবিক বাজারমূল্যে তা বিক্রয় করে তার অর্থ সংরক্ষণ করে রাখবে। বাচ্চার জন্য অপ্রয়োজনীয় কিংবা দুনিয়াবী বিবেচনায় স্বার্থহীন কোন কাজে এ সম্পদ ব্যয় করা যাবে না, এমনিভাবে বাচ্চা বা তার অভিভাবক এ সম্পদ থেকে কাউকে এমনিতেই হাদিয়া, দান বা হেবা করতে পারবে না। সুতরাং বাচ্চা যদি তার সম্পদ কাউকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয় অথবা কেউ তার থেকে কোন সূত্রে নিয়ে নেয়, তাহলে গ্রহণকারীর জন্য আবশ্যক হল, সে জিনিস অথবা তার মূল্য বাচ্চার মালিকানায় ফেরত দেয়া। অবশ্য বাচ্চার প্রয়োজনীয় কাজে তার সম্পদ অভিভাবকের জন্য ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে।

(খ) বাচ্চা বালেগ হওয়া পর্যন্ত এ বিধান বলবৎ থাকবে।

সূত্র :-

১. ফাতাওয়া কাযী খান খ: ৩ পৃ: ২৭৯-৮০

رجل قال: جعلت هذا لولدي فلان، كانت هبة، ولو قال: هذا الشيء لولدي الصغير فلان جاز، ويتم من غير قبول، كما لو باع ماله من ولده الصغير جاز، ولايحتاج إلى القبول.

رجل اتخذ ثيابا لولده الصغير ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك، لأنه لما اتخذ ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف، فلايملك الدفع إلى غيره، إلا إذا بين عند اتخاذه للأول أنه عارية فحينئذ يملكه لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة فإذا بين ذلك صح بيانه.

ولايجوز للأب أن يهب شيئا من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لأنها تبرع ابتداء.

২. আল মুহীতুল বুরহানী খ: ৭ পৃ: ১৮৫

قال محمد في الأصل: كل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز، والقبض منه أن يعلم ما وهبه له وأشهد عليه، والإشهاد ليس بشرط لازم، فإن الهبة تتم بالإعلام، ولكن ذكر الإشهاد احتياطا تحرزا عن الجحود إذا كبر الولد.

৩. ফাতাওয়া হিন্দিয়া খ: 8 পৃ: ৩৯২-৩৯৩

رجل اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا، ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه الآخر ليس له ذلك، إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية، كذا في السراجية. اشترى ثوبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا بالقطع مسلما إليه قبل الخياطة، ولو كان كبيرا لم يصر مسلما إليه إلا بعد الخياطة والتسليم، ولو قال : اشتريت هذا له صار ملكا له، كذا في القنية.

8. বাদায়েউস সানায়ে খ: ৬ পৃ: ৫৮৫

সমাপ্ত

দারুল ফিক্‌রি ওয়াল ইরশাদ, ঢাকা
[গবেষণামূলক উচ্চতর দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান]
অস্থায়ী কার্যালয়, সি-৫৪, আরসিম গেইট, ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ০২-৪৭৪৪৫৯১৭, মোবাইল : ০১৮১৮-৫৩০৬৩৮